বাংলাভাষার ব্যাকরণগত রূপ
(Grammatical Morph)-এর রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

গবেষক
অন্তরা চৌধুরী

অধ্যাপক উদয়কুমার চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে রচিত পি. এইচ. ডি (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা - ৭০০ ০৩২
২০১৭

বাংলাভাষার ব্যাকরণগত রূপ
(Grammatical Morph)
-এর রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

গবেষক
অন্তরা চৌধুরী

অধ্যাপক উদয়কুমার চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে রচিত পি. এইচ. ডি (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা - ৭০০ ০৩২
২০১৭

CERTIFIED THAT THE THESIS ENTITLED

‘বাংলা ব্যাকরণগত রূপ (Grammatical Morph) এর রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ’ submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Dr. Udaya Kumar Chakraborty.

And that neither this thesis nor any part it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the
Supervisor :
Dated :

Candidate :
Dated :

-ঃ মুখবন্ধ ঃ-

‘রূপ’ বা ‘Morph’ এই পরিভাষাটি আধুনিককালে আগত। কিন্তু ভাষার এই ক্ষুদ্রতম অর্থগত উপাদান একক নিয়ে আলোচনা বেদাঙ্গ থেকেই পাওয়া যায়। তবে নব্যভারতীয় আর্যভাষার অন্যতম সদস্য বাংলার রূপ নিয়ে আলোচনার ঐতিহ্য বিরল বললেও অত্যুংক্তি হবে না।

আমরা জানি প্রাথমিক অবস্থায় ভাষা আপতিক (arbitrary) তারপর তা ঐতিহ্যে লালিত হয়। এটা মেনে নিয়েও বলা যায় ভাষা একটি উচ্চারণ পদ্ধতি এবং তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দুটি রূপ পাশাপাশি আসে। তারা বিভিন্ন প্রকার উচ্চারণ প্রক্রিয়ায় আবদ্ধ হয় যে প্রক্রিয়াগুলি আমরা ব্যাকরণগত নিয়মের পরিভাষায় সেগুলিকে বিভিন্ন নামে জানি (সন্ধি, সমাস ইত্যাদি)। রূপগুলির মধ্যে একদল রূপ আছে মুক্ত রূপে খুব বিচরণ কম করে কিন্তু ব্যাকরণগত অর্থের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। একেই ব্যাকরণগত রূপ বলা হয়। তবে ভাষার এই গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটির অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণের দিকে কোন গবেষক এযাবৎ কালের পূর্বে আগ্রহ প্রকাশ করেননি।

সুনীতিকুমারের মতে ‘বাঙলা ভাষাটা যে অনার্য ভাষার ছাচে ঢালা আর্যভাষা.....’’ (চট্টোপাধ্যায় ১৩২৫; পৃ - ৪১) এবং ‘বাঙালী জাতিটা যে একটি মিশ্র - মোঙ্গলে কোল মোন্‌খামের দ্রাবিড় এই সব মিলে খিচুড়ি যাতে আর্যত্বের গরম মশলাটুকু উপরে পড়েছে মাত্র’ [চট্টোপাধ্যায়, ১৩২৫; পৃঃ - ৪১] সুতরাং এরূপ মিশ্রজাতির ব্যাকরণগত রূপ নিয়ে আলোচনায় বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের সম্ভবনা অনস্বীকার্য। তাই ব্যাকরণগত রূপের আনালোকিত দিকগুলি জানবার উদ্দেশ্যেই এই বিষয়ের নির্বাচন।

তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. উদয়কুমার চক্রবর্তীর সহযোগিতা ছাড়া বাংলা ব্যাকরণগত রূপের আলোচনা সুসম্পন্ন হতো না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ব্যাকরণগত ভূমিকা পালনকারী রূপগুলিকে তিনিই প্রথম 'ব্যাকরণগত রূপ' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। আমি শুধু তার স্বীকৃত এই উপাদানগুলিকে চিহ্নিত এবং বিশ্লেষণ করেছি মাত্র।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় ও কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী এবং ন্যাশনাল লাইব্রেরীর সহযোগিতা এই গবেষণাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়াও ইন্টারনেটের বিভিন্ন তথ্য, Praat Software এবং Excel software-এর যান্ত্রিক সহযোগিতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পারিবারিক সহযোগিতা ভিন্ন গবেষণা সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

বাংলাভাষার ব্যাকরণগত রূপের (Grammatical Morph) রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ' - এই নিবন্ধে আলোচিত বিষয়টি বাংলা ভাষায় প্রথম প্রচেষ্টা বলা যায়। আমি এই দায়িত্ব কতটা সুসম্পন্ন করেছি তা জানা নেই। তবে ব্যাকরণগত রূপের প্রথম বিশ্লেষণে সহযোগিতা করায় আমার তত্ত্বাবধায়ক এবং আমার পূজনীয় স্যার ড. উদয় কুমার চক্রবর্তীর কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকবো।

অন্তরা চৌধুরী

গ্রন্থসূচি ঃ-

১) চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার; 'বাংলা ভাষার কুলজী', কার্তিক অগ্রহায়ন ১৩২৫ (প্রথম প্রকাশ সবুজপত্র) গ্রন্থ - ঘোষ, বারিদবরণ / সংকলক ও সম্পাদক), 'নির্বাচিত রচনা সংকলন, মাঘ ১৪১৫, মিত্র ও ঘোষ, পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ - শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা - ৭৩।

সংক্ষিপ্ত শব্দাবলী

■ বাংলা :-

অ ----------> অব্যয়
ক্রি ----------> ক্রিয়া
বি ----------> বিশেষ্য
বিণ ----------> বিশেষণ
স -----------> সর্বনাম
সং ----------> সংস্কৃত
হেম বন্দ্যো ---------> হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

■ ইংরাজি :-

AUX ----------> Auxiliary
Adj ----------> Adjective
Art ----------> Article
N ----------> Noun
NP ----------> Noun Phrase
S ----------> Sentence
VP ----------> Verb Phrase

-ঃ সূচিপত্র ঃ-

			পৃষ্ঠা
১)	ভূমিকা		১-১০
২)	প্রথম ভাগ -		১১-৮০
	২.১০	প্রথম অধ্যায় - বাংলা ব্যাকরণগত রূপ	১১-১৭
		দ্বিতীয় অধ্যায় - বাংলা ব্যাকরণগত ভূমিকা পালনকারী উপসর্গ	১৮-৩০
		তৃতীয় অধ্যায় - বাংলা ব্যাকরণগত ভূমিকা পালনকারী অনুসর্গ	৩১-৪৫
		চতুর্থ অধ্যায় - বিভক্তি - বাংলাভাষার স্বীকৃত - ব্যাকরণগত রূপ	৪৬-৫৮
		পঞ্চম অধ্যায় - বাংলা ব্যাকরণগত ভূমিকা পালনকারী প্রত্যয়	৫৯-৮০
৩)	দ্বিতীয় ভাগ		৮১-২০৩
		ষষ্ঠ অধ্যায় - বাংলা ব্যাকরণগত রূপের সংবর্তন	৮১-১১৭
		সপ্তম অধ্যায় - বাংলা লিঙ্গবাচক শব্দে ব্যাকরণগতরূপের সংবর্তন	১১৮-১৩৩
		অষ্টম অধ্যায় - বাংলা পদ নির্মাণে - ব্যাকরণগত রূপের সংবর্তন	১৩৪-১৪৮
		নবম অধ্যায় - বাংলা পদ নির্মাণে ব্যাকরণগত রূপের সংবর্তন	১৪৯-১৮৫
		দশম অধ্যায় - বাংলা বাক্যের ক্রিয়াগুচ্ছের ক্রিয়া ও সহায়ক অংশের ব্যাকরণগত রূপের সংবর্তন।	১৮৬-২০৩
৪)	উপসংহার		২০৪-২০১২
৫)	গ্রন্থপঞ্জিকা		২১৩-২১৮

ভূমিকা

১.১০.১০

শব্দের গঠন নিয়ে আলোচনাকে সাধারণভাবে রূপতত্ত্ব বলে। সারা পৃথিবীতে ঊনবিংশ শতক থেকে ভাষার গঠন নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা শুরু হয় এবং বিংশ শতকে এই আলোচনায় শব্দের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম দিকটি চলে আসে। বেশীরভাগ ভাষাবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন যে রূপতত্ত্ব হল শব্দের অর্থযুক্ত অংশ সম্পর্কে আলোচনা। শব্দের অর্থযুক্ত অংশের দুটি দিক অন্বয়ের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা এবং শব্দের মধ্যবর্তী একক হিসেবে এর ভূমিকা। বর্তমানে বাংলাভাষার অজস্র ব্যাকরণ বই, অভিধান রয়েছে। তাতে রূপতত্ত্বের আলোচনা কোন কোন ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে ত্রুটিযুক্ত। ফলে বাংলাভাষার শব্দভান্ডারের অনেক তথ্য আমাদের আজও অজানা। তাই একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে রূপতত্ত্বের আলোচনা খুবই প্রসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয়।

ভাষার ক্ষুদ্রতম অর্থগত একক হল রূপ। এই এককের গঠন এবং এর শব্দ তৈরীর ক্ষমতা নিয়ে প্রাচীনকাল থেকেই গবেষণা শুরু হয়েছিল। খ্রীষ্ট পূর্ব ১২০০ অব্দে বেদ পাঠের জন্য যে প্রস্তুতি দরকার সে বিষয় নিয়ে রচিত হল বেদাঙ্গ। বেদাঙ্গের ছয়টি ধারার (শিক্ষা, কল্প, জ্যোতিষ, ছন্দ, ব্যাকরণ ও নিরুক্ত) মধ্যে ও ব্যাকরণে সন্ধি, সমাস প্রভৃতি প্রাচীন পদ্ধতির বিশ্লেষণ এবং যাস্ক রচিত নিরুক্ত হল ব্যুৎপত্তি শাস্ত্র। খ্রীষ্ট পূর্ব ৩০০-৬০০ অব্দে পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণে যে শব্দানুশাসন পাওয়া যায় তাতেও শব্দের গঠন সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা আছে। এভাবে ভারতীয় বৈয়াকরণিকরা রূপ নিয়ে বিভিন্ন সময় আলোচনা করেছেন।

আমাদের ঐতিহ্যে ব্যাকরণ চর্চার দীর্ঘ ইতিহাস আছে। কিন্তু খ্রীষ্টিয় নবম দশম শতাব্দী থেকে, বাংলা ভাষা যখন স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করলো তখন বাংলা ব্যাকরণ চর্চার কোনরূপ উৎসাহ দেখা গেল না। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে নব্যভারতীয় আর্যভাষা বাংলার সঙ্গে আরবী, ফারসি শব্দের মিশ্রণ ঘটল। এই নবরূপের গঠনগত বর্ণনা

মধ্যযুগে প্রায় অনুপস্থিত। ১৭৪৩ সালে বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচনা করলেন পাদ্রি মালোএল্-দ্য অস্সুম্প। তিনি ল্যাটিন ভাষার অনুকরণে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ তৈরী করলেন। সব থেকে অবাক হতে হয় যখন দেখি প্রাচীন ও মধ্যভারতীয় আর্যভাষার মতো তখন বাংলা ভাষাতেও পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দের ব্যবহার হতো [পুরুষলিঙ্গ - eqtta dhormo purux (একটা ধর্ম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ - eqtti stri drormi (একটি স্ত্রী ধর্মী)] বর্তমানে এই বিভাজন অবলুপ্ত। [চট্টপাধ্যায় ও সেন : ১৯০১)

ঊনবিংশ শতক থেকে বাংলাভাষায় যে ব্যাকরণ রচিত হতে থাকলো তাতে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ করা গেল। এর কারণ অবশ্য এই সময় সংস্কৃতের পন্ডিতদের হাতে বাংলা ব্যাকরণ নির্মাণের ভার পড়ে। তাই সেই সময়কার ব্যাকরণ বাংলা ভাষা থেকে দূরবর্তী। কিন্তু সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় বিংশ শতাব্দীতেও ব্যাকরণের পরিবর্তন হয়নি। বাংলা ভাষায় সম্প্রদানকারক, কর্মবাচ্য না থাকলেও তার উপস্থিতি এই সমস্ত বইতে রয়ে গেল। ফলে বাংলাভাষার রূপতাত্ত্বিক আলোচনার বিশাল ঘাটতি থেকে গেছে। এখন অবশ্য এই ঘাটতি পূরণের চেষ্টা চলছে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ‘বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা’, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের ‘বাংলা ভাষার অভিধান’, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’, রাজশেখর বসুর ‘চলন্তিকা’, সুকুমার সেনের ‘An Etymological Dictionary of Bengali language’ প্রভৃতি গ্রন্থে বাংলা শব্দ ভান্ডার এবং শব্দের গঠন নিয়ে আলোচনা পাওয়া যায়। বর্তমান বাংলা ভাষার শব্দ ভান্ডার দেশী বিদেশী শব্দের মিশ্রিত এক নবরূপ ধারণ করেছে। বাংলা ভাষার রূপতাত্ত্বিক আলোচনাকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে - শব্দের গঠনগত ও অর্থগত একক হিসেবে (ধাতু, উপসর্গ, প্রত্যয় ইত্যাদি) এবং অন্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণকারী হিসেবে (পদ, বিভক্তি, অনুসর্গ)

১.১০.২০ : রূপতত্ত্ব বলতে বর্তমানে আমরা যা বুঝি তা অবশ্য পাশ্চাত্য বৈয়াকরণিকের অবদান। রূপ (Morph) হল শব্দের ক্ষুদ্রতম অর্থগত একক। এক বা একাধিক রূপ মিলে শব্দ গঠিত হয়।

শব্দ / Morph	Morphs / রূপ	Morphemes / রূপিম
ছাত্ররা	ছাত্র-রা	ছাত্র + বহু বচন

রূপতত্ত্ব বা Morphology আসলে, Morphcmes বা রূপিম এবং তার ধরণের বর্ণনা। আমেরিকার Stracturalist-দের মতে শব্দের অংশ থেকেও morphem এর গুরুত্ব অন্বয়ের অংশ হিসেবে বেশী। Harris (১৯৪৬ খ্রী) - এর মতে Morpheme এর শব্দ থেকে সহজে আলাদা করা যায় না, এক্ষেত্রে প্রধান অসুবিধা ব্যুৎপত্তিগত। Arnoff (১৯৭৬ খ্রীঃ) এর মতে রূপতত্ত্বের আলোচনার অর্থই হল শব্দের আভ্যন্তরীন অঞ্চলের বিশ্লেষণ। একাধিক রূপ যে প্রক্রিয়ায় মিলিত হয় তাকে রূপতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া বলে। যেমন, সন্ধি, সমাস , প্রত্যয়, বিভক্তি, ঋণকৃতি বা borrowing , খন্ডিত শব্দ বা clipping, মুন্ডমালা বা Acronym , সাদৃশ্য বা Analogy ইত্যাদি।

রূপতত্ত্বের আলোচনায় চলে আসবে Allomorph (অর্থের দিক একই কিন্তু গঠন আলাদা, যেমন, ছেলেগুলি, ছেলেরা,। '-রা', '-গুলির'র অর্থ এক গঠন আলাদা।)। Zero morph (যার উপস্থিতি নেই অথচ রূপতত্ত্বের সুবিধার জন্য আছে বলে ধরে নেওয়া হয়। যেমন - 'গরু ঘাস খায়।' 'গরুর' সঙ্গে একবচন, প্রথমপুরুষের বিভক্তি এক্ষেত্রে Zero morph), Free morph (যে রূপ স্বাধীন ভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন - মা, রূপ ইত্যাদি), Bound morph (যে রূপ স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। যেমন - আমগুলি, 'গুলি' রূপের স্বাধীন ব্যবহার নেই।) আবার অন্যদিক থেকে Lexical morph (নতুন শব্দ তৈরীতে সাহায্য করে। যেমন - শিক্ষাবিদ্, সাম্যবাদ্) ও Grammatical morph (যেমন - পুরুষ, কাল, বচন ইত্যাদি)। Grammatical morph অর্থাৎ যে morph শব্দের কোন ব্যাকরণিক ভূমিকা গ্রহণ করে তাকে সাধারণভাবে Grammatical morph বলা যায়। যেমন - ছাগলগুলি, 'গুলি' - বহুবচন প্রকাশক ব্যাকরণগত রূপ।

বৈজ্ঞানিকরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষাকে দেখেছেন। একই ভাষার বিভিন্ন সময়ের বৈশিষ্ট্যগুলিকে যখন বিশ্লেষণ করা হয় তখন তাকে Diachronique বা Historical Linguistics বলে। আবার একই সময়ের একই ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলিকে যখন বিশ্লেষণ করা হয় তখন তাকে Synchonique বা Descriptive Linguistics বলে। Synchropque Linguistics এর জন্ম উনবিংশ শতাব্দীতে। এরপর এল structuralist linguistics। এক্ষেত্রে ভাষার গঠনকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হল। সর্বাধুনিক তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণকে Generative linguistics বলে। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিগত সমস্ত তাত্ত্বিক পরিকাঠামোর নির্যাসের সঙ্গে আরও একটি দিক গুরুত্ব দেওয়া হল - সেটা হল মানুষের মানসিক এবং শরীরিক গঠন। ভাষা ব্যবহার আসলে একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং আমাদের বংশানুক্রমিক মস্তিষ্কের গঠনও ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বহুলাংশে দায়ী। Generative Linguistics এ এসব দিক গুরুত্ব পেল, আমাদের আলোচনাও আমরা এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তুলে ধরবো।

ভাষা সৃষ্টির ইতিহাস যতই আপতিক (Arbitary) হোক না কেন ভাষা উচ্চারন একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া । তাই Generative Linguistics -এ মস্তিষ্ক এবং কোন বিশেষ জাতির বিশেষ শারীরিক গঠনের প্রসঙ্গ নিয়ে আসা হয় । বর্তমানে আমাদের বিষয় ব্যাকরণগত রূপের বিশ্লেষণ করার সময় আমরা এই বিষয়গুলিকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করব।

প্রথমে জেনে নিই ব্যাকরণগত রূপ আমরা কাকে বলব। যে রূপ ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে তাকে আমরা ব্যাকরণগত রূপ বলতে পারি। শব্দের মূলকে Root। (Root হল দু'প্রকার শ্রমগুলি -তে 'শ্রম' হল Stem এবং Base 'শ্রমিকরা'-তে 'শ্রম' হল Stem কিন্তু 'শ্রমিক' হল Base সুতরাং Stem হল bare root / "The irreducible core of the word" এবং সমস্ত Base কেই Root বলা যায়।) এই Root (Stem বা কোন কোন ক্ষেত্রে Base) এর সঙ্গে ব্যাকরণগত কারণে অথবা নতুন অর্থের

শব্দ সৃষ্টির কারণে Affix যুক্ত হয়। Affix অবস্থান অনুযায়ী তিনপ্রকার - Prefix (Root এর আগে), Suffix (Root এর পরে) এবং Infix (Root এর মধ্যে)। আর চরিত্রগত দিক দিয়ে Affix দু'প্রকার - Inflectional Affix (ব্যাকরণগত পরিবর্তন ঘটায়, কিন্তু অর্থ একই থাকে) এবং Derivational Affix (অর্থের পরিবর্তন ঘটায়)। অনেক সময় Derivational Affix নতুন অর্থের শব্দ তৈরি করতে গিয়ে শব্দের ব্যাকরণগত অবস্থায় পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলে ['বিষ্ণু' - 'বিশেষ্য' এর সঙ্গে Derivational Affix যুক্ত হয়ে (বিষ্ণু + ষ্ণ =) বৈষ্ণব তৈরি হলে এটি 'বিশেষণ']। তাই আমাদের আলোচনায় Inflectional Affix এবং Darivational Affix এই দুটি চলে আসবে।

ব্যাকরণের নিয়মগুলি আমাদের Psychological এবং Physical গঠনের উপর নির্ভরশীল । মূল রূপ বা Root (Stem বা কোন কোন ক্ষেত্রে Base) এর সঙ্গে যে Affix যুক্ত হওয়ার সময় কোন Phonological effect ফেলতে পারে না তাকে Neutral Affix বলে। আর যে Affix যুক্ত হওয়ার সময় কোন Phonological effect ফেলতে পারে তাকে Non-neutral Affix বলে। Whitney (1889) এবং Bloomfield (1933) Non-neutral Affix কে Primary Affix এবং Neutral Affix কে Secondary Affix বললেন। Chomsky এবং Halle রচিত 'The Sound Pattern of English' গ্রন্থে Affix এর যুক্ত হওয়ার প্রবণতা বা Strength of boundary অনুযায়ী Non-neutral Affix এর Strong boundary এর জন্য ''+'' চিহ্ন ব্যবহার করলেন এবং Neutral Affix এর Weak boundary-র জন্য ''#'' চিহ্ন ব্যবহার করলেন।

Primary Affix	Secondary Affix
+ Boundary	# Boundary
non-neutral	neutral
দাঁতাল (দাঁত + আল)	ছেলেরা (ছেলে + রা)
হিংসুক (হিংসা + উক)	গরুগুলি (গরু + গুলি)

প্রসঙ্গত আমরা Kiparsky-র Lexical এবং Post-Lexical গঠনের সূত্রটি আলোচনা করে নেব। এটি যদিও ইংরেজীভাষার গঠনের উপর নির্ভর করে নির্মিত। কিন্তু তবুও এটি দ্বারা সব ভাষাকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। বিশেষত বাংলা ভাষাকে।

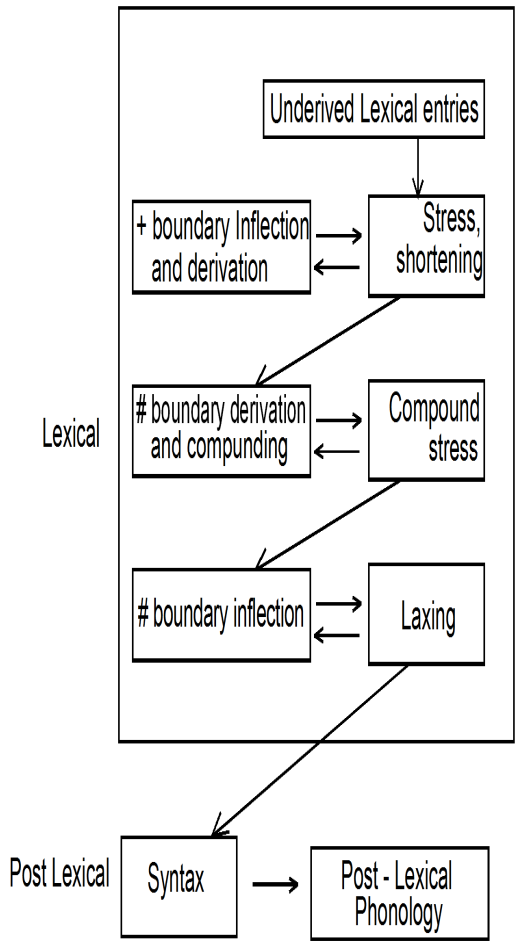

	ব্যাখ্যা
	Underived Lexical entries - ভাষা ভান্ডারের এমন উপাদান যা ভাবা সম্ভব নয়। যেমন Root/মূল রূপ।
Stratum - 1	Stratum - 1 এ রয়েছে সেই সমস্ত inflectional এবং derivational merph যারা Root এর গঠন পরিবর্তন করে। অনেক সময় Base NWe করে। যেমন - See - Saw, long-length, √গম + ক্তি = গতি
Stratum - 2	Stratum - 2 এ রয়েছে সেই সমস্ত derivational Morph যারা Root / Base এর গঠন পরিবর্তন করে না। যথা - Sad – Sadly,দুরন্ত+পনা= দুরন্তপনা
Stratum - 3	Stratum - 3 তে রয়েছে সেই সমস্ত inflectional morph যারা Root / Base এর গঠনের কোন পরিবর্তন না করে ব্যাকরণগত অবস্থার পরিবর্তন করে । যেমন- walk – walked,ছেলে - ছেলেরা।

[Kiparsky:1982:p-5]

Lexical বা শব্দকোষের মধ্যে বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে বাক্যের বা Syntax এর উপাদান গড়ে ওঠে। Post Lexical স্তরেও কিছু পরিবর্তন ঘটে [ভঙ্গী, সুর] । এই

পারম্পার্যিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের যোগাযোগের মাধ্যমটি গড়ে ওঠে। এই তত্ত্ব অনুসারে আমাদের আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবো।

বাংলা ভাষার prefix বা মূলরূপের আদিতে অবস্থানকারী রূপকে উপসর্গ বলা হয়। Infix বা মূলরূপের মধ্যে বা অভ্যন্তরে যুক্ত হওয়া রূপ বাংলাভাষার নেই। Suffix বা মূলরূপের বা base এর অন্তে যুক্ত হওয়া রূপকে দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রত্যয় নতুন শব্দ গঠনের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং বিভক্তি ব্যবহৃত হয় পদগঠন করার জন্য। এছাড়াও অন্যভাষার মতো বাংলা ভাষাতেও কিছু Post Positional Morph ব্যবহার করা হয় সেগুলি Saffix এর মতো মূলরূপ / base এর সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় থাকে না, এদেরকে বলা হয় অনুসর্গ।

বাংলাভাষার Affix গুলি Post Lexical স্তরে সংবর্তীত হয়। Post Lexical স্তরে বাংলা বাংলা Affix গুলির গঠনগত, অবস্থানগত এবং কখনও কখনও ব্যাকরণগত অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনকে বিশ্লেষণের পূর্বে PSR তত্ত্ব অনুসারে বাংলা বাক্যে SOV-Structure এর গঠনকে বিশ্লেষণ করে নেব। চমস্কি প্রদত্ত ইংরেজী বাক্যের PSR তত্ত্ব অনুসারে ড. উদয় কুমার চক্রবর্তী বাংলা বাক্যের গঠন নির্মান করেছেন। নিম্নে দেখানো হল -

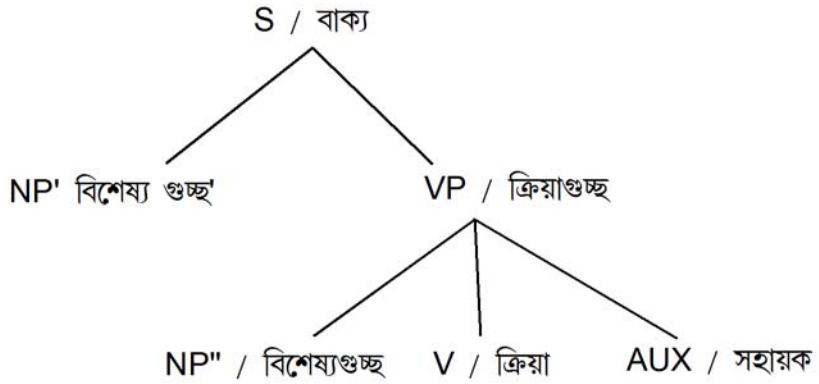

(চক্রবর্তী ঃ ২০০৪ ঃ পৃঃ -)

বাংলা বাক্যের এই গঠনকে ভিত্তি করে আমরা ব্যাকরণগত রূপের গতিপ্রকৃতি বিচার করবো। আমরা কয়েকটি অধ্যায়ে আমাদের আলোচনাকে বিশ্লেষণ করে নিয়েছি।

১) প্রথম ভাগ প্রথম অধ্যায় ঃ বাংলা ব্যাকরণগত রূপ নিয়ে আলোচনা করেছি
২) প্রথম ভাগ দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বাংলা ব্যাকরণগত ভূমিকা পালনকারী উপসর্গ এর অনুসন্ধান করেছি।
৩) প্রথম ভাগ তৃতীয় অধ্যায় ঃ বাংলা ব্যাকরণগত ভূমিকা পালনকারী অনুসের্গর গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছি
৪) প্রথম ভাগ চতুর্থ অধ্যায় ঃ 'বিভক্তি-বাংলা ভাষার স্বীকৃত ব্যাকরণগত রূপ'-এর বিবিধ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছি।
৫) প্রথম ভাগ পঞ্চম অধ্যায় ঃ বাংলা ব্যাকরণগত ভূমিকা পালনকারী প্রত্যয়ের অনুসন্ধান করেছি।
৬) দ্বিতীয় ভাগ ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ বাংলা ব্যাকরণগত রূপের সংবর্তন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি
৭) দ্বিতীয় ভাগ সপ্তম অধ্যায় ঃ 'বাংলা লিঙ্গবাচক শব্দে ব্যাকরণগত রূপের সংবর্তনব' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে হয়েছে।
৮) দ্বিতীয় ভাগ অষ্টম অধ্যায় ঃ বাংলা বচনে ব্যাকরণগত রুপের সংবর্তনের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছি।
৯) দ্বিতীয় ভাগ নবম অধ্যায় ঃ বাংলা পদ নির্মাণে ব্যাকরণগত রূপের সংবর্তনের প্রকার বিশ্লেষণ করেছি।
১০) দ্বিতীয় ভাগ দশম অধ্যায় ঃ বাংলা বাক্যের ক্রিয়াগুচ্ছের ক্রিয়া ও সহায়ক অংশের ব্যাকরণগত রূপের সংবর্তন এর প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেছি।
১১) উপসংহার ঃ আলোচনালব্ধ সিদ্ধান্তগুলিকে এই অধ্যায়ে ফুটিয়ে তুলেছি।

রূপতত্ত্ব বিশাল শাস্ত্র। তার উপর বাংলাভাষা এমন একটি ভাষা যার মধ্যে বহুভাষার মিশ্রণ ঘটেছে, ফলে বাংলা ভাষায় সমৃদ্ধ ভান্ডার রয়েছে। এই বিস্তৃত শব্দভান্ডারের শব্দগুলির বাক্যে প্রয়োগের সময় অসংখ্য পরিবর্তন দেখা যায়। Grammatical Morph এই পরিবর্তনের প্রধান কারণ। এই বিষয়ের আলোচনায় আমাদের ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্যের দিকটি উঠে আসবে। বৈদিক যুগ থেকেই Grammatical Morph এর আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। বর্তমান রূপতাত্ত্বিকরাও এই বিষয়ে নতুন তত্ত্বের

আবিষ্কার করেছেন বাংলা ব্যাকরণগত রূপকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নিরিখে বিচার করলে বহু অজানা তথ্য আমাদের সম্মুখে উন্মোচিত হবে।

গ্রন্থ সূচি ঃ-

(বাংলা)

১) চক্রবর্তী, ড. উদয়কুমার : ২০০৪; বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন ঃ দেজ পাবলিশিং কলকাতা - ৭৩

২) চক্রবর্তী, ড. উদয়কুমার : ১৯৯৮; বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ ঃ অরবিন্দ পাবলিকেশন

৩) চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সুনীতিকুমার ও শ্রীপ্রিয়ারঞ্জন; ১৯৩১; 'পাদ্রি মানো এল - দা - আস্‌সুম্প - সাম রচিত বাংলা ব্যাকরণ' ঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ইংরেজী ঃ-

1) Chatterji, Suniti Kumar ; 1978: "The Origin and Development of Bengali Languages : Rupa & Co-Calcutta

2) Chomsky, N and Hall, M : 1968; The sound pattern of English : Herper & Row, New York.

3) Kiparsky, P : 1982 : Lexical Morphology and phonology : in young, I. S. (Ed). linguistics in the morning clam (Seoul; : Hanstion)

প্রথম ভাগ

প্রথম অধ্যায়

বাংলা ব্যাকরণগত রূপ

২.১.১০

পৃথিবীর বেশীরভাগ ভাষায় শব্দ বা পদকে বিশ্লেষণ করা হলে এক বা একাধিক ভাষার ক্ষুদ্রতম অর্থগত একক অর্থাৎ রূপ পাওয়া যাবে। আর এই রূপগুলির মধ্যে একটিতে শব্দ বা পদের অর্থের মূল থাকে, একেই মূল রূপ Root বলা হয়। মূল রূপের (Root-এর) সঙ্গে আরো যে রূপগুলি যুক্ত থাকে তাদের সাধারণভাবে Affix বলা হয়। Affix সর্বদা বদ্ধরূপ হয়। বাংলাভাষায় সব Affix ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে না। আবার বহু মুক্তরূপ আছে যেগুলি ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে। আমরা আলোচনার প্রথমভাগে এই ব্যাকরণগত রূপগুলি অনুসন্ধান করবো।

শব্দের বা পদের মূলরূপকে খুঁজতে গেলে আবার বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়। সেক্ষেত্রে শব্দের শ্রেণীবিভাগটি গুরুত্বপূর্ণ। অভিধানে কিছু কিছু সিদ্ধ শব্দ আছে যেগুলির বিশ্লেষণ করা হলে আর অর্থগত একক পাওয়া যায় না, এগুলির নির্মাণ ব্যাকরণের নিয়মে হয়নি, ঐতিহ্যবাহিত হয়ে অভিধানে এসেছে। একে সিদ্ধ শব্দ বলা হয়। একেই কোন কোন ক্ষেত্রে bare Root বা Stem বলা যায়। (Stem সব সময় সময় সিদ্ধ শব্দ হবে না, বিশেষত ধাতুরূপের ক্ষেত্রে। কারণ ধাতুর নিজেস্ব অর্থ থাকলেও এরা বদ্ধ রূপ। যেমন - ‘গঙ্গা’ শব্দটি সিদ্ধ শব্দ, এর মূলরূপ বা Root এর গঠনকে আমরা অবশ্যই Stem বলব। কিন্তু ‘বড়াই’ শব্দটি সিদ্ধশব্দ নয়। কিন্তু এর মূলরূপ বা Root এর গঠনকে (√বড় হল Stem) আমরা base বলব। সিদ্ধ শব্দের সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে নতুন শব্দ গঠিত হয় তাকে সাধিত শব্দ বলা হয়। এর মূল রূপকে / Root কে Base বলা হয়। (যেমন - ‘কৌরব’ শব্দটি সাধিত শব্দ। এর মূল রূপ / Root কে আমরা Base বলব। কিন্তু এর Stem হল কুরু) সিদ্ধ এবং সাধিত শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়ে পদ নির্মিত হয়। এই স্তরে আবার আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য প্রাচীন বৈয়াকরণিকরা বচন নির্দেশককেও বিভক্তি বলেছেন। বচন নির্দেশক যুক্ত হওয়ার পরেও নতুন অর্থ যুক্ত বা বলা যায় অর্থের বিশেষ মাত্রা যুক্ত হয় ফলে শব্দভান্ডারে নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়।

প্রসঙ্গত পবিত্র সরকার প্রণিত শব্দ ও পদের অবস্থানের যে রেখাচিত্রটি দিয়েছেন তা দেখে নেওয়া যাক্ (সরকার ; ১৯৯৮; পৃঃ ৮৪)

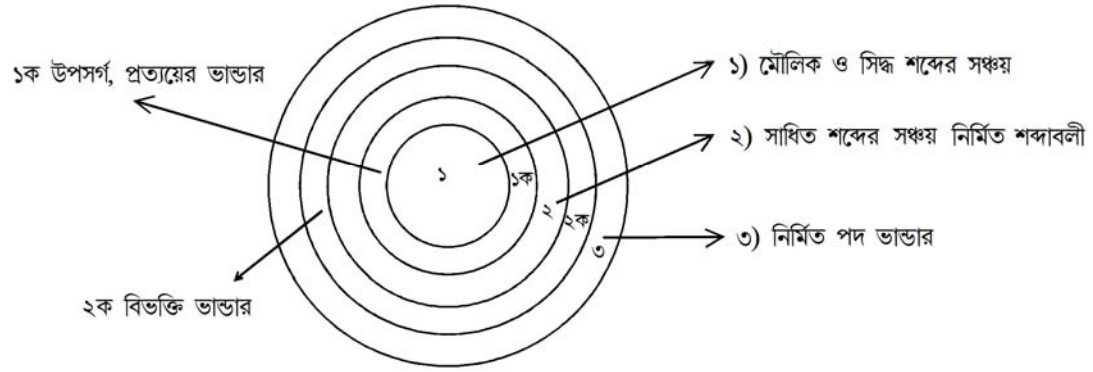

এই রেখাচিত্রকে ভিত্তি করে আমরা স্তর গুলির নাম পরিবর্তন করলে বিষয়টি আরো বিস্তারিত হবে। কারণ, মৌলিক ও সিদ্ধ শব্দ বলা হলে তাতে ধাতু কথা বলা হয় না, তাই আমরা ১নং স্তরে রাখবো stem অংশকে (Stem - হল bare Root ফলে এতে শব্দ এবং ধাতু উভয়ের কথা বলা যাবে।

উদা ঃ - পড়ছে = √পড় →(কর্তা নিজে পড়াচ্ছে) - ছ - এ

আবার ২নং স্তরে সাধিত শব্দের বদলে Base বলা হলে যথাযোগ্য হবে। [এক্ষেত্রেও শুধু সাধিত শব্দ বলা হলে সাধিত ধাতুর প্রসঙ্গ বলা হয় না।)

উদাঃ - পড়াচ্ছে = √পড়া→ (কর্তা অন্যকে পড়াচ্ছে) - ছ - এ

এই √পড়া সাধিত ধাতু (√পড়্ + আ = √পড়া)

তাহলে এই রেখ চিত্রকে ভিত্তি করে শব্দ ও পদের অবস্থানের যে ক্রমটি পাবো -

উদাহরণ ঃ-

১)	বাংলা ভাষায় প্রাপ্ত stem বা সিদ্ধ ধাতু ও সিদ্ধ শব্দের সঞ্চয়।	→	√দেখ্ (Stem)
১ক)	উপসর্গ, প্রত্যয়ের ভান্ডার	→	আ (প্রত্যয়) Suffix
২)	বাংলা ভাষায় প্রাপ্ত Bae বা শব্দ ও ধাতুর সাধিত সঞ্চয় নির্মিত ভান্ডার	→	√দেখা (Base) (এক্ষেত্রে সাধিত ধাতু)
২ক)	বিভক্তি ভান্ডার	→	-ছ-ও-বিভক্তি
৩)	নির্মিত পদ ভান্ডার	→	দেখাচ্ছো - ক্রিয়াপদ

তাহলে বাংলা শব্দভান্ডারে যে রূপগুলি পাচ্ছি সেগুলি হল - সিদ্ধ ধাতু, সিদ্ধ শব্দ, উপসর্গ, প্রত্যয়, সাধিত ধাতু, সাধিত শব্দ, বিভক্তি।

২.১.২০ : শব্দের বা পদের মূল যাকে আমরা মূলরূপ / Root বলছি তারা সিদ্ধ ধাতু বা শব্দ হতে পারে আবার সাধিত ধাতু বা শব্দ হতে পারে। এগুলিকে আমরা ব্যাকরণগত রূপ বলবো না। কিন্তু এদের সঙ্গে যুক্ত হয় যে রূপগুলি সেগুলির মধ্যে কোনও কোনওটি ব্যাকরণগত রূপ।

● যে রূপগুলি মূলরূপের (Stem অর্থাৎ সিদ্ধ ধাতু বা শব্দ কিংবা Base অর্থাৎ সাধিত ধাতু বা শব্দ) সঙ্গে যুক্ত হয় তাকে Affix বলা হয়। Affix অবস্থান অনুযায়ী তিন প্রকার -

(১) **মূলরূপ বা Root (Stem / Base)** এর পূর্বে অবস্থানকারী রূপকে Prefix বলা হয়। বাংলাভাষায় একেই উপসর্গ বলা হয়।

(২) **মূলরূপ বা Root (Stem / Base)** এর পশ্চাৎ এ অবস্থানকারী রূপকে Suffix বলা হয়। বাংলাভাষায় দু'প্রকার Suffix পাওয়া যায় - (ক) বিভক্তি ও (খ) প্রত্যয়।

(৩) **মূলরূপ বা Root (Stem /Base)** -এর অভ্যন্তরে অবস্থানকারী রূপকে Infix বলা হয়। বাংলাভাষায় Infix পাওয়া যায় না।

- অর্থ অনুযায়ী Affix কে দু'ভাগে ভাগ করা হয় - Derivational Morph এবং Inflectional Morph । যে রূপগুলি মূলরূপের বা Root (Stem অথবা Base) - এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন অর্থের ধাতু বা শব্দ গঠন করে তাকে Derivational Morph বলা হয়। বাংলাভাষার উপসর্গ ও প্রত্যয়কে Derivational Morph বলা হয়।

যে রূপগুলি মূলরূপ বা Root (Stem অথবা Base) কিংবা শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যাকরণগত অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় তাকে Inflectional Morph বলা হয়। বাংলাভাষায় বিভক্তিকে Inflectional Morph বলা হয়।

- আমরা বিভক্তিকে নিঃসন্দেহে ব্যাকরণগত রূপ বলতে পারি, কারণ এটি সর্বদা ব্যাকরণগত অর্থের পরিবর্তন ঘটায়। আবার বহু এমন ক্ষেত্র আছে যেখানে উপসর্গ এবং প্রত্যয়ও ব্যাকরণগত অর্থের পরিবর্তন ঘটায়। সেই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এগুলিকেও আমরা ব্যাকরণগত রূপ / Grammatical Morph বলব। যেমন -

ক)

বিশেষ্য		বিভক্তি		সম্বন্ধ পদ
রাম	+	- এর	=	রামের

খ) জন ⟶ লোক পদ (বিশেষ্য)

উপসর্গ সু + জন = সুজন (বিশেষণ)

এক্ষেত্রে 'সু' উপসর্গটি 'জন' এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে নতুন অর্থের শব্দ তৈরী করেছে তার পদগত অবস্থারও পরিবর্তন অর্থাৎ ব্যাকরণগত অর্থের পরিবর্তন হয়েছে। ফলে 'সু' - উপসর্গটি Derivational Morph এর পাশাপাশি Inflectional Morph এর মতো কাজ করেছে, তাই আমরা 'সু-' উপসর্গটিকে ব্যাকরণগত রূপ বা Grammatical Morph বলব।

		পদ পরিচয়
গাছ		(বিশেষ্য)
প্রত্যয়		
গাছ + উয়া	= গাছুয়া > গেছো	(বিশেষণ)

'উয়া' প্রত্যয়টি 'গাছ' এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে পদ নির্মান করেছে সেটি বিশেষণ পদ, কিন্তু গাছ এর পদগত পরিচয় বিশেষ্য। ফলে 'উয়া' প্রত্যয়টি নতুন অর্থের পাশাপাশি নতুন পদেরও গঠন করেছে। তাই এই প্রত্যয়টিকে ব্যাকরণগত রূপ বা Grammatical Morph বলব।

সুতরাং আমাদের শব্দ ভান্ডারে স্বীকৃত ব্যাকরণগত রূপ হল বিভক্তি। এছাড়াও উপসর্গ এবং প্রত্যয় মূলত Derivational Morph অর্থাৎ নতুন অর্থের শব্দ সৃষ্টিকারী রূপ হলেও কোনো কোন ক্ষেত্রে Derivational ভূমিকা পালন করে। সেই সব ক্ষেত্রবিশেষে প্রত্যয় এবং উপসর্গকে আমরা ব্যাকরণগত রূপ বলব।

২.১.৩০ : ব্যাকরণগত রূপ বা 'Grammatical Morph'- এর আলোচনায় আমরা আরো যে অংশকে গুরুত্ব দিয়ে দেখব সেটি হল অনুসর্গ। অনুসর্গ সিদ্ধ কিংবা সাধিত উভয়প্রকার শব্দেই বর্তমান। একে ইংরাজিতে Post Positonal বলা হয়। অনুসর্গ বাক্যে বিশেষ ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অনুসর্গ একটি মুক্ত রূপ দ্বারা গঠিত হয় তাই এই ব্যাকরণগত ভূমিকা পালনকারী মুক্ত রূপ গুলিকে আমরা ব্যাকরণগত রূপ বলব।

অনুসর্গের অবস্থান P.S.R বা Phrase Structure Rule অনুসারে দেখা যাক -

বাক্য - গাছ থেকে আম পড়ল।

অধোগঠন ঃ-

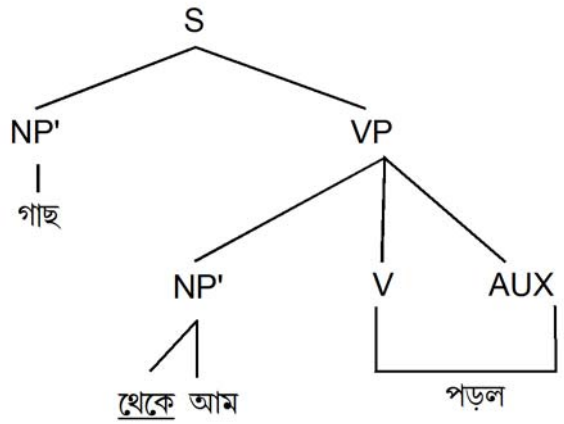

অধিগঠন → গাছ থেকে আম পড়ল

‘থেকে’ উপসর্গটি ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণ করেছে। ‘থেকে’ অনুসর্গ দ্বারা অপাদান কারক চিহ্নিত হয়েছে। তাই অনুসর্গটি ব্যাকরণগত রূপ।

বাংলাভাষার প্রত্যেকটি অনুসর্গই ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে তাই আমাদের আলোচনায় একে বিশেষভাবে তুলে ধরবো।

২.১.৪০

সদ্ধান্ত ঃ-

এই অধ্যায়ে বাংলাভাষায় ব্যাকরণগত রূপগুলিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করলাম। সেক্ষেত্রে আমরা বিভক্তি ও অনুসর্গকে ব্যাকরণগত রূপ / Grammatical Morph বলতে পারি। কিন্তু প্রত্যয় ও উপসর্গ কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত রূপের আচরণ করে। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে এই চার প্রকার রূপের বিশ্লেষণ করে দেখবো এরা বাংলাভাষায় কিভাবে ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে।

গ্রন্থসূচি ঃ-

বাংলা

(১) চক্রবর্তী, উদয়কুমার; ২০০৪; ‘বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন; দেজ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩

(২) সরকার, পবিত্র; ১৯৯৮ - বাংলারূপতত্ত্বের ভূমিকা; ‘বহুবচন’ ; সরকার, পবিত্র (সম্পা), ভাষাবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের মুখপাত্র, কলকাতা - ৮৪।

ইংরেজী

(1) Sarkar, Pabitra; 1980; On Models in Recent Linguistic Theory Jadavpur University

প্রথম ভাগ

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যাকরণগত ভূমিকা পালনকারী উপসর্গ

২.২.১০ ঃ উপসর্গ বলতে আমরা বুঝি সেই সমস্ত অব্যয় জাতীয় শব্দ বা শব্দাংশগুলিকে যেগুলি ধাতু বা শব্দের আগে যুক্ত হয়ে তাদের অর্থের পরিবর্তন ঘটায় কিংবা অর্থের বিশিষ্টতা সম্পাদন করে সেই সকল অব্যয় জাতীয় শব্দ বা শব্দাংশগুলিকে উপসর্গ ধাতু বা শব্দের আগে যুক্ত হয়ে পদের পুষ্টি সাধন বা উৎকর্ষ অপকর্ষ সাধন করে।

উপসর্গের সংজ্ঞা থেকে এটি স্পষ্ট যে নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টিতে উপসর্গের একান্ত প্রয়োজনিয়তা রয়েছে। Oxford Dictionary অনুযায়ী উপসর্গের সংজ্ঞা — Prefixes are added to the beginning of an existing word in order to create a new word with a different meaning. ইংরেজি ভাষায় prefix বলতে যা বোঝায় উপসর্গ বলতে সেটিকেই বোঝানো হয়।

সংস্কৃত উপসর্গ কুড়িটি - প্র, পরা, অপ্, সম্, নি, অব, অনু, নির্, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অভি, অপি, উপ, আ। বাংলা শব্দে এই কুড়িটি সংস্কৃত উৎসজাত উপসর্গ দেখা যায়। এছাড়াও কিছু দেশী বাংলা উপসর্গ পাওয়া যায় যাকে খাঁটি বাংলা উপসর্গ বলা যায়। কিছু বিদেশী উপসর্গ বাংলা শব্দগঠনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কার্যকর। বিদেশী ভাষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এই উপসর্গ গুলিও বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে।

আমাদের আলোচনা সেই সমস্ত রূপগুলি নিয়ে যে রূপগুলি শুধুই শব্দগঠনের ক্ষেত্রে নয় ব্যাকরণগত ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গগুলি বেশীর ভাগই derivational morph. অর্থাৎ নতুন অর্থপূর্ণ শব্দ গঠন করে। Inflectional morph-এর মতো শব্দের ব্যাকরণগত অবস্থা পরিবর্তনের ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে উপসর্গের ভূমিকা অতটা লক্ষ করা যায় না। তবে কিছু কিছু উপসর্গ আছে যারা derivational morph হওয়া সত্ত্বেও ব্যাকরণগত অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় — সেই সমস্ত উপসর্গগুলিই আমদের আলোচনার মূল উপজীব্য।

২.২.২০ ঃ

ধাতু বা শব্দে নির্দিষ্ট অর্থ থাকে। উপসর্গ ধাতু বা শব্দের আগে বসে অর্থের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটায়। ধাতু বা শব্দের ব্যাকরণগত অর্থেরও পরিবর্তন ঘটায়। এই সমস্ত উপসর্গগুলিকে আমরা ব্যাকরণগত রূপ বলতে পারি। উদাহরণ —

ধাতু প্রত্যয়

হৃ + ঘঞ্ (অ) = হার — ‘হরণ’ অর্থ (হৃ ধাতুর অর্থ হরণ করা)

‘হার’ রূপটি উপসর্গের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন শব্দ গঠন করেছে।

উপসর্গ +	ধাতু +	প্রত্যয়	= পদ	
বি +	√হৃ +	ঘঞ্	= বিহার (ভ্রমণ)	ক্রিয়া বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত
প্র +	√হৃ +	ঘঞ্	= প্রহার (মারা)	
উৎ +	√হৃ +	ঘঞ্	= উদ্ধার (মুক্তি)	
উপ +	√হৃ +	ঘঞ্	= উপহার — বিশেষ্য	
হি +	√হৃ +	ঘঞ্	= নিহার (বরফ) — বিশেষ্য	

অবার,

‘গত’ শব্দের অর্থ ‘অতীত’। কিন্তু উপসর্গ যুক্ত হয়ে এই শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে।

উপসর্গ +	শব্দ =	পদ	বাক্য
অনু +	গত	= অনুগত(অর্থ-অধীন — বিশেষণ	— তিনি তার অনুগত শিষ্য
দুর্ +	গত	= দুর্গত(অর্থ-দুর্দশাগ্রস্ত) — বিশেষণ	— দুর্গত ব্যক্তিকে সাহায্য করো
উৎ +	গত	=উদ্‌গত (অর্থ-উৎপন্ন) —বিশেষ	— তব উদ্‌গত বাণী সকলের প্রণম্য

একই ভাবে, একই উপসর্গ একই অর্থ প্রকাশ করে যে শব্দগুলি গঠন করছে তাদের ব্যাকরণগত অর্থেরও পরিবর্তন ঘটাচ্ছে।

উপসর্গ +	শব্দ		পদ
দুর্ +	আত্মা	=	দুরাত্মা — বিশেষণ
দুর্ +	আশা	=	দুরাশা — বিশেষ্য

এক্ষেত্রে ‘‘দুর্’’ উপসর্গের অর্থ নিন্দিত, কিন্তু এটি যখন দুটি ভিন্ন শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সেই কারণে পদের ব্যাকরণগত অর্থও বদলে যাচ্ছে। আত্মা’ বিশেষ্য কিন্তু ‘দুর্’ উপসর্গ যুক্ত শব্দটিতে এর অর্থ এবং ব্যাকরণগত অর্থ দুটিই পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। সুতরাং এক্ষেত্রে এটি একই সঙ্গে Derivational morph এবং Inflectional morph -এর গুরুত্ব পালন করছে তাই এটি অবশ্যই Grammatical morph কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে বিশ্লেষন করা হল।

[-উপসর্গ] + [বিশেষ্য] = [বিশেষ্য] যথা [আত্মা]

[-উপসর্গ] + [বিশেষ্য] = [বিশেষণ] যথা [দুর] [আত্মা] = দুরাত্মা

[-উপসর্গ] + [বিশেষ্য]			= [বিশেষ্য]		[+উপসর্গ] + [বিশেষ্য] = [বিশেষণ]	
১ —	+	আত্মা	=	আত্মা	[দুর-] + [-আত্মা]	= [দুরাত্মা]
২ —	+	মাতা	=	মাতা	[উপ-] + [-মাতা]	= [উপমাতা]
৩ —	+	ভূত (পঞ্চভূত)	=	ভূত	[অধি-] + [-ভূত]	= [অধিভূত]
৪ —	+	ইন্দ্রিয়	=	ইন্দ্রিয়	[অতি-] + [-ইন্দ্রিয়]	= [অতীন্দ্রিয়]
৫ —	+	রূপ (আকার)	=	রূপ	[অনু-] + [-রূপ]	= [অনুরূপ]
৬ —	+	অঙ্গ (শরীর)	=	অঙ্গ	[অপ-] + [-অঙ্গ]	= [অপাঙ্গ]
৭ —	+	কণ্ঠ (গলদেশ)	=	কণ্ঠ	[উৎ-] + [-কণ্ঠ]	= [উৎকণ্ঠ]
৮ —	+	অস্ত্র	=	অস্ত্র	[নির-] + [-অস্ত্র]	= [নিরস্ত্র]
৯ —	+	ছিদ্র (রুদ্ধ)	=	ছিদ্র	[নি-] + [-ছিদ্র]	= [নিচ্ছিদ্র]
১০ —	+	অনুভব	=	অনুভব	[পরা-] + [-অনুভব]	= [পরানুভব]
১১ —	+	এক	=	এক	[প্রতি-] + [-এক]	= [প্রত্যেক]

সুতরাং এটি স্পষ্ট যে প্রায় সমস্ত উপসর্গ নতুন অর্থযুক্ত শব্দগঠন করে। এই উপসর্গ গুলি সর্বদা Derivational Morph -এর ভূমিকা পালন করে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এই রূপগুলির ব্যবহার বিষয়ক আচরণ Grammatical Morph -এর মতো। এই উপসর্গগুলি নির্দিষ্ট ধ্বনি পরিবেশেই এইরূপ আচরণ করে অন্য ধ্বনি পরিবেশ এটি ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে না।

২.২.৩০

উপসর্গ নতুন শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। উপসর্গ দ্বারা গঠিত নতুন শব্দটি সবসময় নতুন অর্থযুক্ত শব্দ হয় না। বিশেষত ধাতুর সঙ্গে যখন উপসর্গ যুক্ত হয় তখন কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূল অর্থের অনুসরণ করে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূল অর্থের বিপরীত অর্থ করে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থের পরিবর্তন না করেও বিশেষত্ব প্রদান করে। আমরা দেখবো এই তিনটি ক্ষেত্রে তাদের ব্যাকরণগত অর্থের পরিবর্তন ঘটছে কি না —

√ নশ্ ধাতুর অর্থ নষ্ট করা ‘বি-’ উপসর্গ যোগে যে শব্দ তৈরী হয়েছে সেটির অর্থও নষ্ট করা।

বি+ √নশ্ = বিনাশ

ফলে এক্ষেত্রে ধাতুর মূল অর্থই বহন করছে নতুন সৃষ্ট শব্দটি।

উপসর্গ কখনও কখনও মূল রূপ বা Root (Stem বা কখনও কখনও Base) -এর অর্থের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে।

যেমন - √ গম ধাতুর অর্থ গমন করা (অর্থাৎ যাওয়া)। কিন্তু 'আ' উপসর্গ যুক্ত শব্দের অর্থ আসা অর্থাৎ বিপরীত অর্থ প্রকাশ করল।

আ + √ গম্ + অন = আগমন (আসা)

উৎস	উপসর্গ + মূল রূপ বা = বিপরীত অর্থের	পদ পরিচয়	**Boundary**	**Stratum**
(১) সংস্কৃত	পরা + -জয় (বিশেষ্য) = পরাজয়	বিশেষ্য	# boundary	Stratum -1
(২) সংস্কৃত	নির্ + -অপরাধ (বিশেষ্য) = নিরাপরাধ	বিশেষণ	+ boundary	Stratum -1
(৩) সংস্কৃত	বি + -ক্রয় (বিশেষ্য) = বিক্রয়	বিশেষ্য	# boundary	Stratum -2
(৪) খাঁটি বাংলা	অ + খাদ্য (বিশেষ্য) = অখাদ্য	বিশেষ্য	# boundary	Stratum -2
(৫) খাঁটি বাংলা	অনা + বৃষ্টি (বিশেষ্য) + অনাবৃষ্টি	বিশেষ্য	# boundary	Stratum -2
(৬) বিদেশী	বদ + নাম (বিশেষ্য) = বদনাম	বিশেষ্য	# boundary	Stratum -2
(৭) বিদেশী	বে + হিসেবী (বিশেষ্য) = বেহিসেবী	বিশেষণ	# boundary	Stratum -2

বিপরীত অর্থের শব্দ নির্মানের ক্ষেত্রে অনেক সময় মূল রূপ বা Root (Stem বা কখনও কখনও Base) -এর ব্যাকরণগত অর্থের পরিবর্তন ঘটে। (২) নং উদাহরণ (অপরাধ — নিরপরাধ), (৬) নং উদাহরণ (নাম—বদনাম), (৭) নং উদাহরণ (হিসেবী — বেহিসেবী) — এগুলির ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে, তাই এই বিশেষ ক্ষেত্রে ['নির্-', 'না-', 'বে-'] এরা ব্যাকরণগত রূপ।

উপসর্গ যোগে যে নতুন শব্দ সৃষ্টি হয় তা অনেক সময় মূল রূপের বা শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটায় না।

উপসর্গ +	মূলরূপ /শব্দ	= নতুন শব্দ	পদপরিচয়
(১) প্র - +	-খ্যাত (বিশেষণ)	= প্রখ্যাত	বিশেষণ
(২) অপ - +	-হরণ (বিশেষ্য)	= অপহরণ	বিশেষ্য

(৩) নি - +	- বাস (ক্রিয়া)	= নিবাস	বিশেষ্য
(৪) বি - +	- খ্যাত (বিশেষণ)	= বিখ্যাত	বিশেষণ
(৫) পরি - +	- ভ্রমণ (বিশষ্য)	= পরিভ্রমণ	বিশেষ্য

মূল রূপের বা Root (Stem বা কখনও কখনও Base) -এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রায় একই অর্থের শব্দ গঠন করে, তাই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এদের ব্যাকরণগত অর্থের পরিবর্তন ঘটানো অসম্ভব। এই বিশেষ ক্ষেত্রে আমরা এই নির্দিষ্ট উপসর্গ গুলিকে ব্যাকরণগত রূপ বলা যাবে না। (৩) নং উদাহরণের ক্ষেত্রে '-√ বাস' ধাতু এবং √ বাস -এর সঙ্গে শূন্য বিভক্তি যুক্ত হয়ে যে পদ গঠন হয় তা ক্রিয়া কিন্তু 'নিবাস' বিশেষ্য পদ। তাই এর ব্যাকরণগত অর্থের পরিবর্তীত হয়। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য ধাতুর পূর্বে বসলে উপসর্গ গুলি মাঝে মাঝে ব্যাকরণগত রূপ হিসেবে মান্য হয়।

ধাতুর সঙ্গে উপসর্গ যোগে যে নতুন শব্দ গঠিত হয় অনেক সময় উপসর্গ সেই নতুন শব্দের অর্থের কিছু বিশিষ্টতা প্রদান করে যেমন নম্ ধাতুর অর্থ নম করা।

প্র+√ ণম্+অ = প্রণাম

অর্থাৎ অর্থের সঙ্গে নির্দিষ্ট ভঙ্গি ও নির্দিষ্ট মানসিকতা যুক্ত হয়েছে যা '√ণম্' ধাতুর অর্থকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

উপসর্গ নতুন অর্থের শব্দ সৃষ্টিতে বাংলা ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তবে উপসর্গ যে সকল ক্ষেত্রেই একেবারে নতুন অর্থের শব্দ সৃষ্টি করে না। কখনও কখনও মূলরূপের বা Root (Stem বা কখনও কখনও Base) -এর বিপরীত অর্থের শব্দ কিংবা প্রায় একই অর্থের শব্দ সৃষ্টি করে। বিপরীত অর্থের শব্দ সৃষ্টির সময় কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত অর্থের পরিবর্তন ঘটে। সেই নির্দিষ্ট ধ্বনি পরিবেশে নির্দিষ্ট উপসর্গটিকে আমরা ব্যাকরণগত রূপ বলব। অন্যদিকে প্রায় একই অর্থের শব্দ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত অর্থের পরিবর্তন হওয়ার সম্ভবনা প্রায় নেই। তবু যেসব ক্ষেত্রে মূলরূপ ধাতু সেক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিসরে উপসর্গ ব্যাকরণগত রূপ হয়ে যায়।

২.২.৪০

প্রথমেই আলোচনা করেছি যে সংস্কৃতে ২০টি উপসর্গ আছে। এই কুড়িটি উপসর্গ যখন ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয় তখন একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই উপসর্গ গুলি একাধিক সংখ্যায় ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। খাঁটি বাংলা বা বিদেশী উপসর্গ গুলি একই সময় একাধিক সংখ্যায় ব্যবহৃত হতে পারে না। উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে —

উপসর্গ	+ ধাতু	+ প্রত্যয়	= নতুন শব্দ	পদপরিচয়
বি - অব -	+ -√ হৃ-	+ -ঘঞ্	= ব্যাবহার	বিশেষ্য
অভি- নি-	+ -√ বিশ্-	+ -অ	= অভিনিবেশ	বিশেষ্য
সম্- আ-	+ -√ গম্ -	+ - অ	= সমাগম	বিশেষ্য
সম্- আ -	+ -√ কৃষ্ -	+ - ইন্ (ও)	= সমাকর্ষী	বিশেষণ
সম্- আ -	+ -√ ধা-	+ - ই	= সমাধি	বিশেষ্য
নির্- আ -	+ -√ কৃ -	+ - অ (স্ম)	= নিরাকার	বিশেষ্য
নির্ - আ -	+ -√ ভৃ-	+ - অন	= নিরাভরণ	বিশেষ্য
দুর্ - আ	+ -√ চর-	+ -অ	= দুরাচার	বিশেষ্য
অপ্- নি- অব-	+ -√ হৃ-	+ -ঘঞ্	= অপব্যবহার	বিশেষ্য
সম- আভি- বি- আ	+ -√ হৃ-	+ -ঘঞ	= সমভিব্যাহার	বিশেষ্য

উপসর্গ বিশ্লেষণ করে আমরা বাংলা রূপের অত্যাশ্চর্য্য গঠন পাচ্ছি। ধাতুর সঙ্গে একাধিক উপসর্গ যুক্ত হতে পারে। Kiparsky ইংরেজী ভাষার Lesical স্তরে তিনটি stratum-এর কথা বলেছেন। Stratum-1 এ + boundary যুক্ত সমস্ত derivational এবং Inflectional Morph -এর অবস্থান। stratum-2 -এ #Boundary যুক্ত derivational morph এবং stratum-3 #boundary যুক্ত inflectional Morph-এর অবস্থান, কিন্তু এই গঠন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একাধিক উপসর্গের একই পর্বে যুক্ত হওয়াকে ব্যাখ্যা করা প্রায় অসম্ভব।

উপরিউক্ত আলোচনায় আমরা দেখলাম উপসর্গ ধাতুর পূর্বে সর্বাধিক ৪টি যুক্ত হতে পারে। এটি সূত্র অনুসারে প্রকাশ করা হলে এরূপ হবে —

[উপসর্গ]^4 + [-ধাতু-] + [প্রত্যয়] = শব্দ / পদ

কিন্তু খাঁটি বাংলা কিংবা বিদেশী উপসর্গ সর্বদা একটি করেই ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন

কু+ √কৃ + ম (র্ম্ম) = কুকর্ম

অ+√কথ্+য (স্ম)= অকথ্য

স +√শংক্ + অ = সশঙ্ক

বিদেশী

বে+√চল্+অ= বেচাল

বিশেষত, বিদেশী উপসর্গ গুলির ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা কম। তারা বেশীর ভাগই শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। যাই হোক বাংলা ও বিদেশী উপসর্গে যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না, সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত উপসর্গে সেই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ব্যাকরণগত রূপ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমাদের উপসর্গের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য থাকবে।

২.২.৫০

এই পরিচ্ছেদে আমরা উপসর্গগুলিকে বিশ্লেষণ করবো। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা দেখবো - উপসর্গ গুলির কীভাবে বা কোন পরিবেশে Grammatical Morph-এর ভূমিকা পালন করে।

২.২.৫১

(১) চন্ড = √চন্ড্ + অ (র্ত্তৃ) [বিশেষ্য]

প্রচন্ড =প্র + √চন্ড্ + অ (র্ত্তৃ) [বিশেষণ]

‘‘চন্ড’’ শব্দটির অর্থের সঙ্গে ‘‘ক্রোধ’’ অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত কিন্তু যখন ‘প্র’ উপসর্গটি যুক্ত হল তখন তার অর্থ দাঁড়ালো ‘তীব্র’। নতুন অর্থের শব্দ সৃষ্টিতে উপসর্গ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে নতুন শব্দ সৃষ্টির সময় শব্দটির ব্যাকরণগত অর্থেরও পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তাই এই শব্দটি গঠনের ক্ষেত্রে ‘প্র’ উপসর্গটি ব্যাকরণগত রূপ। তবে বহু ক্ষেত্রে ‘প্র’ উপসর্গটি

ব্যাকরণগত অর্থের পরিবর্তন ঘটায় না। যেমন ‘চেষ্টা’ এবং ‘প্রচেষ্টা’ দুটি বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে ‘প্র’ উপসর্গটি #boundary যুক্ত তাই এটি stratum-2 এ অবস্থিত।

(২) অনুভব = অনু+ভূ (হওয়া) + অ [বিশেষ্য]

পরানুভব = পরা + অনুভব [বিশেষণ]

‘অনুভব’ শব্দটির সঙ্গে ‘পরা’ উপসর্গটি যুক্ত হওয়ার ফলে একটি নতুন অর্থ যুক্ত শব্দ তৈরী হয়েছে। ‘‘পরা’’ উপসর্গটি ‘অনুভব’ শব্দটির সঙ্গে সন্ধি প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছে। এভাবে যুক্ত হওয়ার ফলে /ə/ ধ্বনি লুপ্ত হয়েছে, এই পরিবর্তন ঘটাচ্ছে বলে ‘পরা’ উপসর্গটি অবশ্যই "Non-neautral morph" অর্থাৎ এই উপসর্গটি stratum-১ এ অবস্থিত, আর যেহেতু এই উপসর্গটি ‘অনুভব’ শব্দের ব্যাকরণগত অর্থের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে সেহেতু এটি অবশ্যই Grammatical Morph.

(৩) অঙ্গ = অনগ্ (গমন, বোধে) + অ [বিশেষ্য]

অপাঙ্গ = অপ + অঙ্গ [বিশেষণ]

এক্ষেত্রেও মূল রূপের গঠনের পরিবর্তন ঘটছে তাই #boundary morph অর্থাৎ stratum-1 এ অবস্থিত

(৪) পৃষ্ঠ = সংশব্দ (পশ্চাৎ ভাগ) [বিশেষ্য]

সমপৃষ্ঠ = সম + পৃষ্ঠ [সমতল] [বিশেষণ]

এক্ষেত্রে মূলরূপের গঠনে ‘সম’ রূপের প্রভাব পড়েনি অর্থাৎ এটি #boundary যুক্ত ও stratum-2 এ অবস্থিত।

(৫) অভিমান = অভি + মন্ (জ্ঞান) + অ (বিশেষ্য)

নিরাভিমান = নির + অভিমান [বিশেষণ]

এক্ষেত্রে ‘নির’ উপসর্গটি +boundary যুক্ত তাই এটি stratum-1 এ অবস্থিত।

(৬) বস্ত্র = বস্ + ত্র (ণে) [বিশেষ্য]

নিবস্ত্র = নি + বস্ত্র [বিশেষণ]

এক্ষেত্রে ‘নি’ উপসর্গ #boundary যুক্ত ও srtatum-2 এ অবস্থিত

(৭) চর = চর্ (গমন করা) + অ

অনুচর = অনু + চর [বিন]

এক্ষেত্রে ‘অনু’ উপসর্গটি # boundary যুক্ত এবং stratum-2 এ অবস্থিত

এছাড়া, খাঁটি বাংলা উপসর্গগুলি লক্ষ্য করা যেতে পারে। যেমন -

(১) চেনা = চিহ্ন > চিন্হা > চেনা

অচেনা = অ + চেনা (বিশেষণ)

এক্ষেত্রে ‘অ’ উপসর্গটি # boundary যুক্ত এবং stratum-2 এ অবস্থিত

(২) তনু = তন্ + উ (ঀ্) (বিশেষ্য)

সুতনু = সু + তনু (বিশেষণ)

এক্ষেত্রে ‘সু’ উপসর্গটি #boundary যুক্ত ও stratum-2 এ অবস্থিত

খাঁটি বাংলা উপসর্গ গুলির ক্ষেত্রেও দেখলাম একই উপসর্গ কখনও শুধুই derivational morph এর মতো আচরণ করে, কখনও আবার একই সঙ্গে ব্যাকরণগত ভূমিকাও পালন করে। যখন ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করছে তখনই তাকে Grammatical Morph বলব।

২.২.৫২ ঃ বিদেশী উপসর্গ

(১) আইন = আরবী - আঈন্ (বিশেষ্য)

বে - আইন = বে + আইন [বিশেষণ]

এক্ষেত্রে ‘বে’ উপসর্গটি # boundary যুক্ত ও Stratum-2 এ অবস্থিত

(২) বালক = বল + অক্ [বিশেষ্য]

নাবালক = না + বালক [বিশেষণ]

এক্ষেত্রে ‘না’ উপসর্গটি # boundary যুক্ত ও Stratum-2 এ অবস্থিত

বিদেশী উপসর্গ গুলিও একই উপসর্গ কখনও শুধুই derivational morph [যেমন, বিশেষ্য - নাম, বেনাম | বিশেষ্য - মঞ্জুর, নামঞ্জুর] কখন ওরা derivational morph-এর পাশাপাশি Grammatical morph-এর ভূমিকাও পালন করে।

বাংলা ভাষার অন্যান্য ব্যাকরণগত রূপ গুলির সঙ্গে প্রতি তুলনা করা হলে দেখা যাবে উপসর্গের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যাক #boundary যুক্ত derivational morph পাওয়া যায়।

এই পরিচ্ছেদের শেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে বাংলা উপসর্গ অবশ্যই derivational morph। তাই নতুন শব্দ গঠনে বাংলাভাষায় উপসর্গের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

রয়েছে। এছাড়াও উপসর্গ ব্যাকরণগত অর্থ পরিবর্তনেও মাঝে মাঝে ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ একই উপসর্গকে কোন কোন শব্দের ক্ষেত্রে Grammatical morph বলা যায়, আাবার কোন কোন শব্দের ক্ষেত্রে Grammatical Morph বলা যায় না। বাংলা ভাষায় প্রায় প্রত্যেকটি উপসর্গের ক্ষেত্রেই এই বৈশিষ্ট্যটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

২.২.৬০ ঃ <u>সিদ্ধান্ত</u>

ব্যাকরণগত রূপের অনুসন্ধাণে আমরা বাংলা উপসর্গকে এই অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করেছি। উপসর্গ শব্দ বা ধাতুর পূর্বে বসে নতুন অর্থ যুক্ত শব্দ গঠন করে। তাই উপসর্গ সর্বদা derivational morph কিন্তু বহু ক্ষেত্রে উপসর্গ ব্যাকরণগত অর্থেরও পরিবর্তন ঘটায়। যখন উপসর্গ ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে তখন তাকে আমরা বলব ব্যাকরণগত রূপ।

- উপসর্গ derivational morph এবং Inflectional morph উভয়ের ভূমিকা যখন একই সঙ্গে সম্পন্ন করে তখন সেটি ব্যাকরণগত রূপ। তবে একই উপসর্গ সর্বদাই ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে না, নির্দিষ্ট ধ্বনি পরিবেশে এই নির্দিষ্ট আচরণ করে।
- উপসর্গ কখনও মূল রূপ বা Root (Stem বা কোনো কোনও ক্ষেত্রে Base) -এর বিপরীত অর্থ সৃষ্টি করে, আবার কখনও মূল রূপ বা Root (Stem বা কোনো কোনও ক্ষেত্রে Base) -এর অর্থের কিছু বিশিষ্টতা প্রদান করে। বিপরীত অর্থ সৃষ্টিকারী উপসর্গগুলির মধ্যে ব্যাকরণগত ভূমিকা পালনের প্রবণতা তুলনামূলক বেশী। কিন্তু যে উপসর্গগুলি প্রায় একই অর্থের শব্দ সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে ব্যাকরণগত ভূমিকা পালনের প্রবণতা কম।
- সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত উপসর্গ গুলি ধাতুর পূর্বে সর্বাধিক চারটি পর্যন্ত যুক্ত হতে পারে। তবে খাঁটি বাংলা উপসর্গের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা প্রায় অনুপস্থিত। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ধাতুর আগে একটিমাত্র বিদেশী উপসর্গ লক্ষ করা যায়।
- উপসর্গের মধ্যে যেগুলি ব্যাকরণগত রূপ তাদের সঙ্গে বাংলাভাষার অন্যান্য ব্যাকরণগত রূপগুলিকে প্রতিতুলনা করা হলে আমরা দেখতে পাবো - বাংলা উপসর্গের মধ্যেই সর্বাধিক সংখ্যক # boundary যুক্ত derivational morph পাওয়া যায়।

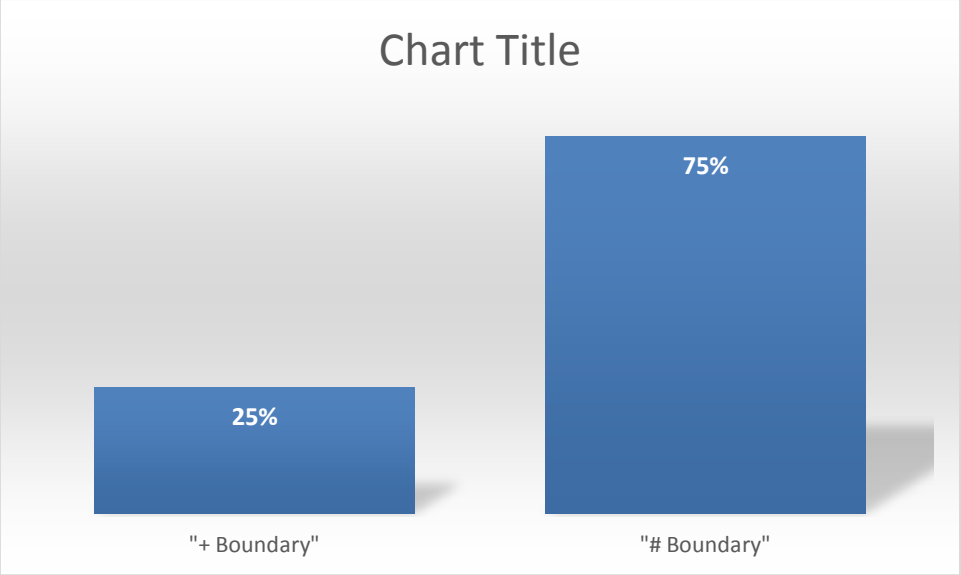

ব্যাকরণগত ভূমিকা পালনকারী উপসর্গের প্রবণতা

উক্ত অধ্যায়ে আমরা মোট ৩২টি উপসর্গ বিশ্লেষণ করেছি।

- এর মধ্যে ৮টি উপসর্গ +boundary যুক্ত বা Non-Neutral Morph (25%) (নিরাপরাধ, পরানুভব, নিরাভিমান, দুরাত্মা, অপাঙ্গ, নিচ্ছিদ্র, প্রতাপ, প্রত্যেক)
- এর মধ্যে ২৪ টি উপসর্গ #boundary যুক্ত রূপ বা Neutral Morph (75%) (পরাজয়, বিক্রয়, অখাদ্য, অনাবৃষ্টি, বদনাম, বেহিসেবি, নিরাস, প্রচন্ড, অপাঙ্গ, সমপৃষ্ঠ, নিরস্ত্র, উপমাতা, অধিভূত, অতীন্ত্রিয়, অনুরূপ, অভিরূপ, নিরস্ত্র, অনুচর, উৎকন্ট, অচেনা, সুতনু, বে-আইন, নাবালক, অধিপতি)।

অর্থাৎ ব্যাকরণগত রূপের মধ্যে যে সমস্ত উপসর্গ পাওয়া যাচ্ছে তাদের বেশীর ভাগ Neutral boundary morph.

বাংলা উপসর্গের মধ্যে যেগুলি ব্যাকরণগত রূপ সেগুলি বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে আমরা নতুন কিছু তথ্য পেলাম। এই তথ্যগুলি বা বৈশিষ্ট্যগুলি কিছু কিছু ক্ষেত্রে এতটাই স্বতন্ত্র যে পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ব দ্বারা তা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।

গ্রন্থসূচি

বাংলা

১. ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ; ১৯৭৯; উপসর্গের অর্থবিচার ; জিজ্ঞাসা, ১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলি - ৯, ১এ ও ৩৩ কলেজ রো, কলি - ২৯।

২. দাস, জ্ঞানেন্দ্র মোহন ; ২০১১; বাঙ্গালা ভাষার অভিধান ; সাহিত্য সংসদ, ৩২এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০৯।

৩. ভট্টাচার্য, পার্বতীচরণ; ১৯৭৬; বাংলা ভাষা; জিজ্ঞাসা, ১৩৩-এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলি - ৯।

৪. লাহিড়ী, প্রবোধচন্দ্র ও শাস্ত্রী, হৃষিকেশ ; ২০১৪ ; পাণিনীয়ম - A Higher Sanskrit Grammar and Composition; দি ঢাকা স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী, কলকাতা - ৭৩।

ইংরাজী

i) Chatterji, Saniti Kumar; 1978; 'The Origin and Development of Bengali Language' ; Rupa & Co. Calcutta.

প্রথম ভাগ

তৃতীয় অধ্যায়

ব্যাকরণগত ভূমিকা পালনকারী অনুসর্গ

২.৩.১০ ঃ

অনুসর্গগুলির সর্বদা একটি পৃথক অর্থ এবং অবস্থান রয়েছে। অনুসর্গ এমন অব্যয় যা বিশেষ্য বা সর্বনামের পরে বসে তাকে কোন বিশিষ্ট কারকে পরণত করে। আর এইব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে বলেই অনুসর্গকে আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করছি।

অনুসর্গ হল মুক্ত রূপ বা Free Morph বাক্যে এটির অবস্থান সর্বদা বিশেষ্য বা সর্বনামের পরে হয়। ইংরেজী ভাষায় যাকে (বিশেষ্যের পরে বসে বলে) Post Position বলা হয়, বাংলা ভাষায় তাকেই অনুসর্গ বলা হয়। অনুসর্গকে কখনও পরসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় বলা হয়। যেমন - জন্য, জন্যে, দ্বারা, কর্তৃক ইত্যাদি।

অনুসর্গের গঠন অনুযায়ী অনুসর্গকে দুভাগে ভাগ করা হয় -

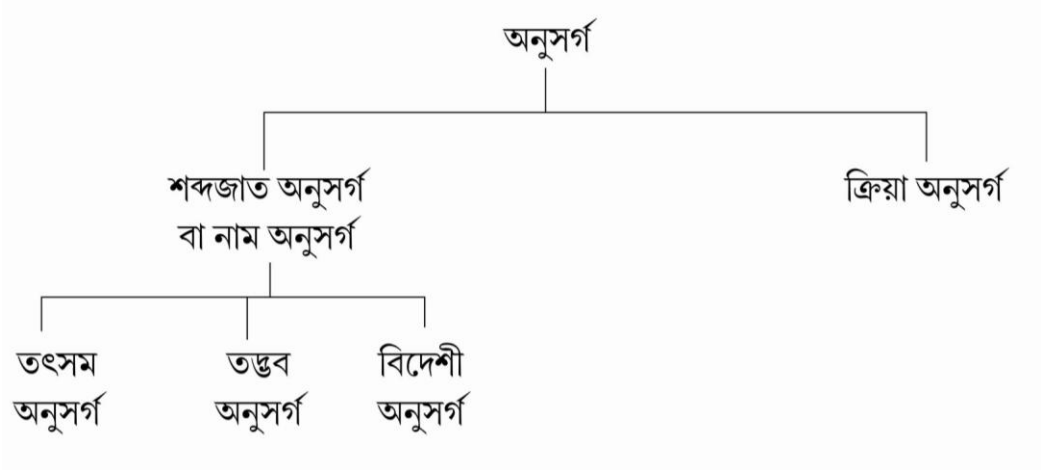

২.৩.২০ ঃ নাম অনুসর্গ বা Nominal Postposition :

যে নাম পদ গুলি বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ রূপে ব্যবহৃত হলেও কখনও কখনও অনুসর্গ রূপে ব্যবহৃত হয় তাকে নাম অনুসর্গ বলা হয়।

যেমন - মুখে, সঙ্গে, সহিত ইত্যাদি। এগুলি বাক্যে উপস্থিত থেকে পদের সঙ্গে পদের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। এই সম্পর্ককেই কারক বলে। ফলে এই অনুসর্গগুলি অবশ্যই Grammatical Morph -এর গুরুত্ব পাবে।

শব্দের উৎস অনুযায়ী একে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে - তৎসম অনুসর্গ, তদ্ভব অনুসর্গ এবং বিদেশী অনুসর্গ। খাঁটি বাংলা অথবা অর্ধ-তৎসম শব্দজাত নামপদগুলিকে কখনই অনুসর্গের ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় না।

- তৎসম শব্দজাত নাম অনুসর্গ বা তৎসম অনুসর্গ ঃ-

নামের মধ্যেই এর সংজ্ঞা সুস্পষ্ট। যে সমস্ত তৎসম শব্দজাত নামপদ গুলি যখন অনুসর্গের ভূমিকা পালন করে তখন তাকে তৎসম অনুসর্গ বলা যায়।

যেমন -

(১) জন্য / জন্যে

তুমি কি জন্যে এখানে এসেছো? (নিমিত্ত কারক)

(২) সঙ্গে

তোমার সঙ্গে আমার বহুদিনের বন্ধুত্ব।

(৩) মুখে

এতটুকু বাচ্চার মুখে এতবড় কথা। (করণ কারক)

(৪) কারণে

তোমার কারণেই আজ আমার এই দশা। (নিমিত্ত কারক)

(৫) প্রতি

রামের প্রতি সে বিশ্বাস নেই। (কর্ম কারক)

এই সবকটি উদাহরণ থেকে এটি স্পষ্ট যে উদাহরণে উল্লেখিত নামপদগুলি অবশ্যই তৎসম শব্দ।

প্রত্যেকটি অনুসর্গ ব্যাকরণগত বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। আমরা জানি কারক অর্থাৎ বাক্যে পদের সঙ্গে পদের সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভক্তি যে ভূমিকা পালন করে, অনুসর্গও সেই ভূমিকা পালন করে।

(১)

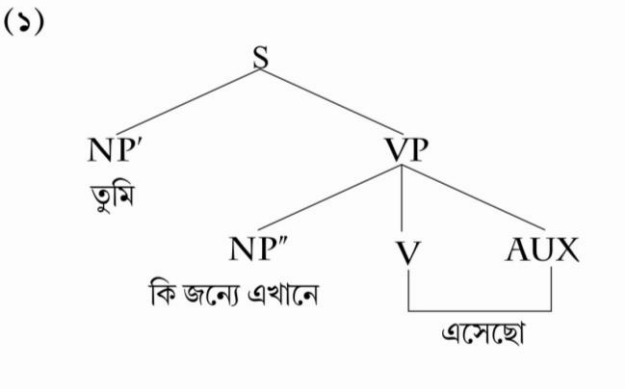

(২)

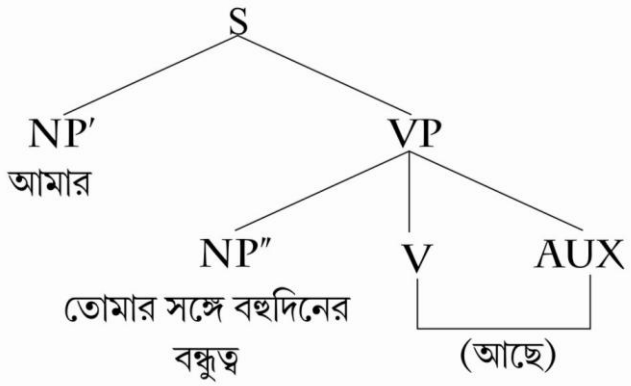
S
NP′
আমার
VP
NP″
তোমার সঙ্গে বহুদিনের বন্ধুত্ব
V
AUX
(আছে)

(৩)

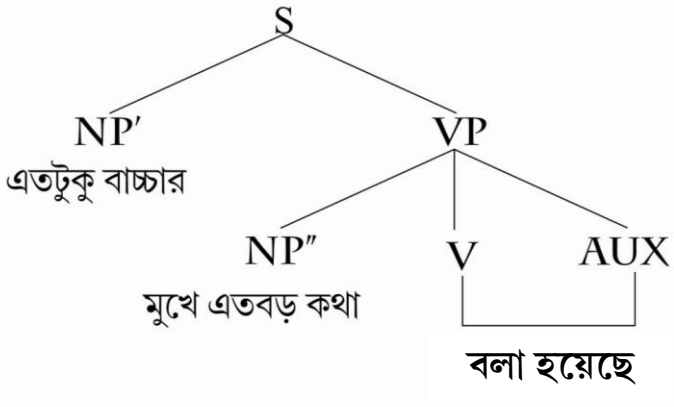
S
NP′
এতটুকু বাচ্চার
VP
NP″
মুখে এতবড় কথা
V
AUX
বলা হয়েছে

(৪)

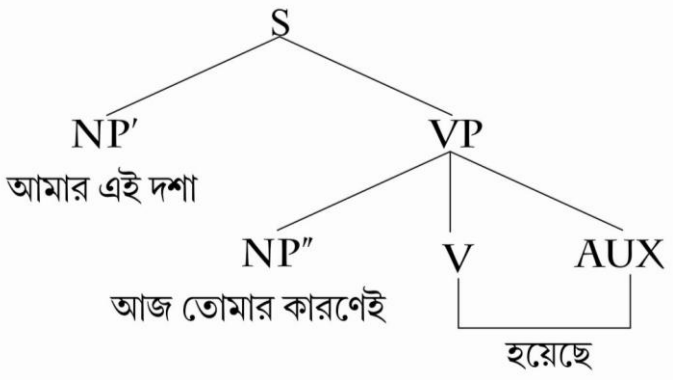
S
NP′
আমার এই দশা
VP
NP″
আজ তোমার কারণেই
V
AUX
হয়েছে

(৫)

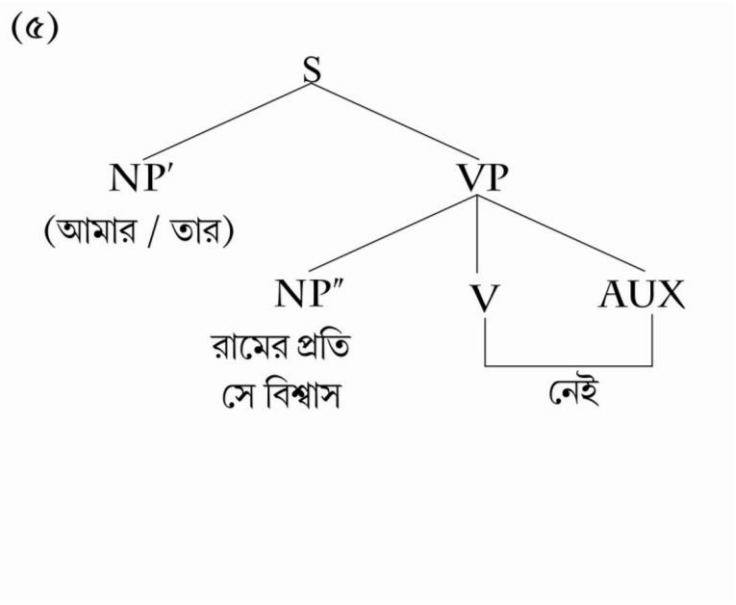

উল্লেখিত বাক্য PSR বা পদগুচ্ছের সংগঠন সূত্র অনুযায়ী যে গঠন পাওয়া যাচ্ছে তাতে এটি স্পষ্ট যে ক্রিয়া গুচ্ছের (VP) অন্তর্ভুক্ত হয়ে অনুসর্গ গুলি কারকগত গুরুত্ব গুলিকেই প্রতিষ্ঠা করছে।

- **<u>তদ্ভব শব্দ জাত অনুসর্গ / তদ্ভব অনুসর্গ</u>**

সংস্কৃত শব্দ যখন বাংলা ভাষায় পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন সেই পরিবর্তীত শব্দকে তদ্ভব শব্দ বলে। যে সমস্ত অনুসর্গগুলি তদ্ভব শব্দ তাকেই আমরা তদ্ভব অনুসর্গ বলব। আমরা উদাহরণগুলি প্রথমে দেখে নেব -

(১) কাজ / কাজে (সং কার্য্য>কজ্জ>কাজ)

তুমি আমার কোন <u>কাজে</u> লাগবে?

(২) ছাড়া

এই অন্ধকারে টর্চ <u>ছাড়া</u> গতী নাই।

(৩) বই (বহিস্)

সত্য <u>বই</u> মিথ্যা বলিস না।

(৪) সম (সমম্)

তোমাকে সে কন্যা <u>সম</u> দেখে।

তদ্ভব অনুসর্গের ক্ষেত্রেও দেখতে পাচ্ছি অনুসর্গগুলি নির্দিষ্ট পরিবেশে নির্দিষ্ট ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখছি বিশেষ্য পদ হিসেবে পরিচিত এমন রূপগুলিও অনুসর্গের মতো ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ এটা স্পষ্ট যে বাক্যে অবস্থান এবং ব্যাকরণগত ভূমিকার উপর নির্ভর করে অনুসর্গ নির্ধারিত হয়। PSR তত্ত্ব দ্বারা বাক্য গুলিকে বিশ্লেষণ করা হলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে।

(১)

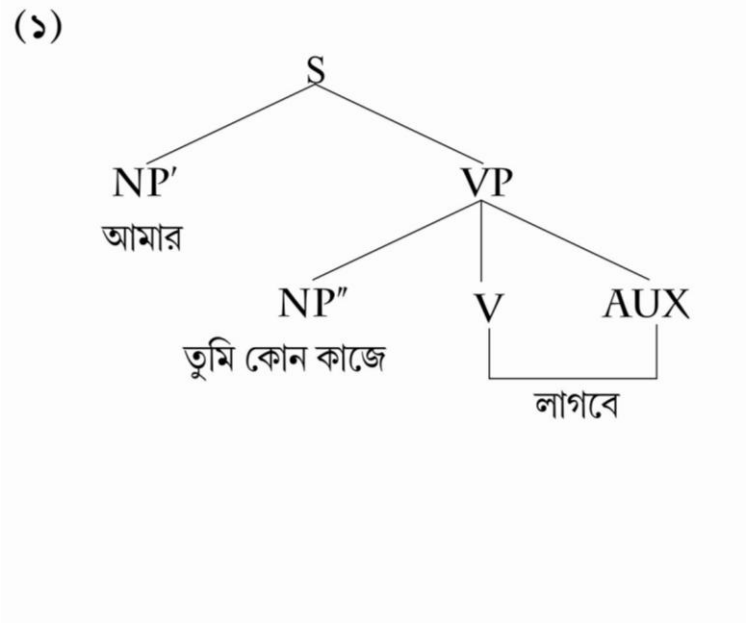

(২)

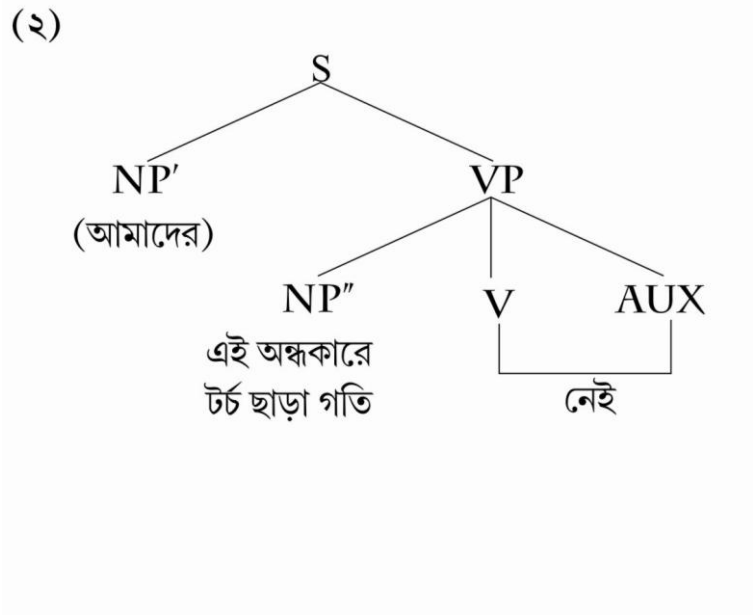

(৩)

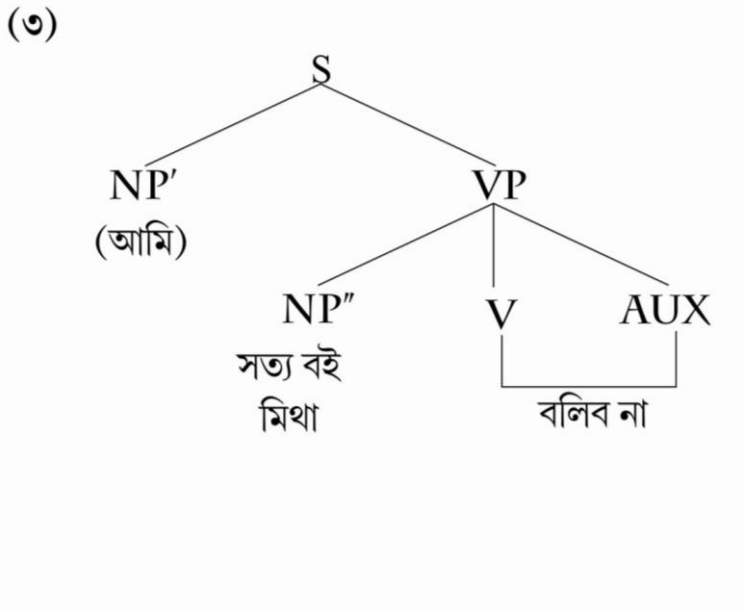

(৪)

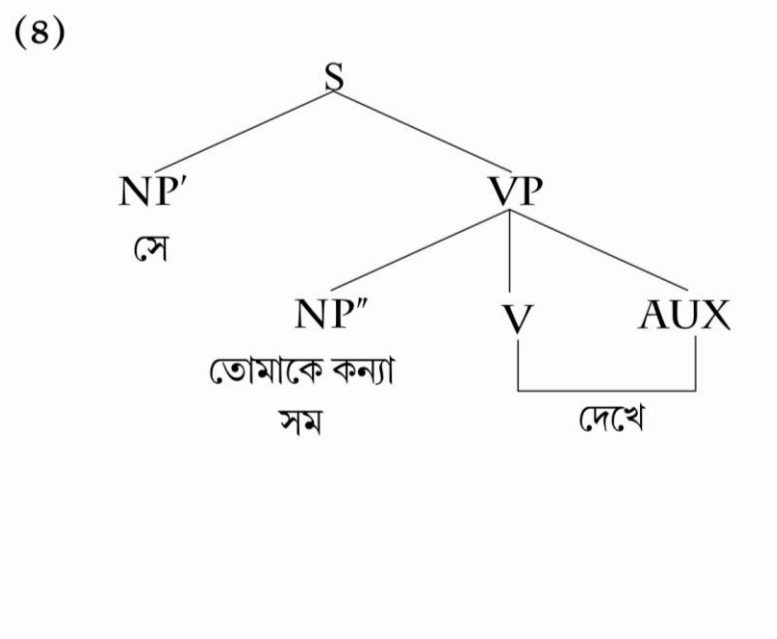

(১) নং বাক্যটির ক্রিয়া গুচ্ছের (VP) অন্তর্গত বিশেষ্য গুচ্ছের (NP^n) (‘‘তুমি কোন কাজে’’) ‘‘কাজে’’ অংশটি ‘তুমি কোন’ -কে কর্মকারকে রূপান্তরিত করেছে। তাই ‘কাজে’ এই বাক্যে অনুসর্গ হিসেবে কাজ করেছে।

(৩) নং বাক্যটির 'VP'-র অন্তর্গত NP'' (সত্য বই মিথ্যা)-র ‘বই’ অনুসর্গ কর্মকারকের ভূমিকা প্রদান করে। ‘‘বই’’ (বহিস্) অনুসর্গটি নির্দিষ্ট পরিবেশে আরো স্পষ্ট করে বললে নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করে।

(২) নং বাক্যটির 'VP'-র অন্তর্গত NP" (এই অন্ধকারে টর্চ ছাড়া গতী")র অন্তর্গত 'ছাড়া' অব্যয়টি অনুসর্গ হিসেবে কাজ করেছে। 'ছাড়া' অনুসর্গটি 'টর্চ'-কে কর্মকারকের ভূমিকা প্রদান করেছে।

(৪) নং বাক্যটির "VP"-র অন্তর্গত NP" (তোমাকে কন্যা সম)-র অন্তর্গত 'সম' অনুসর্গটি শুধুমাত্র বিশেষ বক্তব্যকে তুলে ধরার জন্য ব্যবহৃত হয়নি, 'সম' অনুসর্গটি কর্মকারকের ভুমিকা প্রদান করেছে। ফলে এটি মুক্ত রূপ (Free Morph) এবং অবশ্যই ব্যাকরণগত রূপ (Grammatical Morph)।

আমরা আলোচনায় সুস্পষ্ট রূপে বুঝতে পারছি যে অন্যান্য ব্যাকরণগত রূপগুলি বদ্ধ রূপ। একমাত্র অনুসর্গই ব্যাকরণগত রূপ হওয়া সত্বেও মুক্ত রূপ।

অনুসর্গগুলি ব্যাকরণগত ভূমিকা পালনের পাশাপাশি কিছু অর্থগত ভূমিকাও পালন করে। যেমন - 'বই' অনুসর্গটি নির্দিষ্ট ভঙ্গী ছাড়া ব্যবহৃত হয় না। অর্থাৎ অনুসর্গের ব্যবহার নির্দিষ্ট পরিবেশ অনুযায়ী হয়।

- **<u>বিদেশী অনুসর্গ</u>**

যে অনুসর্গগুলির উৎপত্তি বিদেশী শব্দ থেকে তাকেই বিদেশী অনুসর্গ বলে। যেমন -

(১) বাদে (হিন্দি - বাদি (ফজুল, ব্যর্থ) > বাদ - বাদে)

পাঁচঘন্টা <u>বাদে</u> বাস ছাড়বে।

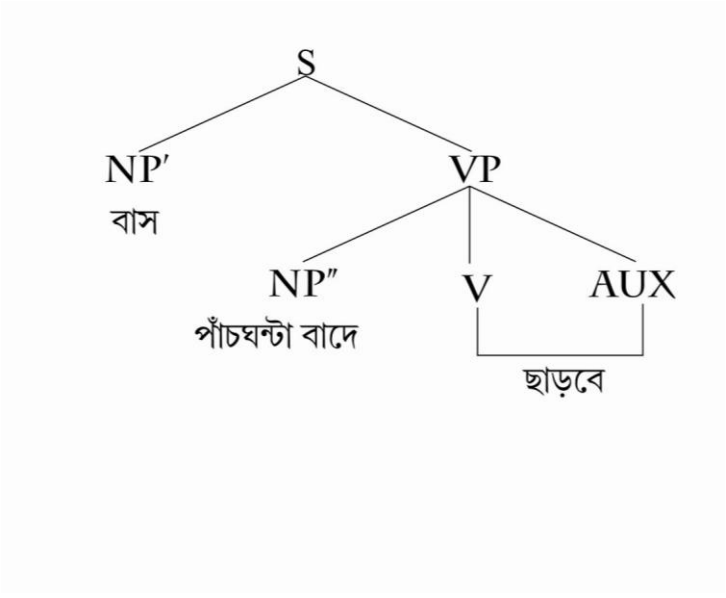

এই বাক্যটিতে VP-র অন্তর্গত NP" (পাঁচঘন্টা বাদে)-র ‘বাদে’ অনুসর্গটি অধিকরণ কারকের গুরুত্ব প্রদানে সাহায্য করেছে। এই অনুসর্গটির উৎস বিদেশী শব্দ।

(২) বরাবর (ফারসী - বরাবর্)

নাক বরাবর সোজা চলে যাও

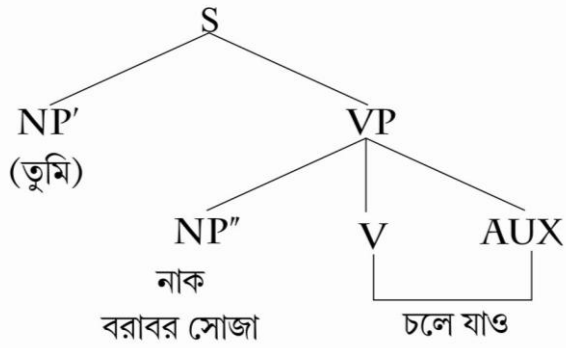

এই বাক্যটির VP-র অন্তর্গত NP" (নাক বরাবর সোজা)-র ‘বরাবর’ অনুসর্গটি করণ কারকের গুরুত্ব দান করেছে।

(৩) বদলে

রামের বদলে শ্যাম সেখানে যাবে।

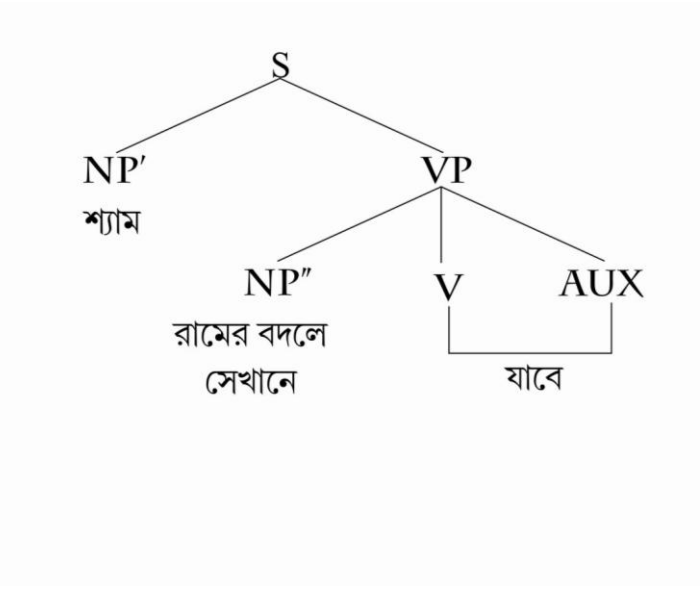

এই বাক্যটির ক্ষেত্রেও VP-র অন্তর্গ NP'' (রামের বদলে সেখানে)-র ‘বদলে’ অনুসর্গটি ‘রামের’ -কে সম্বন্ধপদের গুরুত্ব প্রদানে সাহায্য করেছে।

২.৩.৩০

(খ) ক্রিয়া অনুসর্গ

ক্রিয়া অনুসর্গ গুলির কোন না কোন ধাতু থেকে উৎপত্তি হয়েছে। ক্রিয়ার অসমাপিকা রূপ যখন বাক্যে অনুসর্গের ভূমিকা পালন করে তখন তাকে ক্রিয়া অনুসর্গ বলা হয়। কয়েকটি উদাহরণ বিশ্লেষণ করা হলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে।

(১) রামের থেকে শ্যাম বড়।

(২) ছুরি দিয়ে হাত কেটে গেছে।

(৩) কাল সারা রাত ধরে বৃষ্টি পড়েছে।

(৪) ছেলেকে নিয়ে কথা শুনতে হচ্ছে।

(৫) সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু।

নিম্নে PSR তত্ত্ব অনুসারে বাক্য গুলিকে বিশ্লেষণ করা হল।

(১)

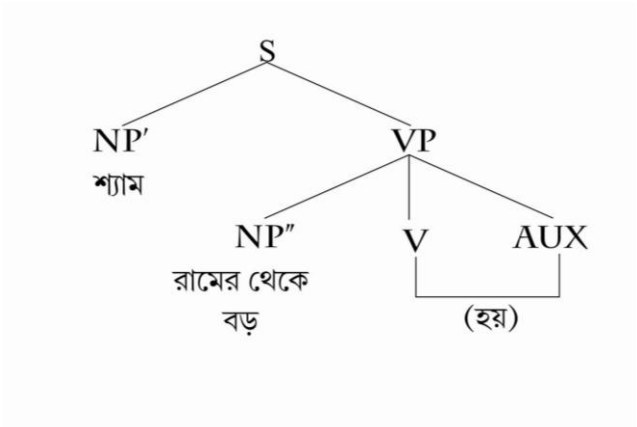

উৎস
থাকিয়া > থেইক্যা > থেকে
স্থা > থা (স্থিতি অর্থে) + ক (স্বার্থে) + আ > থাকা > থাকি > থাকিয়া

এই বাক্যে VP-র অন্তর্গত NP'' (রামের থেকে বড়) -র ‘থেকে’ অসমাপিকা ক্রিয়াটি অনুসর্গের ভূমিকা পালন করে অপাদান কারকের গুরুত্ব প্রদান করেছে। অপাদান কারকের ক্ষেত্রে এই অনুসর্গটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

(২)

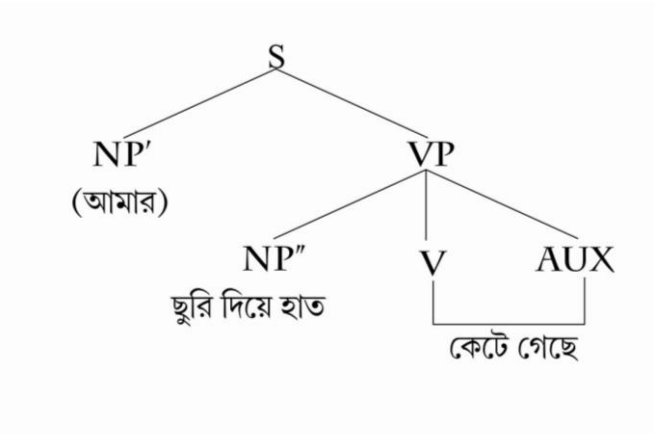

উৎস - দ্বারা > দিয়া > দিয়ে
দ্বারা - দ্বার শব্দের তৃতীয়া বিভক্তি = মারফৎ দেওয়া > দিয়ে দা (দানে) > দে আ, দে য়া

এই বাক্যে VP-র অন্তর্গত NP" (ছুরি দিয়ে হাত)-র 'দিয়ে' অর্থাৎ অসমাপিকা ক্রিয়র রূপটি অনুসর্গের ভূমিকা পালন করে কারণ কারকের গুরুত্ব প্রদান করেছে। করন কারকের ক্ষেত্রে 'দিয়ে' অনুসর্গটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

(৩)

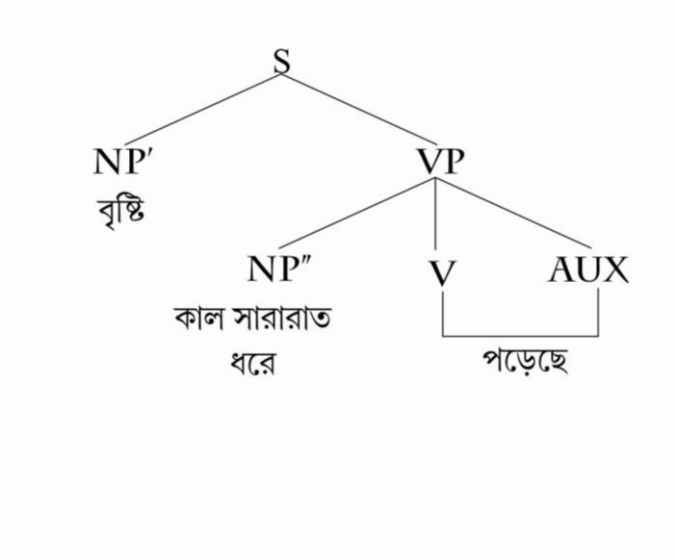

উৎস - ধরিয়া > ধইর‍্যা > ধরে √ধৃ (ধারণ করা) + ইয়া = ধরিয়া

''ধরে'' - এটিও অসমাপিকা ক্রিয়ার একটি রূপ। কিন্তু এই বাক্যে অনুসর্গের ভূমিকা পালন করে অধিকরণ কারকের গুরুত্ব প্রদান করেছে।

(৪)

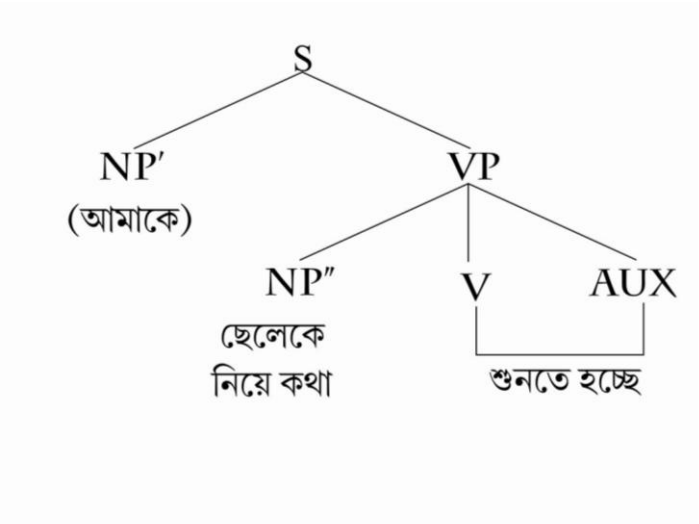

উৎস - নেওয়া > নিয়ে লওয়া > নেওয়া

''নিয়ে''-এটিও অসমাপিকা ক্রিয়ার একটি রূপ, কিন্তু এই বাক্যে অনুসর্গের ভূমিকা পালন করে নিমিত্ত কারকের ভূমিকা প্রদান করেছে।

(৫)

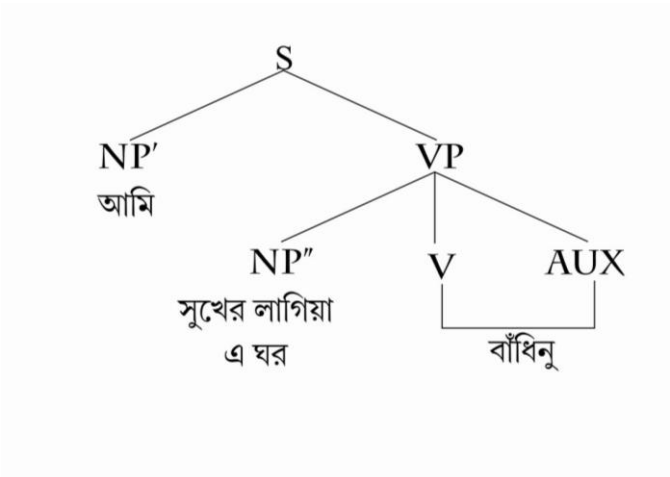

উৎস - লাগিয়া (লাগা, স্পর্শ করা, লগ্ন হওয়া, যুক্ত হওয়া) ধাতু জাত

এই বাক্যটির ক্ষেত্রেও ''লাগিয়া'' অসমাপিকা ক্রিয়াটি অনুসর্গের ভূমিকা পালন করেছে। এক্ষেত্রে অনুসর্গটি নিমিত্ত কারকের গুরুত্ব প্রদান করেছে।

ক্রিয়া অনুসর্গগুলি বিশ্লেষণ করলে এটি স্পষ্ট যে এরা বেশীর ভাগই ধাতু জাত। এরা ক্রিয়ার অসমাপিকা প্রকারের অংশ। ফলত এটি স্পষ্ট এদের ব্যবহার দ্বিবিধ। কখনও এরা অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রকার হিসেবে ব্যবহৃত হয় কখনও বা অনুসর্গ রূপ ব্যবহৃত হয়। তবে

অনুসর্গ রপে যখন ব্যবহার হয় তখন এর আচরণ অব্যয়ের মতো। অর্থাৎ বাচ্যের পরিবর্তন, কিংবা বাক্যের সংবর্তনে এর কোন পরিবর্তন হয় না।

২.২০.৪০

বাক্যে অনুসর্গের ভূমিকা নিয়ে এতোক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি। এবার আমরা আলোচনা করবো এর ইতিহাস গত দিকটি। অনুসর্গ (Post Position) এর ব্যবহার ইন্দো-আর্যভাষা, কোল এবং দ্রাবিড় ভাষাতে দেখতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন ইন্দো-আর্যভাষার এমন রূপ পাওয়া যায় যারা কখনও Post Position এবং কখনও Pre position হিসবে ব্যবহৃত হত। যেমন - আ (a), আধি (adhi), অনু (anu), পারি (pari), প্রা (pra)। প্রাচীন ইন্দো-আর্যভাষার শেষের দিকে এই Post position এবং Preposition রূপগুলি তাদের আলাদা গুরুত্ব হারাতে থাকে। এমনকি classical সংস্কৃতেও বৈদিক ভাষা থেকে কম Prepositional বা Post Positional রূপ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে ক্রিয়ার কিছু নির্দিষ্ট প্রকার (Passive participles, present participles) অনুসর্গ রূপে কখনও বা ক্রিয়ার সহায়ক রূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। তবে এরকম ব্যবহার ইংরেজী ভাষায় (during, regarding), জার্মান (wahrend), ফ্রেঞ্চ (Pendant), ইটালিয়ান (Mediante, durante) প্রভৃতি ভাষায় পাওয়া যায়। কিন্তু ইন্দো আর্য ভাষার বিভিন্ন শাখায় (যার মধ্যে অবশ্যই ভারতের ভাষা আছে) এর ব্যবহারের প্রবণতা একেবারেই কমে যেতে শুরু করে। তাই ইন্দো আর্য ভাষায় যে রূপগুরিতে বর্তমানে এইরূপ Post position ব্যবহৃত হয় তারা অবশ্যই দ্রাবিড় ভাষা দ্বারা প্রভাবিত (Vide supra, P. 172; ef elso k.v. Subbaya, 'A Comp. Gram. of Dravidian' I Ant, 1910, pp.145ff)

নব্য ভারতীয় আর্যভাষা বাংলায় বেশ কিছু সংখ্যক অনুসর্গ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তবে এই অনুসর্গ ব্যবহারের প্রবণতা তখনই বৃদ্ধি পেয়েছে যখন বাংলাভাষা নব্য ভারতীয় আর্যভাষার খোলস ছাড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে। তাই কথ্য উপভাষায় এর ব্যবহার বেশী দেখা যায়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একটি তালিকা দেখিয়েছেন -

(১) অপেক্ষা, (২) আগে, (৩) করিতে, (৪) করে, (৫) কর্ত্তৃক, (৬) কাছে, (৭) কারণ, (৮) ঘরে, (৯) চাহিতে, (১০) চেয়ে, (১১) ছাড়া, (১২) জন্যে, (১৩) ঠাঁই, (১৪) তরে, (১৬) থেকে, (১৬) থানে, (১৭) দিয়া, (১৮) দ্বারা, (১৯) নিমিত্তে, (২০) নীচে, (২১) পর, (২২) পাখে, (২৩) পাছে, (২৪) পানে, (২৫) পাশে, (২৬) বই, (২৭) বাহির, (২৮) বিনা, (২৯) বিহনে, (৩০) ভিত, (৩১) ভিতরে, (৩২) মাঝে, (৩৩) লাগিয়া, (৩৪) সঙ্গে, (৩৫) সনে, (৩৬) সাথে, (৩৭) শুদ্ধ, (৩৮) হইতে, (৩৯) হাল।

এই অনুসর্গগুলি বাংলা ভাষায় বহুল ব্যবহৃত। প্রত্যেকটি অনুসর্গ নির্দিষ্ট বাক্যে নির্দিষ্ট ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে। নির্দিষ্ট ভূমিকা অর্থাৎ কারকগত ভূমিকা পালন করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অনুসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয় যে রূপগুলি সেগুলির আচরণ অব্যয়ের মতো। অর্থাৎ তাদের পরিবর্তন কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। ফলে অব্যয়ের মতো আচরণকারী বাক্যের এই অংশগুলিকে আমরা ব্যাকরণগত রূপ বলতে পারি।

রূপতত্ত্বের স্তরে অনুসর্গগুলিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা একাধিক রূপ পাব। কিন্তু এদের ব্যাকরণগত ভূমিকা পালিত হয় তখনই যখন নির্দিষ্ট বাক্যে নির্দিষ্ট কারক পরিচায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাক্যে এই অনুসর্গগুলি অবশ্যই ব্যাকরণগত রূপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাই অনুসর্গ ব্যবহৃত হয় ব্যাকরণগত অর্থের ভিত্তিতে।

২.২০.৫০ ঃ <u>সিদ্ধান্ত</u>

- অনুসর্গ গঠন অনুযায়ী দু'প্রকার। শব্দের দ্বারা জাত অনুসর্গ বা নাম অনুসর্গ এবং ক্রিয়াজাত অনুসর্গ বা ক্রিয়া অনুসর্গ নাম অনুসর্গগুলিকে আবার উৎস অনুযায়ী নাম অনুসর্গগুলিকে আবার উৎস অনুযায়ী তিনভাগে ভাগ করা হয় - তৎসম, তদ্ভব এবং বিদেশী।
- অনুসর্গগুলি কখনও ধাতুরূপ অথবা শব্দরূপ দ্বারা গঠিত হয়। তবে অনুসর্গগুলির বাক্যে ব্যবহার অব্যয়ের মতো। বা অন্যভাবে বললে নির্দিষ্ট বাক্যে নির্দিষ্ট কারকের গুরুত্ব প্রদানকারী অব্যয়গুলিকেই অনুসর্গ বলা যেতে পারে।

- PSR / Phrase Structure Rule অনুসারে যদি বাক্যকে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যায় অনুসর্গের অবস্থান ক্রিয়াগুচ্ছের অন্তর্গত বিশেষ্য গুচ্ছের মধ্যে।
- অনুসর্গের ব্যবহার (ভারতীয়) আর্যভাষায় বেশ কিছু সংখ্যক থাকলেও নব্য ভারতীয় ইন্দো-আর্যভাষায় এর ব্যবহার কমে গেছিল। কিন্তু তবুও নব্যভারতীয় আর্যভাষায় এর বহুল ব্যবহার দেখা যায়। আসলে বাংলা ভাষায় অনুসর্গ ব্যবহারের প্রবণতার সঙ্গে দ্রাবিড়ীয় ভাষার প্রভাব আছে।
- ক্রিয়া জাত অনুসর্গ বা ক্রিয়া অনুসর্গগুলি আসলে ক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট রূপ। বাক্যে ক্রিয়ার এই নির্দিষ্ট রূপ অনুসর্গের মতো ব্যবহৃত হয়।

আলোচান শেষে বলা যায় অনুসর্গগুলি বাক্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলি বাংলা ভাষায় একমাত্র ব্যাকরণগত রূপ যা এককভাবে ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে।

গ্রন্থসূচি ঃ

বাংলা

১. চক্রবর্তী, উদংকুমার ; ২০০৪ ; ‘বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন’ ; দেজ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩।
২. ভট্টাচার্য, পার্বতীচরণ; ১৯৭৬; বাংলা ভাষা; জিজ্ঞাসা, ১৩৩-এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলি - ৯।
৩. সেন, সুকুমার ; ২০১১ ; ‘ভাষার ইতিবৃত্ত’ ; আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা - ০৯।

ইংরাজী

i) Chatterji, Saniti Kumar; 1978; 'The Origin and Development of Bengali Language' ; Rupa & Co. Calcutta.

প্রথম ভাগ

চতুর্থ অধ্যায়

বিভক্তি ঃ বাংলা ভাষার স্বীকৃত ব্যাকরণগত রূপ

২.৪.১০ ঃ যে রূপের যোগে শব্দ ও ধাতু পদে পরিণত হয় সেই রূপকে বিভক্তি বলা হয়। বাক্যের প্রধান উপাদান পদ। বিভক্তি আন্বয়িক গঠন অনুসারে দুই পদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। তাই বিভক্তিকে অনেক ক্ষেত্রে কারক চিহ্নও বলা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সংস্কৃতে বলা হয় - 'ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্' অর্থাৎ ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় (মুখ্য বা গৌন সম্বন্ধ) থাকে, তাহাকে কারক বলে'। (লাহিড়ী; ২০১৪ ; পৃ-৭৯) কিন্তু সঞ্জননী ব্যাকরণ অনুসারে শুধুই ক্রিয়ার সঙ্গে অন্যপদের সম্পর্ক নয় বাক্যে একটি পদের সঙ্গে অপর পদের সম্পর্ককে কারক বলা হয়। আমরা মূলত এই দৃষ্টিভঙ্গীতে এগোবো।

পাণিনির মতে 'সংখ্যাকারকাদি বোধয়িত্রী বিভক্তিঃ' যাহা দ্বারা প্রতিপাদিকের সংখ্যা, কারক ও সম্বন্ধ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অর্থ প্রতিপাদিত হয়, তাহাকে বিভক্তি বলে। (লাহিড়ী ; ২০১৪ ; পৃ -৭৯) সুতরাং এটি স্পষ্ট আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানিরা কারক বলতে যে সম্পর্কের কথা বলেছেন, পাণিনির বিভক্তির সংজ্ঞায অনেকটা সেরকমই বলেছেন।

Case theory অনুসারে বাক্যে পদের সঙ্গে অন্য পদের সম্পর্ক হল কারক।

সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে ক্রিয়ার সঙ্গে অন্যপদের সম্পর্ককে কারক বলে। কারকচিহ্ন বলতে বিভক্তিকে বোঝায় কিন্তু সব বিভক্তিই কারক চিহ্ন নয়। শব্দযোগে ও বিশেষ অর্থে বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ - শ্যামকে পেন দাও। 'কে' বিভক্তি কর্মকারকের চিহ্ন নির্দেশ করেছে।

২.৪.২০ ঃ

বাংলাভাষায় কোন নির্দিষ্ট কারকের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট বিভক্তি নেই। বরং একই বিভক্তি একাধিক কারক বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

পার্বতীচরণ ভট্টাচার্যের মতে, ''আদিতে যারা প্রত্যয় বা অনুসর্গ ছিল, তারাই ভেঙে চুরে গিয়ে সেই ভগ্নাংশ থেকে বিভক্তি তৈরী করে নিলো। অতীতের অনুসর্গ নতুন যুগে হয়ে দাঁড়ালো বিভক্তি।" (ভট্টাচার্য ; ১৯৭৬; পৃ-১৮৮)। যেমন - কৃতম্, কৃতঃ থেকে এসেছে ক, কি, কু, কে এবং কো বিভক্তি। এগুলির কোনটা বাংলায় কোনটা উড়িয়ায়, কোনটা আসামী, কোনটা হিন্দীতে বিভক্তি হয়ে গেছে।

বাংলা বিভক্তিগুলি যেহেতু একাধিক কারকে ব্যবহৃত হয় সেহেতু আমরা আলোচনা বিভক্তি অনুসারে করবো।

২.৪.২০.১০ ঃ ‘‘-এ” বিভক্তি - ‘-এ’ বিভক্তি কর্তা, করণ ও অধিকরণ কারকে ব্যবহৃত হয়। ‘-এ’ বিভক্তি সর্বদাই +boundary যুক্ত অর্থাৎ Non-neutral morph.

(ক) লোকে বলে ‘ঘর বাড়ী বালাই নেই আমার’। -এ বিভক্তি কর্তৃকারক

(খ) হাতে মারার থেকে পাতে মারা ভালো। ‘-এ’ বিভক্তি করণ কারক

(গ) আমি শ্যামবাজারে যাব। ..... ‘-এ’ বিভক্তি অধিকরণ কারক।

(ঘ) তুমি মুটে ডাকো। ‘-এ’ বিভক্তি, কর্ম কারক।

প্রত্ন ভারতীয় ভাষায় কর্তৃকারকে ‘‘ঃ” (স্) বিভক্তি হতো। তারপর অ-কারান্ত মাগধীতে এই বিসর্গ পরিবর্তীত হয়ে ‘-এ’ বিভক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

(ক) রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাই। —চর্যা

(খ) সাধুয়ে এক ক্রুশ বানাইয়া বনের মধ্যে রাখিল — কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ

আসামী ও উড়িয়াতে ‘এ’ ছিল এবং আছে। বঙ্গালী উপভাষাতে ‘এ’ বিভক্তি ব্যবহার বেশী। অপভ্রংশে ‘এ’ বিভক্তি ‘ই’ হয়ে যায় — স্থানম্ > ধামে > ধাবি > ধাঁই

স্নেহ > ণেহ > ণেহি > নাই

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ‘-এ’ বিভক্তি একই সঙ্গে কর্তা ও অধিকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ার প্রবণতা বাংলা ভাষায় এসেছে তিব্বতী - বর্মীর ভাষার প্রভাবে।

২.৪.২০.২০ ঃ ‘-য়’ - ‘‘-য়” বিভক্তিটি কর্তৃকারক, করণ কারক ও অধিকরণ কারকে, প্রয়োগ করা হয়। ‘-য়’ বিভক্তি নিয়ে আলোচনা করা হলে কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ‘-য়’ বর্ণটি কোন নির্দিষ্ট ধ্বনির জন্য বা স্বনিমের জন্য ব্যবহৃত হয় না।

(১) মায়ে ডাকে। (মায়ে = [ma.e]) এক্ষেত্রে [e] ধ্বনি বোঝাতে ‘-য়’ বর্ণ

এক্ষেত্রে ‘য়’ বিভক্তিটি #boundary যুক্তরূপ / Neutral Morph

(২) হাওয়ায় মেঘ কাটে। (হাওয়ায় +[ha.oa.e]) - এক্ষেত্রে [a] ধ্বনির জন্য ‘-র’ বর্ণ আবার ‘-এ’ ধ্বনির জন্যেও ‘-য়’ বর্ণ প্রয়োগ করা হয়। ‘য়’ বিভক্তিটি #boundary যুক্তরূপ / Neutral Morph

(৩) তিনি ঢাকুরিয়া যাবেন। [ঢাকুরিয়ায় = d^ha.ku.ri.ae] - এক্ষেত্রে [e] ধ্বনিটি অর্ধস্বর, তবুও এর বর্ণ হল ‘য়’। এক্ষেত্রে বিভক্তিটি #boundary morph বা Neutral Morph।

বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাচ্ছি কোন স্বরধ্বনির পাশে ‘এ’ ধ্বনি আসলেই। সেটিকে লিখিত আকারে ‘য়’ বর্ণ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

মোটামুটি ভাবে বাংলা দ্বিস্বর/ diphthong -এর মধ্যে যখনই ∂, æ ,a,e -ধ্বনির মধ্যে একটি বা দুটি থাকলেই সেটিকে বর্ণে প্রকাশ করতে হলে ‘য়’ ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ ‘য়’ বিভক্তিটির নির্দিষ্ট ধ্বনিগত গঠন না থাকায় এটি নিয়ে বিশ্লেষণে সমস্যা রয়েছে।

২.৪.২০.৩০ঃ ‘-কে’ বিভক্তি = ‘-কে’ বিভক্তি বাংলাভাষায় কর্মকারকের গুরুত্ব প্রাদনে ব্যবহৃত হয়। কর্মকারকে অনির্দিষ্ট বিভক্তি নেই। ‘-কে’ বিভক্তির উদ্ভব পর্যালোচনা করলে যে বিভক্তি গুলি পাওয়া যায় - ক, কু, কে।

‘-কু’ বিভক্তি সাধারণত উড়িষ্যায় ব্যবহৃত হয়।

প্রাচীন বাংলায়। -

(১) এবেঁ চিঅরাঅ মকু নঠা। (২) বাহবকেপারঅ

মধ্যযুগের বাংলায় -

(১) মথুরাকে চলী ভৈলী

আধুনিক যুগ -

(১) বেলা যে পড়ে এল জলকে চল্।

‘কৃত’ থেকেই ক, কু, কে - প্রভৃতি কর্মবিভক্তির উদ্ভব। সংস্কৃতে ‘‘তস্মৈ দত্তম্’’ অর্থে অনুসর্গ ‘কৃত’ ব্যবহৃত হতো। বাংলায় কর্ম সম্প্রদানের একীকরণের ফলে ‘কৃত’ অনুসর্গটি কর্মবিভক্তি (ক, কু, কে) - তে রূপান্তরিত হয়েছে।

পার্বতী চরণ ভট্টাচার্য সম্ভাব্য যে সূত্রটি দিয়েছেন সেটি —

(১) কৃতং > কঅং > কআঁ > ক

(২) কৃতঃ > কদো > কও > কউ > কু

(৩) কৃতঃ > কৃতে > কয়ে > কই > কে

(৪) কৃতজাত ক + অধিকরণের এ = কে (ভট্টাচার্য; ১৯৭৬ ; পৃ. - ১৯৩)

২.৪.২০.৪০ঃ - রে বিভক্তি = কর্মকারকের গুরুত্ব প্রদানের জন্য '-রে' বিভক্তি প্রয়োগ করা হয়। মূলত রাঢ়ী উপভাষার যে স্থলে '-ক' বিভক্তি যুক্ত হয়, বঙ্গালীতে সেইস্থলে '-রে' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ আমাকে নিয়ে চলে যায় = রাঢ়ী

আমারে নিয়ে চইল্যা যায় = বঙ্গালী

পদ্যে অনেক সময় কর্মকারকে '-রে' বিভক্তি প্রয়োগ করা হয়।

উদাহরণ — ''আমারে লইবে চিরপরিচিতসম।''

পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য '-রে' বিভক্তির যে সূত্রটি দিয়েছেন, সেটি এরূপ - সম্বন্ধের 'র' + অধিকরণের এ = রে

'-রে' বিভক্তির ব্যবহার প্রাচীন বাংলা থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণ - 'কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই।' —চর্যা

এমনকি মধ্যযুগের বাংলাতেও এর নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন 'অন্নদামঙ্গল'-এর 'মানসিংহ' অংশে

''বাঙ্গালীরে কত ভাল পশ্চিমার ঘরে।
পানপানী থানাপিনা আয়েব না করে।।''

অপাদানের অর্থ প্রদান করলেও 'বাঙ্গালীরে' পদে '- রে' বিভক্তি কর্মের গুরুত্ব প্রদান করেছে। একে একজাতীয় মিশ্রণ (contamination) বলে।

এই উদাহরণগুলি থেকে এটি স্পষ্ট যে -রে বিভক্তি বিস্তৃতি বাংলা ভাষার সর্বত্র ছিল।

২.৪.২০.৫০ ঃ তে বিভক্তি = '-তে' বিভক্তি করণকারক, অধিকরণ কারকে ব্যবহৃত হয়। '-তে' বিভক্তিকে সপ্তমী বিভক্তি বলা হয়। আবার করণকারকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

(ক) টাকাতে কি না হয়? - করণকারক।

(খ) তিনি যাদবপুরেতে যাবেন। - অধিকরণ কারক।

'-তে' বিভক্তির করণ কারকের গুরুত্ব প্রদানের বৈশিষ্ট্যটি চর্যা পদের সময় থেকেই দেখা যায়।

তরঙ্গতে হরিণার খুর ন দীসই - চর্যাপদ

অধিকরণ কারকের ক্ষেত্রে '-ত' বিভক্তির প্রয়োগ প্রাচীন বাংলাতে পাওয়া যাচ্ছে।

পার্বতীচরণ ভট্টাচার্যের মতে অন্ত > ত বিভক্তি এসেছে। এমনিক বরেন্দ্রী উপভাষায় বর্তমানেও -ত বিভক্তির প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায় [গাছত ফল থাকে]। সুকুমার সেনের মতে ত্র > ত বিভক্তি এসেছে। [উদা - তত্র, দেবত্র], '-ত' বিভক্তি নানা যুগে নানা রূপে এসেছে।

কখনও '-ত' বিভক্তির আগে এ যুক্ত হয়েছে।

উদাহরণ - কংসেত (মধ্যযুগ)

কখনও '-ত' বিভক্তির সঙ্গে-এ যুক্ত হয়েছে

উদাহরণ - নদীতে (মধ্যযুগ)

কখনও '-ত' বিভক্তির আগে ও সঙ্গে উভয়ত '-এ' যুক্ত হয়েছে।

উদাহরণ - সুখে দুখেতেঁ নিচিত মরিঅই। — চর্যা [৫]

এই বৈশিষ্ট্যকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় tripple affix বা ত্রেধা প্রত্যয় সংযোগ বলেছেন।

২.৪.২০.৬০ ঃ - আর, - র, -এর বিভক্তি = -এর বিভক্তিকে ষষ্ঠী বিভক্তি বলা হয়। '-এ' বিভক্তি সম্বন্ধপদ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ — আমরা রামের (সম্বন্ধ পদ) বাড়ী যাবো। একে কারক বলা হবে কিনা তা নিয়ে বিস্তর মতান্তর আছে। সংস্কৃত বৈয়াকরনিকদের মতে ক্রিয়ার সঙ্গে অন্য পদের সম্পর্ককে কারক বলা হবে। এই মত অনুযায় সম্বন্ধ পদকে কারক বলা যায় না। কিন্তু যদি আধুনিক বৈয়াকরনিকদের সংজ্ঞা গ্রহণ করা হয় [পদের সঙ্গে পদের সম্পর্ককে কারক বলে], তাহলে এটি অবশ্যই কারক।

পার্বতী চরণ ভট্টাচার্যের মতে কর >র, কার > আর ও কের > এর । প্রত্যেকটিই 'কার্য'-এর বিকার জাত। এটি স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়, আধুনিক বাংলার কিছু প্রয়োগ থেকে —

(ক) আজকের দিনে এসব অচল।

(খ) সেকালকার পুরোনো স্মৃতি এখনও অমলিন।

পূর্ব ময়মনসিংহ আঞ্চলিক

(গ) কতকের দিয়াম? (কত পয়সার দেবো?)

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে - কার is the sanskrit word from √কৃ and indicates action or connection. কার is similar in origin to behari ক or কে, Hidostani কা and Brajabhaka কৌ। [Chatterji ; 1978]

সুকুমার সেনের মতে কৃ ধাতু থেকে কের এসেছে। এপ্রসঙ্গে তিনি বৈদিক ভাষায় 'কেরু' ব্যবহারের দিকটি তুলে ধরেছেন। ঋগ্‌বেদে কেরু বহুবচনে একবার মাত্র প্রয়োগ করা হয়েছে। — ''মহীকেরব ঊতায় প্রিয়মেধা অহূষত।'' [১মন্ডল ৪৫ সুক্ত ৪ ঋক্] তাঁর মতে কালিক > কেল > কের।

সুতরাং উৎপত্তিগত বিতর্ককে মাথায় রেখে আমরা '-র' 'আর' ও '-এর' বিভক্তিকে নিয়ে আলোচনা করবো। এই বিভক্তি গুলির ভিন্ন ধ্বনিগত গঠন হলেও এদের অর্থ একই। এদেরকে আমার allomorph বলতে পারি। এরা সকলেই বাক্যে ক্রিয়াকে বাদ দিয়ে অন্য পদের সঙ্গে সম্পর্ক নির্দেশ করেছে। -র বিভক্তি ছাড়া এরা সকলেই non-neutral morph অর্থাৎ '+boundary' morph রূপ। যেমন —

(১) তিনি দাদার বাড়ী যাবেন।

দাদা -র [#boundary morph]

(২) আজ রামের শরীর খারাপ।

রাম -এর [+boundary morph]

- অনেক সময় ক্রিয়াপদকে বিশেষ্যে পরিণত করে সম্বন্ধ পদ/কারকে ব্যবহার কার হয়।

(১) তার খাওয়ার আগে সে যাবে না

খাওয়া -র (এখানে খাওয়া হচ্ছে ক্রিয়া বিশেষ্য)

- সম্বন্ধ পদ/কারকের ক্ষেত্রেই একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এক ই অর্থের বিভক্তি দুবার ব্যবহৃত হয়।

(১) তিনি সত্যিকারের গুণি।

''-কার'' = এটিও সম্বন্ধ পদ / কারকের অর্থবোধক

''-এর'' = এটিও সম্বন্ধপদের অর্থবোধক

এই বিভক্তির আলোচনায় এটি স্পষ্ট যে বাংলা ভাষায় এটি বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। এটির অর্থ সংস্কৃত ষষ্ঠী বিভক্তির মতো হলেও এর প্রয়োগ অনেকক্ষেত্রেই আলাদা। তাই প্রয়োগের দিক থেকে দেখলে বাংলা ভাষার অনার্য উৎসকেই দায়ী করা যায়।

২.৪.২০.৯০ ঃ <u>শূন্য বিভক্তি</u> = যে বিভক্তির ধ্বনিগত আকার নেই অথচ আছে বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়, তাকে শূন্য বিভক্তি বলা হয়।

কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণ কারক, অপাদান কারক, অধিকরণ কারক — এই সকল ক্ষেত্রেই শূন্য বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়।

(১) <u>গুরু</u> (ক. শূন্যবিভক্তি কর্তৃকারক) <u>ঘাস</u> (খ. শূন্য বিভক্তি কর্মকারক) খায়।

(২) সে <u>ছুরি</u> (গ. শূন্যবিভক্তি করণ কারক) <u>দিয়ে</u> (কারক চিহ্ন হিসেবে 'দিয়ে' অনুসর্গ) হাত কেটেছে।

(৩) রাম <u>গাছ</u> (ঘ. শূন্যবিভক্তি অপাদান কারক) <u>থেকে</u> (কারকচিহ্ন হিসেবে 'থেকে' অনুসর্গ) নেমে এলো।

(৪) আমি <u>বাড়ী</u> (ঙ. শূন্য বিভক্তি অধিকরণ কারক) যাচ্ছি।

শূন্য বিভক্তির ধারণাটি বাংলা ভাষায় কিছুটা হলেও আরোপিত। আসলে সংস্কৃত অনুসারী ব্যাকরণ নির্মানের প্রবণতার কারণে বিভক্তিহীনতাকে গ্রাহ্য করা হয় না। বাংলাভাষায় বহুক্ষেত্রে বিভক্তিহীনতা বর্তমান। বাংলা ভাষায় বাকের্য উপাদানগুলির অবস্থানও বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। (১) নং উদাহরণের উপাদানগুলির যদি অবস্থান পরিবর্তন করে দেওয়া হয় তবে তার অর্থ বিনষ্ট হয়।

[গরু ঘাস খায় = ঘাস গরু খায় (অর্থ হীন বাক্য)]

PSR তত্ত্ব অনুসারে বাক্যটিকে বিশ্লেষণ করলে এর অবস্থান সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়।

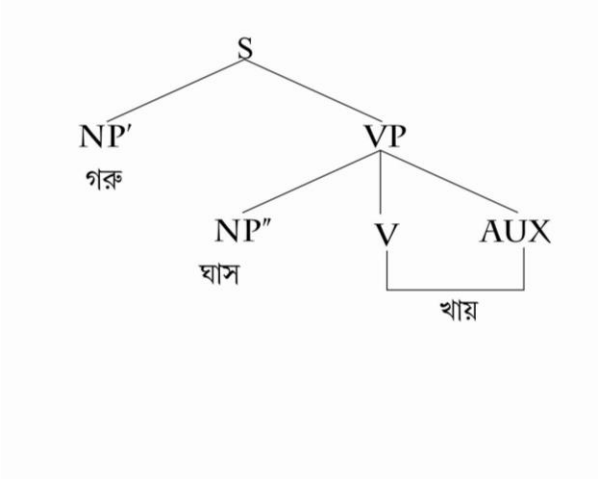

সুতরায়, আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি বাংলা ভাষায় বিভক্তি হীনতারই আরেক নাম শূন্য বিভক্তি। অর্থাৎ এটি ধারণামাত্র। ব্যাকরণের সুবিধার্থে এর উপস্থিতি স্বীকার করে নেওয়া হয়।

২.৪.৩০

বিভক্তি বচন নির্ধারণের ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে কার্যকর হয়। -গুলি, -গুলো, -রা, -এরা, -দের — এই বিভক্তিগুলি বহুবচনের ক্ষেত্রে প্রযোজ হয়। এগুলি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আমরা বচন অধ্যায়ে করবো।

২.৪.৪০

বাক্যে বিভক্তি ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক নির্দেশকারী চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অবার ক্রিয়াপদের গঠনেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কারণ মূলত ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়ে যে পদ গঠন করে তার নাম ক্রিয়াপদ, কাল ও পুরুষ বিভক্তিই ক্রিয়াপদকে গড়ে তোলে।

বাংলা ভাষায় কাল চার প্রকার — বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ ও নিত্যবৃত্ত

পুরুষ অনুযায়ী ক্রিয়ার রূপের ৫ রকম পরিবর্তন ঘটে।

	প্রকার
উত্তম পুরুষ	(১) সাধারণ — আমি করি। —(১)
মধ্যম পুরুষ	(২) সাধারণ — তুমি করো। — (২)
	(৩) তুচ্ছার্থে — তুই করিস। — (৩)
	(৪) সম্মানার্থে — আপনি / তিনি করেন। —(৫)
প্রথম পুরুষ	(৫) সাধারণ — সে করে। — (৪)
	(৬) সম্মানার্থে— আপনি / তিনি করেন। — (৫)

তিনটি পুরুষে মোট ছয়টি প্রকার থাকলেও ক্রিয়ারূপের গঠন হচ্ছে পাঁচরকমের। কাল বিভক্তি ও পুরুষ বিভক্তি ক্রিয়া রূপের গঠনের পরিবর্তন ঘটায়। নিম্নে একটি ছকের সাহায্যে বিষয়টি দেখানো হল —

কাল ও পুরুষ বিভক্তি যুক্ত হওয়ার পর

√কর্ ধাতুর ক্রিয়ারূপের গঠন

কাল	প্রকার	কাল বিভক্তি	উত্তম পুরুষ সাধারণ	মধ্যম পুরুষ সাধারণ	মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থ	মধ্যম ও প্রথম পুরুষ সম্মানার্থ	প্রথম পুরুষ সাধারণ
বর্তমান	(১) সাধারণ	- ও	কোরি	করো	কর্	করেন	করে
	(২) অনুজ্ঞা	- ও	-	করো	কর্	করুণ	করুক
অতীত	(৩) সাধারণ	- ল	কোরলাম	করলে	করলি	কোরলেন	কোরলো
ভবিষ্যৎ	(৪) সাধারণ	- ব	কোরবো	কোরবে	কোরবি	কোরবেন	কোরবে
	(৫) অনুজ্ঞা	- ব	-	করো	কোরিস	করেন	করে
নিত্যবৃত্ত	(৬) সাধারণ	- ও	কোরতাম	করতে	কোরতিস্	কোতেন	কোরতো

কাল বিভক্তির ৬টি প্রকার পাওয়া গেছে (অতীতের অনুজ্ঞা প্রকার ও ভবিষ্যতের ঘটমান প্রকার হওয়া সম্ভব নয় এবং নিত্যবৃত্তে একটাই প্রকার)। উদাহরণে এটি স্পষ্ট যে প্রত্যেক পুরুষে কাল বিভক্তি একই থাকে, পুরুষ বিভক্তির প্রভাবে ক্রিয়ার গঠনের পরিবর্তন হয়। √কর্ ধাতুর কাল ও পুরুষ বিভক্তির প্রভাবে মোট ২৩ রকমের ক্রিয়াপদের গঠন পাওয়া যাচ্ছে।

[○ সাধারণ ও অনুজ্ঞাপ্রকার বর্তমান কালের মধ্যম পুরুষ এবং ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা প্রকারের 'মধ্যমপুরুষ - সাধারণের ক্রিয়ারূপের গঠন একই। (করো)

○ বর্তমান কালের সাধারণ ও অনুজ্ঞা প্রকারের 'মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থের' গঠন একই। (কর্)

○ বর্তমান কালের সাধারণ প্রকারের ও ভবিষ্যতের অনুজ্ঞা প্রকারের 'মধ্যম ও প্রথম পুরুষ সম্মানার্থ' বিভাগের গঠন একই। (করেন)

○ বর্তমান কালের সাধারণ প্রকারের ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা প্রকারের 'প্রথম পুরুষ সাধারণ' বিভাগের গঠন একই। (করে)]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই অধ্যায়ে আমরা যৌগিক কাল নিয়ে আলোচনা করছি না। ১০ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

তবে এটি স্পষ্টরূপে বলা যায় না যে সব ধাতুর ক্ষেত্রেই ২৩ রকমের ক্রিয়ারূপ দেখতে পাওয়া যাবে। তাই পুরুষ ও কালের প্রভাবে সর্বাধিক ২৮ রকমের ক্রিয়ারূপের গঠন পাওয়া সম্ভব। (উত্তম পুরুষে অনুজ্ঞা প্রকার হওয়া সম্ভব নয়)। প্রত্যেকটি বিভক্তিই যেহেতু মূলধাতুর গঠনের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে তাই এরা সকলেই +boundary morph অর্থাৎ Non-neutral Morph দুই প্রকার বিভক্তিই stratum-1 স্তরে যুক্ত হয়।

২.৪.৫০ ঃ <u>সিদ্ধান্ত</u>

বিভক্তি নিয়ে আলোচনার এটি স্পষ্ট যে সব বিভক্তি হল ব্যাকরণগত রূপ।

- বাংলা বিভক্তির বেশীর ভাগই +Boundary Morph। কিছু কিছু ক্ষেত্রে '-র' বিভক্তিটি #Boundary Morph। 'য়' বিভক্তিকে #Boundary Morph বলা যায়, কিন্তু 'য়' বিভক্তিটির কোন নির্দিষ্ট ধ্বনিগত গঠন না থাকায় এটিকে নিয়ে আলোচনায় সমস্যা আছে।
- বাংলা বিভক্তির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল - একই বিভক্তি একাধিক কারকের চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন 'এ' বিভক্তিটি কর্তৃ, করণ ও অধিকরণ — এই তিন প্রকারের কারক চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অনার্য ভাষাগুলির মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় সুতরাং বলাই বাহুল্য যে বাংলা ভাষার অনার্য উৎসই উপসর্গ গুলিকে এই বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে।
- শূন্যবিভক্তি হল এমন বিভক্তি যার ধ্বনিগত গঠন না থাকা সত্বেও আছে বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিতরা বাংলা ব্যাকরণ নির্মানের সময় অপ্রয়োজনে এর উপস্থিতিকে মান্যতা দিয়েছে। আসলে বাক্যের গঠন বাংলা ভাষায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উপাদানগুলির অবস্থান পরিবর্তন করে দিলে অর্থের পরিবর্তন হয়ে যায়। বাংলা বাক্যের গঠন নির্ভরতাও সম্ভবত অনার্য উৎসের দান।

- বাংলা বাকেয্র ক্রিয়াপদ অংশে একাধিক বিভক্তি যুক্ত হয়। চার প্রকার মৌলিক কালের সঙ্গে তিনটি পুরুষের পাঁচরকমের বিভক্তি যুক্ত হয়ে বাক্যের সাধারণ ও অনুজ্ঞা প্রকারে ক্রিয়াপদের মোট ২৩টি গঠন পাওয়া গেছে √কর ধাতুর ক্ষেত্রে। এই গঠন সর্বাধিক ২৮ রকমের হতে পারে।

সবশেষে বলা যায় বাংলা বিভক্তি বা আরো স্পষ্ট রূপে বলতে গেলে ব্যাকরণগত রূপের বিন্যাস এবং গতিপ্রকৃতি বিচিত্র। কখনও কখনও এর উৎস আর্য ভাষা বংশের কিন্তু কার্যকলাপ অনার্য ভাষার মতো। তবে মিশ্র জাতির বাঙালীর ভাষায় এই মিশ্রণ অত্যন্ত স্বাভাবিক বলা যায়।

গ্রন্থসূচি

বাংলা

১. চক্রবর্তী, উদংকুমার ; ২০০৪ ; ‘বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন’ ; দেজ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩।

২. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার ; ১৪১৫ বঙ্গাব্দ ; নির্বাচিত রচনা সংকলন ; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা - ৭৩।

৩. দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ; ২০১১ ; বাঙ্গলা ভাষার অভিধান ; সাহিত্য সংসদ, কল-০৯।

৪. ভট্টাচার্য, পার্বতীচরণ; ১৯৭৬; বাংলা ভাষা; জিজ্ঞাসা, ১৩৩-এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলি - ৯।

৫. সেন, সুকুমার ; ২০১১ ; ‘ভাষার ইতিবৃত্ত’ ; আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা - ০৯।

৬. লাহিড়ী, প্রবোধচন্দ্র ও শাস্ত্রী, হৃষিকেশ ; ২০১৪ ; পাণিনীয়ম - A Higher Sanskrit Grammar and Composition; দি ঢাকা স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী, কলকাতা - ৭৩।

ইংরাজী

i) Chatterji, Saniti Kumar; 1978; 'The Origin and Development of Bengali Language' ; Rupa & Co. Calcutta.

ii) Kiparsky, P ; 1982 ; Lexical Morphology and phonology ; in Yang, I.S. (ed) ; Linguistics in the morning calm (Seoul ; Honstion).

প্রথম ভাগ

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যাকরণগত ভূমিকা পালনকারী প্রত্যয়

২.৫.১০ ঃ

যে রূপ ধাতু অথবা শব্দের পরে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, সেই রূপকে প্রত্যয় বলে। ফলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নতুন অর্থের শব্দ (Root বা কখনও কখনও Base) তৈরী হয়। তবে যে সব ক্ষেত্রে প্রত্যয় Derivational Morph হওয়া সত্ত্বেও ব্যাকরণগত অবস্থার পরিবর্তন করে তারা অবশ্যই ব্যাকরণগত রূপ হিসেবেই গণ্য হবে।

উদাহরণ — সুন্দর + ষ্ণ্য = সৌন্দর্য
(সুন্দর — বিশেষণ, সৌন্দর্য — বিশেষ্য)

ভারতীয় ব্যাকরণ অনুসারে প্রত্যয় দু'প্রকার তদ্ধিত প্রত্যয় ও কৃৎপ্রত্যয়।

- তদ্ধিত / 'তদ্ধিতাঃ' = তেভ্যঃ - প্রসিদ্ধেভ্যঃ প্রয়োগেভ্যঃ হিতাঃ প্রত্যযাঃ তদ্ধিত প্রত্যয়া উচ্যন্তে। শব্দের উত্তর যে সকল প্রত্যয় শিষ্ট প্রয়োগ অনুসারে প্রযুক্ত হয়, তাহাদিগকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। [লাহিড়ী ও শাস্ত্রী; ২০১৪; পৃ - ২৩৩] উদাহরণ — নর + ষ্ণায়ন = নারায়ণ।
- ধাতোঃ কৃদতিঙ্ — সমাপিকা ক্রিয়াবাচক তিঙ্ - প্রত্যয়ভিন্ন সাক্ষাৎ (directly) ধাতুর উত্তর যে সকল প্রত্যয় হয়, তাহাদিগকে কৃৎ প্রত্যয় বলে। [লাহিড়ী ও শাস্ত্রী, ২০১৪, পৃ - ২৩৩]

  উদাহরণ — √ভূ + সৎ = ভব্য

সুতরায় উপসর্গের মতো প্রত্যয়ও নতুন শব্দ সৃষ্টির অত্যাবশকীয় উপাদান প্রত্যয় Root (stem বা কোন কোনও ক্ষেত্রে Base)-এর পরে বসে বলে একে Suffix বলা যায়। প্রত্যয় মূলত Derivational Morph. তবে এদের মধ্যে কিছু কিছু Grammatical Morph এই অধ্যায়ে আমরা সেই প্রত্যয়ের অনুসন্ধান করবো যারা Grammatical Morph -এর মতো ব্যবহৃত হয়।

২.৫.২০ ঃ

বাংলা ভাষায় কিছু কিছু প্রত্যয় আছে যেগুলি শুধুমাত্র বিশেষ্য পদ নির্মানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আমরা প্রথমে সেই প্রত্যয় গুলিকে দেখে নেবো।

কৃৎপ্রত্যয়

	প্রত্যয়	অর্থ	উৎস	boundary	stratum	প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্য
১	ণক্ (অক্)	যে করে	সংস্কৃত	+boundary +boundary +boundary	stratum-1 stratum-1 stratum-1	√গৈ + ণক্ (অক্) = গায়ক √দৃশ্ + ণক্ (অক্) = দর্শক √পূ + ণক্ (অক্) = পাবক
২	তৃচ্ (তৃ>অ)	যে করে	সংস্কৃত	#boundary +boundary +boundary	stratum-2 stratum-1 stratum-1	√দা +তৃচ্ (তৃ) = দাতৃ > দাতা √বুধ্ + তৃচ (তৃ) = যোদ্ধৃ > যোদ্ধা √হন্ + তৃচ্ (তৃ) = হন্তৃ > হন্তা
৩	অনট্ (অন)	নির্দিষ্ট ভাব	সংস্কৃত	+boundary +boundary +boundary	stratum-1 stratum-1 stratum-1	√গম + অনট্ (অন) = গমন √শ্রু + অনট্ (অন) = শ্রবন √পঠ্ + অনট্ (অন) = পঠন
৪	ক্তি (তি)	ভাব	সংস্কৃত	+boundary +boundary +boundary	stratum-1 stratum-1 stratum-1	√গম্ + ক্তি = গতি √ভী + ক্তি = ভীতি √কৃ + ক্তি = কৃতি
৫	অ	নির্দিষ্ট অবস্থা	খাঁটি বাংলা	#boundary #boundary #boundary	stratum-2 stratum-2 stratum-2	√কাট্ + অ = কাট √জিত + অ = জিত √ছুট + অ = ছুট
৬	অন (ওণ)	নির্দিষ্ট ভাব বোঝায়	খাঁটি বাংলা	+boundary +boundary +boundary	stratum-1 stratum-1 stratum-1	√কাঁদ্ + অন = কাঁদন √বাঁচ্ + অন = বাঁচন √মার্ + অন = মারণ
৭	আই	ভাব	খাঁটি বাংলা	+boundary +boundary +boundary	stratum-1 stratum-1 stratum-1	√খোদ্ + আই = খোদাই √ঝাড়্ + আই = ঝাড়াই √ঢাক্ + আই = ঢাকাই
৮	উনি (অনি)	ভাব	খাঁটি বাংলা	+boundary +boundary +boundary	stratum-1 stratum-1 stratum-1	√খাট্ + উনি = খাঁটুনি √জ্বল্ + উনি = জ্বলুনি √ছাক্ + উনি = ছাক্নি

তদ্ধিত প্রত্যয়

	প্রত্যয়	অর্থ	উৎস	boundary	stratum	প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্য
৯	ষ্ণি (ই)	অপত্যার্থে	সংস্কৃত	+boundary +boundary	stratum-1 stratum-1	সত্য + বিষ্ণ = সাত্যকি সুমিত্রা + ষ্ণি = সৌমিত্রি

				+boundary	stratum-1	রাবণ + ষ্ণি = রাবণি
১০	-ষ্ণেয় (এয়)	অপত্য ও ভাব	সংস্কৃত	+boundary +boundary +boundary	stratum-1 stratum-1 stratum-1	নিকষা + ষ্ণেয় = নৈকষেয় অতিথি + ষ্ণেয় = আতিথেয় পুরুষ + ষ্ণেয় = পৌরুষেয়
১১	-ষ্ণায়ন (আয়ন)	অপত্য বা ভাব অর্থে	সংস্কৃত	+boundary +boundary +boundary	stratum-1 stratum-1 stratum-1	নর + ষ্ণায়ন = নারায়ণ রাম + ষ্ণায়ন = রামায়ণ বৎস + ষ্ণায়ন = বাৎসায়ন
১২	-ষ্ণ্য (য)	ভাব অর্থে	সংস্কৃত	+boundary +boundary +boundary	stratum-1 stratum-1 stratum-1	চণক + ষ্ণ্য = চাণক্য সভা + ষ্ণ্য = সভ্য সহিত + ষ্ণ্য = সাহিত্য
১৩	- আমি (মি)	ভাব বা অনুকরণ	খাঁটি বাংলা	+boundary +boundary +boundary	stratum-1 stratum-1 stratum-1	ঘর + আমি = ঘরামি দুষ্টু + আমি = দুষ্টামি পাগল + আমি = পাগলামি
১৪	-আরি (আরী)	বৃত্তি বা কাজ অর্থে	খাঁটি বাংলা	+boundary +boundary +boundary	stratum-1 stratum-1 stratum-1	দিশা + আরী = দিশারী কাটা + আরি = কাটারি রকম + আরি = রকমারি
১৫	-পনা	স্বভাব অর্থে	খাঁটি বাংলা	#boundary #boundary #boundary	stratum-2 stratum-2 stratum-2	গুণ + পনা = গুণপনা দুরন্ত + পনা = দুরন্তপনা হ্যাংলা + পনা = হ্যাংলাপনা
১৬	খানা	স্থান অর্থে	খাঁটি বাংলা	#boundary #boundary #boundary	stratum-2 stratum-2 stratum-2	ডাক্তার + খানা = ডাক্তারখানা চিড়িয়া + খানা = চিড়িয়াখানা ছাপা + খানা = ছাপাখানা
১৭	-আনা	ভাবা বা কাজ	বিদেশী	+boundary +boundary +boundary	stratum-1 stratum-1 stratum-1	মালিক + আনা মালিকানা সাহেব + আনা = সাহেবিআনা হিন্দু + আনা = হিন্দুয়ানা
১৮	-আনি	ভাব বা কাজ	বিদেশী	#boundary #boundary #boundary	stratum-2 stratum-2 stratum-2	বাবু + আনি = বাবুয়ানি হিন্দু + আনি = হিন্দুয়ানি কাতর + আনি = কাতরানি
১৯	-ওয়ালা	স্বামীত্ব বা কর্ম	বিদেশী	#boundary #boundary #boundary	stratum-2 stratum-2 stratum-2	বাড়ি + ওয়ালা = বাড়িওয়ালা গো + ওয়ালা = গোওয়ালা ফেরি + ওয়ালা = ফেরিওয়ালা
২০	- ওয়ান	কাজ করা	বিদেশী	+boundary +boundary +boundary	stratum-1 stratum-1 stratum-1	গাড়ী + ওয়ান = গাড়ওয়ান কোচ + ওয়ান = কোচওয়ান দার + ওয়ান = দারওয়ান
২১	- খানা	স্থান অর্থে	বিদেশী	#boundary #boundary	stratum-2 stratum-2	জেল + খানা = জেলখানা পিল + খানা = পিলখানা

				#boundary	stratum-2	মুদি + খানা = মুদিখানা
২২	-খোর	খায় যে বা আসক্ত	বিদেশী	#boundary #boundary #boundary	stratum-2 stratum-2 stratum-2	সুদ + খোর = সুদখোর নেশা + খোর = নেশাখোর ঘুষ + খোর = ঘুষখোর
২৩	- গর	যে করে	বিদেশী	#boundary #boundary #boundary	stratum-2 stratum-2 stratum-2	হালুই + গর = হালুইগর কারি + গর = কারিগর বাজি + গর = বাজিগর
২৪	-দানি	পাত্র অর্থে	বিদেশী	#boundary #boundary #boundary	stratum-2 stratum-2 stratum-2	ফুল + দানি = ফুলদানি ধূপ + দানি = ধূপদানি পা + দানি = পাদানি
২৫	-গিরি	বৃত্ত বা শীল	বিদেশী	#boundary #boundary #boundary	stratum-2 stratum-2 stratum-2	দাদা + গিরি = দাদাগিরি বাবু + গিরি = বাবুগিরি পণ্ডিত + গিরি = পণ্ডিতগিরি

এই উদাহরণ ছাড়াও আরো বহু উদাহরণ রয়েছে যেখানে প্রত্যয় ব্যাকরণগত রূপের ভূমিকা পালন করেছে।

প্রত্যয় বলতে বোঝানো হয় ভাষার এমন একটি উপদান বা আরো স্পষ্ট রূপে বলতে গেলে রূপকে যেটি নতুন শব্দ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। আমরা এই উদাহরণগুলি থেকে দেখলাম প্রত্যয় ভাষার নতুন অর্থযুক্ত উপাদান সৃষ্টির সময় তার ব্যাকরণগত অর্থেরও পরিবর্তন করছে। আবার সর্বক্ষেত্রেই প্রত্যয়ান্ত পদগুলি বিশেষ্য হচ্ছে। অর্থাৎ এই প্রত্যয়গুলি শুধুমাত্র বিশেষ্যপদ গঠনেই সাহায্য করে।

উদাহরণে উল্লেখিত কৃৎপ্রত্যয় 'নক্' (অক্), 'তৃচ্' (তৃ > তা), 'ক্তি' (তি), 'অনট্' (অন), 'অ', 'অন্', 'আই', 'উনি' - এগুলি ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সর্বদা বিশেষ্যপদ গঠন করে। এদেরকে কৃৎপ্রত্যয় অন্তর্গত বিশেষ্যপদ নির্মাণকারী ব্যাকরণগত রূপ বলা যেতে পারে।

উদাহরণে উল্লেখিত তদ্ধিত প্রত্যয় — ষ্ণি (ই), ষ্ণেয় (এর), ষ্ণায়ন (আয়ন), ষ্ণ্য (য), আমি (মি) আরি (আরী), পনা, খানা, আনা, আমি, ওয়ালা, ওয়ান, খানা, মোর, গর, দানি, গিরি - এগুলি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষ্য পদ তৈরী করে।

এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে শব্দগুলির সঙ্গে এরা যুক্ত হচ্ছে সে শব্দগুলির বেশীরভাগরই ব্যাকরণগত অর্থ বিশেষ্য। তাই মূল শব্দের ব্যাকরণগত অর্থের পরিবর্তন ঘটেনি, কিন্তু তবুও

উল্লেখিত প্রত্যয়গুলিকে আমরা ব্যাকরণগত রূপের মধ্যে রাখবো কারণ এই প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি সর্বদা বিশেষ্যপদ হচ্ছে।

Stratum-1 এ রয়েছে সেই সমস্ত inflectional এবং derivational morph যেগুলি Root এর গঠন পরিবর্তন করে এবং অনেক সময় গঠন (Structure) পরিবর্তন করে নতুন Base তৈরী করে। এইগুলিকে non-neutral morph বা +boundary যুক্ত morph বলা হয়। এদের irragular বৈশিষ্ট্য যুক্ত বলা হয়।

যেমন — কৃৎ প্রত্যয় গুলি

√গম্ + ক্তি = গতি [Base]

√ জ্বল্ + উনি = জ্বলুনি [Base]

- **<u>তদ্ধিত প্রত্যয়</u>**

সত্য + ষ্ণি = সাত্যকি

নিকষা + ষ্ণেয় = নৈকষেয়

Stratum-2 রয়েছে সেই সময় derivational morph যেগুলি Root (Stem/Base)-এর গঠন পরিবর্তন করেনা অথচ অর্থের পরিবর্তন ঘটায়, এবং নতুন Base তৈরী করে।

কৃৎপ্রত্যয় — √কাট্ + অ = কাট

তদ্ধিত প্রত্যয় — দুরন্ত + পনা = দুরন্তপনা

চিড়িয়া + খানা = চিড়িয়াখানা

Stratum-1 এবং Stratum-2 -তেই বিশেষ্য পদের গঠন সপ্পন্ন হয়ে যায়।

বিশেষ্য পদ গঠনের ক্ষেত্রে কৃৎ প্রত্যয়গুলি রূপগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রে +boundary morph। সংস্কৃত থেকে আগত ব্যাকরণগত রূপগুলি প্রায় সর্বদাই +boundary morph হয়। তবে কৃৎপ্রত্যয়ে খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ রূপ গুলির মধ্যে কিছু #boundary morph অর্থাৎ neutral morph পাওয়া যায়।

বিশেষ্যপদ গঠনের ক্ষেত্রে তদ্ধিত প্রত্যয় গুলির মধ্যে সংস্কৃত থেকে আগত প্রত্যয়গুলির বেশীর ভাগই +boundary morph। তবে বিশেষ্য গঠনকারী খাঁটি বাংলা এবং বিদেশী ব্যাকরণগত রূপগুলি প্রায় সবকটিই neutral morph অর্থাৎ #boundary morph.

সংস্কৃত থেকে আগত বিশেষ্যপদ নির্মানকারী প্রত্যয়গুলি বেশীরভাগই +boundary যুক্ত রূপ। খাঁটি বাংলা থেকে আগত রূপগুলিরও একই প্রবণতা। কিন্তু বিদেশী উৎস থেকে আগত প্রত্যয়গুলির বেশীরভাগই #boundary যুক্ত।

তিনটি রেখচিত্রের মাধ্যমে উৎস অনুযায়ী বিশেষ্য নির্মাণকারী ব্যাকরণগত রুপের প্রবণতা বিশ্লেষণ করা হল —

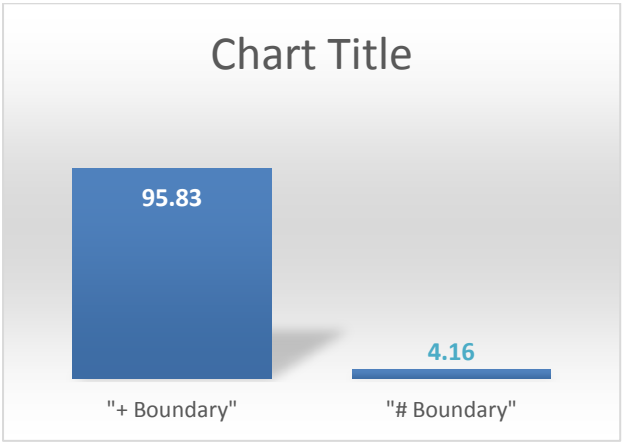

আমরা মোট চব্বিশটি সংস্কৃত প্রত্যয় বিশ্লেষণ করেছি। এর মধ্যে

+Boundary Morph = 23/95.83%

#Boundary Morph = 01/4.16%

সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত বিশেষ্যপদ নির্মাণকারী প্রত্যয়

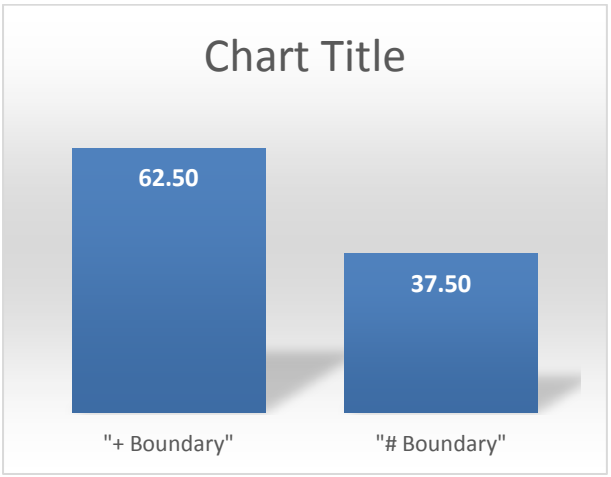

আমরা মোট চব্বিশটি খাঁটি বাংলা প্রত্যয় বিশ্লেষণ করেছি। এর মধ্যে

+Boundary Morph = 15/62.5%

#Boundary Morph = 09/37.5%

খাঁটি বাংলা থেকে আগত বিশেষ্যপদ নির্মাণকারী প্রত্যয়

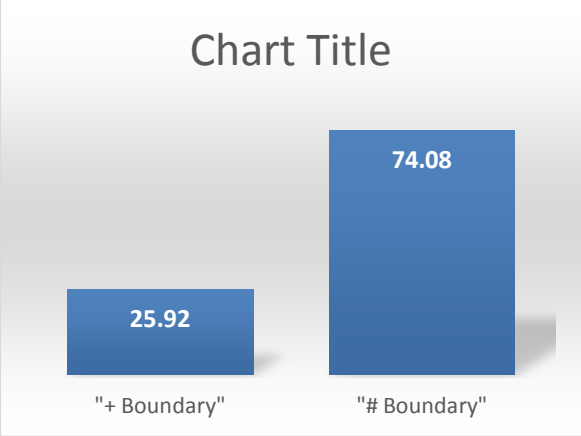

আমরা মোট সাতাশটি বিদেশী প্রত্যয় বিশ্লেষণ করেছি। এর মধ্যে

+Boundary Morph = 7/25.92%

#Boundary Morph = 20/74.07%

বিদেশী ভাষা থেকে আগত বিশেষ্য পদ নির্মাণকারী প্রত্যয়

২.৫.৩০ ঃ

বিশেষ্যকে যে বিশেষিত করে তাকে বিশেষণ বলা হয়। কিছু কিছু প্রত্যয় আছে যারা বিশেষণ পদ সৃষ্টির জন্যই ব্যবহৃত হয়, এদের আমরা ব্যাকরণগত রূপ হিসেবে দেখবো। নিম্নে উদাহরণ সহযোগে বিষয়টি তুলে ধরা হল —

কৃৎপ্রত্যয়

	উৎস	প্রত্যয়	অর্থ	boundary	Stratum	প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ
১	সংস্কৃত	শতৃ (অৎ)	হচ্ছে, চলেছে	#boundary + boundary + boundary	stratum-2 stratum-1 stratum-1	√জীব্ + শতৃ = জীবৎ √ভূ + শতৃ = ভবৎ √মহ্ + মত্ = মহৎ
২	সংস্কৃত	শানচ্ (আন, মান)	চলেছে	#boundary # boundary + boundary	stratum-2 stratum-2 stratum-1	√চল্ + শানচ্ = চলমান √বি-বদ্ + শানচ্ = বিবদমান √বিদ্ + শানচ্ = বিদ্যমান
৩	সংস্কৃত	ইষ্ণু	স্বভাব বা ধর্ম অর্থে	+boundary + boundary + boundary	stratum-1 stratum-1 stratum-2	√ক্ষি + ইষ্ণু = ক্ষয়িষ্ণু √বৃধ্ + ইষ্ণু = বর্ধিষ্ণু √জি + ইষ্ণু = জিষ্ণু
৪	সংস্কৃত	আলু	স্বভাব বা ধর্ম	#boundary + boundary + boundary	stratum-2 stratum-1 stratum-1	√নি-দ্রা + আলু = নিদ্রালু √কৃপ্ + আলু = কৃপালু √দয় + আলু = দয়ালু
৫	সংস্কৃত	অনীয়	উচিৎ বা যোগ্য বা ভবিষ্যৎ অর্থে	+boundary + boundary + boundary	stratum-1 stratum-1 stratum-1	কৃ + অনীয় = করনীয় পা + অনীয় = পানীয় পূজ + অনীয় = পূজনীয়

৬	সংস্কৃত	ক্ত (ত)	হয়েছে	+boundary # boundary + boundary	stratum-1 stratum-2 stratum-1	ছিদ্ + ক্ত = ছিন্ন প্রী + ক্ত = প্রীত সম্-কৃ + ক্ত = সংস্কৃত
৭	খাঁটি বাংলা	উক	স্বভাব	+boundary + boundary + boundary	stratum-1 stratum-1 stratum-1	√মিশ্ + উক = মিশুক √নিন্দ্ + উক = নিন্দুক √ভাব + উক = ভাবুক
৮	খাঁটি বাংলা	অন্ত	এরূপ হচ্ছে বা এরূপ হয়েছে	#boundary # boundary # boundary	stratum-2 stratum-2 stratum-2	√ঘুম + অন্ত = ঘুমন্ত √চল্ + অন্ত = চলন্ত √নিভ্ + অন্ত = নিভন্ত
৯	খাঁটি বাংলা	আনি	ভাব	+boundary + boundary + boundary	stratum-1 stratum-1 stratum-1	√হাঁপ্ + আনি = হাঁপানি √ঝলক্ + আনি = ঝলকানি √পার্ + আনি = পারানি
১০	খাঁটি বাংলা	ত (অত, অতা)	বর্তমান অর্থে	+boundary # boundary # boundary	stratum-1 stratum-2 stratum-2	√ফির্ + ত = ফেরত √বস্ + ত = বসত √মান্ + ত = মানত

তদ্ধিত প্রত্যয়

	উৎস	প্রত্যয়	অর্থ	boundary	stratum	প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ
১১	সংস্কৃত	ষ্ণীয় (ঈয়)	জাত বা যোগ্য	+ boundary + boundary + boundary	stratum-1 stratum-1 stratum-1	ভারত + ষ্ণীয় = ভারতীয় জল + ষ্ণীয় = জলীয় ধর্ম + ষ্ণীয় = ধর্মীয়
১২	সংস্কৃত	ষ্ণিক (ইক্)	অধ্যয়ন করে বা জানে	+ boundary + boundary + boundary	stratum-1 stratum-1 stratum-1	উপন্যাস + ষ্ণিক = ঔপন্যাসিক ভূগোল + ষ্ণিক = ভৌগলিক সাহিত্য + ষ্ণিক = সাহিত্যিক
১৩	সংস্কৃত	ইত	'জাত' বা যুক্ত অর্থে	+ boundary + boundary + boundary	stratum-1 stratum-1 stratum-1	পল্লব + ইত = পল্লবিত ব্যথা + ইত = ব্যথিত কন্টক + ইত = কন্টকিত
১৪	সংস্কৃত	ইন্	আছে অর্থে	+ boundary + boundary + boundary	stratum-1 stratum-1 stratum-1	অনুরাগ + ইন = অনুরাগিতন > অনুরাগী ধন + ইন = ধনিন্ > ধনী যোগ + ইন = যোগীন > যোগী

১৫	সংস্কৃত	ঈন	সম্বন্ধ, হিত অর্থে	+ boundary + boundary + boundary	stratum-1 stratum-1 stratum-1	কুল + ঈন = কুলীন প্রাচ্ + ঈন = প্রাচীন কন্যা + ঈন = কানীন
১৬	সংস্কৃত	বিন	আছে অর্থে	# boundary + boundary + boundary	stratum-2 stratum-1 stratum-1	মায়া + বিন = মায়াবিন > মায়াবী মেধস্ + বিন = মেধাবিনী > মেধাবী ওজস্ + বিন = ওজস্বিন > ওজস্বী
১৭	সংস্কৃত	ময়ট (ময়)	বিকার, ব্যপ্তি ও স্বরূপ	+ boundary # boundary # boundary	stratum-1 stratum-2 stratum-2	চিৎ + ময়ট্ = চিন্ময় আনন্দ + ময়ট্ = আনন্দময় দয়া + ময়ট্ = দয়াময়
১৮	সংস্কৃত	মতুপ্ - বতুপ (মান, বান)	‘আছে’ অর্থে	# boundary # boundary # boundary # boundary	stratum-2 stratum-2 stratum-2 stratum-2	বুদ্ধি + মতুপ্ = বুদ্ধিমান শ্রী + মতুপ্ = শ্রীমান গুণ + বতুপ্ = গুণবান ভাগ্য + বতুপ্ = ভাগ্যবান
১৯	সংস্কৃত	ইমন্	‘‘ভাব’’ অর্থে	+ boundary + boundary + boundary	stratum-1 stratum-1 stratum-1	গুরু + ইমন্ = গরিমন্ > গরিমা তনু + ইমন্ = তনিমন্ > তনিমা মধু + ইমন্ = মধুরিমন্ > মধুরিমা
২০	খাঁটি বাংলা	ইয়া [>এ]	বৃত্তি, জাতক, সম্বন্ধ, আছে অর্থে	+ boundary + boundary + boundary	stratum-1 stratum-1 stratum-1	বালি + ইয়া = বালিয়া > বোল যশোর + ইয়া = যশুরিয়া > যশুরে নাটক + ইয়া = নাটুকিয়া > নাটুকে
২১	খাঁটি বাংলা	উয়া (ও)	বিবিধ অর্থে	+ boundary + boundary + boundary	stratum-1 stratum-1 stratum-1	মাঠ + উয়া = মাঠুয়া > মেঠো বাত + উয়া = বাতুয়া > বেতো পড় + উয়া = পড়ুয়া > পড়ো
২২	খাঁটি বাংলা	টিয়া (টে)	স্বভাব বা আছে	# boundary # boundary	stratum-2 stratum-2	ঝগড়া + টিয়া = ঝগড়াটিয়া > ঝগড়াটে রোগ + টিয়া = রোগাটিয়া > রোগাটে

				# boundary	stratum-2	আঁশ + টিয়া = আঁশটিয়া > আঁশটে
২৩	খাঁটি বাংলা	পারা	সাদৃশ্য	# boundary # boundary	stratum-2 stratum-2	যোগিনী + পারা = যোগিনীপারা পাগল + পারা = পাগলপারা
২৪	খাঁটি বাংলা	পানা	সাদৃশ্য	# boundary # boundary # boundary	stratum-2 stratum-2 stratum-2	কুলো + পানা = কুলোপানা চাঁদ + পানা = চাঁদপানা হাঁড়ি + পানা = হাঁড়িপানা
২৫	বিদেশী	বাজ	অভ্যস্ত	# boundary # boundary # boundary	stratum-2 stratum-2 stratum-2	গল্প + বাজ = গল্পবাজ ফাঁকি + পানা = ফাঁকিবাজ মামলা + পানা = মামলাবাজ

বিশেষণের গঠন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা ২৫টি উদাহরণ তুল ধরেছি। এই রূপগুলি প্রত্যয় হিসেবে পরিচিত। এই রূপগুলি শুধুমাত্র বিশেষণ পদ গঠনেই সাহায্যকারী। এটি নির্দিষ্ট পদ তৈরীতে সাহায্য করে বলে আমরা একে 'ব্যাকণগত রূপ' বলছি।

সংস্কৃত থেকে আগত প্রায় সমস্ত প্রত্যয় +boundary morph. Kiparsky -র তত্ত্ব অনুসারে দেখা হলে এটি অবস্থান করছে Stratum-1 -এ। Stratum-1-এর বৈশিষ্ট্য হলো 'stress, shortening'। এই কারণে (১) শতৃ (অৎ), (২) শানচ্ (আন, মান), (৩) ইষ্ণু, (৪) আলু, (৫) অনীয়, (৬) ক্ত (ত) প্রভৃতি রূপগুলি যুক্ত হওয়ার সময় মূল রূপ/Root-এর গঠনের পরিবর্তন ঘটে। তবে 'অৎ' ও 'শানচ্' প্রত্যয় কখনও #boundary morph অর্থাৎ Neutral Morph, কখনও বা + Boundary morph অর্থাৎ Non-neutral Morph-এর মতো আচরণ করে।

খাঁটি বাংলা বা দেশী শব্দভান্ডার থেকে আগত কৃৎপ্রত্যয়গুলির মধ্যে 'উক', 'আনি', 'ত' প্রভৃতি +Boundary Morph বা non-neutral morph অর্থাৎ এরা Stratum-1 এ অবস্থিত। কিন্তু 'অন্ত' প্রত্যয়টি #Boundary Morph বা neutral morph, তাই এটি stratum-2 -এ অবস্থিত।

তদ্ধিত প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে 'ষ্ণিক' (ইক), 'ইত', 'ইন', 'ঈন', 'ইমন' প্রত্যয়গুলি সংস্কৃত থেকে আগত এবং এটি যেহেতু মূল রূপের গঠন পরিবর্তন করে তাই এটি +boundary অর্থাৎ non-neutral morph। 'ময়ট্' (ময়) প্রত্যয়টি কখনও +boundary কখনও বা #boundary। আবার সংস্কৃত থেকে আগত 'মতুপ-বতুপ' (মান, বান) মূলরূপের পরিবর্তন

করেনা তাই এটি #boundary morph এটি stratum-2 তে অবস্থিত। 'ময়ট' (ময়) কিছু ক্ষেত্রে stratum-1 এ অবস্থিত (যখন +boundary হচ্ছে), আর কিছু ক্ষেত্রে stratum-2 এ অবস্থিত (যখন #boundary হচ্ছে)

খাঁটি বাংলা বা দেশী শব্দ ভান্ডার থেকে আগত বিশেষণ সৃষ্টিকারী তদ্ধিত প্রত্যয়গুলির মধ্যে দু'প্রকার boundary -ই দেখতে পাওয়া যায়। যেমন — 'ইয়া', 'উয়া' প্রভৃতি +boundary হওয়ায় এটি stratum-1 -এ অবস্থিত এবং 'টিয়া', 'পারা', 'পানা' প্রভৃতি #boundary হওয়ায় এটি stratum -2 -এ অবস্থিত।

বিদেশী উৎসজাত বিশেষণ সৃষ্টিকারী প্রত্যয়ের ব্যবহার বাংলা ভাষায় বেশ কম। 'বাজ' প্রত্যয়টি বিদেশী ভাষা থেকে আগত। এটি #Boundary Morph অর্থাৎ Neutral morph হওয়ায় stratum-2 স্তরেই অবস্থিত।

উৎস অনুযায়ী বাংলা ভাষার বিশেষণ নির্মাণকারী প্রত্যয়গুলির Boundary -র প্রবণতা দুটি চার্টের মাধ্যমে দেখানো হল।

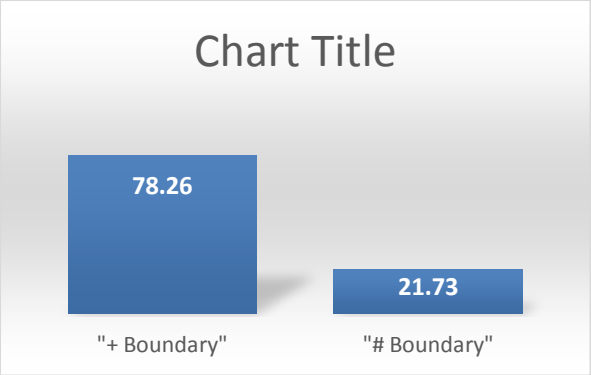

আমরা মোট ছেচল্লিশটি সংস্কৃত প্রত্যয় বিশ্লেষণ করেছি। এর মধ্যে

+Boundary Morph = 36/78.26%

#Boundary Morph = 10/21.73%

সংস্কৃত থেকে আগত বিশেষণ নির্মাণকারী প্রত্যয়

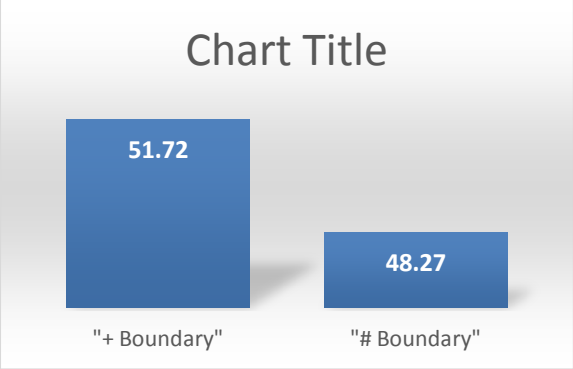

আমরা মোট ঊনত্রিশটি খাঁটি প্রত্যয় বিশ্লেষণ করেছি। এর মধ্যে

+Boundary Morph = 15/51.72%

#Boundary Morph = 14/48.27%

খাঁটি বাংলা থেকে বিশেষণ নির্মাণকারী প্রত্যয়

সুতরাং আমরা বলতে পারি উভয় ক্ষেত্রেই +Boundary Morph-এর পরিমান বেশী।

২.৫.৪০ ঃ

প্রত্যয় নতুন শব্দ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কিন্তু আমরা সেই সমস্ত প্রত্যয়কে বিশ্লেষণ করছি যারা নতুন শব্দ সৃষ্টির পাশাপাশি ব্যাকরণগত ভূমিকাও পালন করে। ব্যাকরণগত ভূমিকা পালনকারী প্রত্যয়গুলির মধ্যে এমন কতগুলি প্রত্যয় আছে যারা কখনও বিশেষ্যপদ গঠন করে, কখনও বা বিশেষণ পদ গঠন করে থাকে। যেমন —

প্রত্যয়	উৎস	অর্থ	ধাতু + প্রত্যয় = নিষ্পন্ন শব্দ / পদ	বাক্যে প্রয়োগ	পদ পরিচয়	boundary	stratum
(A) তব্য	সংস্কৃত	উচিৎ যোগ্য কিংবা ভবিষ্যৎ	(1) √কৃ + তব্য	(i) কর্তব্য অনুসারে কর্ম করেছো।	বিশেষ্য	+boundary	stratum-1
				(ii) সকলের কর্তব্য বয়স্কদের সম্মান করা	বিশেষণ		
			(2) √ধৃ + তব্য = ধর্তব্য	(i) এই বিষয়টি ধর্তব্যের মধ্যে আনা নিষ্প্রয়োজন	বিশেষণ		
			(3) √বচ্ + তব্য = বক্তব্য	(i) তোমার বক্তব্য বিষয় কি?	বিশেষণ		
				(ii) তার বক্তব্য আমাদের সকলের ভালো লেগেছে	বিশেষ্য		
(B) ণ্যৎ (য)	সংস্কৃত	উচিত বা যোগ্য	(1) √কৃ + ণ্যৎ (য) = কার্য	(i) তোমার দ্বারা কোন কার্য সম্পন্ন হয় না।	বিশেষ্য	+boundary	stratum-1

			(2) √ত্যজ্ + ণ্যৎ (য) = ত্যাজ্য	(i) সে তাকে ত্যাজ্য পুত্র করেছে	বিশেষণ		
			(3) √বচ্ + ণ্যৎ (য) = বাচ্য	(i) উক্ত বাক্যগুলির বাচ্য পরিবর্তন করো	বিশেষ্য		
				(ii) তব বাচ্যের দ্বারা সকলই প্রতিহত	বিশেষণ		
(C) উ	খাঁটি বাংলা	নির্দিষ্ট অবস্থা	(1) √ঝাড়্ + উ = ঝাড়ু	(i) ঝাড়ু দিয়ে জায়গাটি পরিষ্কার করো	বিশেষ্য	+boundary	stratum -1
			(2) √নিব্+উ=নিবু	(i) নিবু আঁচে রান্নাটি রেখে দিতে হবে	বিশেষণ		
			(3) √হাঁট্+উ=হাঁটু	(i) তার হাঁটুতে খুব যন্ত্রনা	বিশেষ্য		
				(ii) এক হাঁটু জলে সে পড়ে গেল	বিশেষণ		
(D) আনো	খাঁটি বাংলা	ক্রিয়ার ভাব	(1) √বাঁধ্ +আনো=বাঁধানো	(i) শান-বাঁধানো উঠোনের উপর কাপড় ছড়ানো আছে	বিশেষণ	+boundary	stratum -1
			(2) √পাল্+ আনো = পালানো	(i) তোমার দ্বারা পালানো সম্ভব নয়।	বিশেষ্য		
(E) তি (অতি)	খাঁটি বাংলা	অতিরিক্ত অভাব বিশেষ	(1) √ঝাড়্+তি = বাড়তি	(ii) বাড়তি লাভের আশা করেই এই অবস্থা	বিশেষ্য	+boundary	stratum -1

		অবস্থা	(2) √ভর+তি=ভরতি	(i) ভরতি বালতি নিয়ে হাঁটা অসম্ভব	বিশেষণ		
			(3) √বস্+তি=বসতি	(i) শহরের বসতিতে আজকাল সবরকমের অসামাজিক কাজ হয়	বিশেষ্য		

তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রত্যয়	উৎস	অর্থ	ধাতু + প্রত্যয় = নিষ্পন্ন শব্দ / পদ	বাক্যে প্রয়োগ	পদ পরিচয়	boundary	stratum
(F) ষ্ণ (অ)	সংস্কৃত	অপত্য, সম্বন্ধ, উপাসনা, ভাব, জাত	(1) পান্ডু+ষ্ণ(অ) =পান্ডব	(i) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পান্ডবরা জয়লাভ করে	বিশেষ্য	+ boundary	stratum -1
			(2) সন্ধ্যা+ষ্ণ=সান্ধ্য	(i) এই সান্ধ্য অনুষ্ঠানে সকলেই আমন্ত্রিত করা হয়েছে	বিশেষণ		
			(3) ছত্র+ষ্ণ=ছাত্র	(i) ছাত্র-অবস্থায় এটি স্বাবাভিক	বিশেষণ		
				(ii) ছাত্র ছাত্রীরা এদিকে এসো	বিশেষ্য		
(G) ই	খাঁটি বাংলা	বৃত্তি, আচরণ, উৎপন্ন ইত্যাদি	(1) পন্ডিত+ই= পন্ডিতি	(i) পন্ডিতি তারা বংশপরম্পরায় করে আসছে	বিশেষ্য	+ boundary	stratum -1
			(2) ঢাকা+ই=ঢাকাই	(i) এখানে ঢাকাই বিরিয়ানি খুব প্রলিত	বিশেষণ	# boundary	stratum -2
(H) ঈ	খাঁটি বাংলা	বিবিধ অর্থ হয়ে থাকে। যেমন - অস্তার্থ, জীবিকা, দক্ষতা, দেয় বা প্রাপ্য,	(1) ঢাকা+ঈ=ঢাকী	(i) সকল ঢাকীরা এখানেই আসবে	বিশেষ্য	+ boundary	stratum -1
			(2) ধ্রুপদ+ঈ=ধ্রুপদী	(i) ধ্রুপদী সংগীত সকলে পছন্দ করে না।	বিশেষণ		
			(3) বেনারস+ঈ=বেনারসী	(i) সে একটি বেনারসী পান	বিশেষণ		

		উৎপন্ন, নির্মিত ইত্যাদি		এনেছে			
				(ii) বিয়ের জন্য বেনারসী কেনা হয়েছে	বিশেষ্য		
(I) দার	বিদেশী	পাত্র বা বৃত্তিধারী	(1) দোকান+দার= দোকানদার	(i) দোকানদারের কাছ থেকে এটি কিনে এনেছি	বিশেষ্য	# boundary	stratum -2
			(2) সমজ্+দার= সমজদার	(ii) তুমি সমজদার বলেই তো কোন সমস্যা নেই।	বিশেষণ		

ছকে আমরা যে প্রত্যয়গুলি পেলাম সেগুলি একাধিক ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে। তাই এগুলি এমন ব্যাকরণগত রূপ যারা কখনও বিভিন্ন ধ্বনি পরিবেশে বিভিন্ন ব্যাকরণগত ভূমিকা নেয়, আবার কখনও একই ধ্বনি পরিবেশে বিভিন্ন ব্যাকরণগত ভূমিকা নেয়। উদাহরণে উল্লেখিত কৃৎপ্রত্যয় (তব্য, ণ্যৎ বা যৎ (য) উ, আনো, তি) ও তদ্ধিত প্রত্যয়গুলি (ষ্ণ (অ), ই, ঈ, দার) বিভিন্ন ধ্বনি পরিবেশে বিভিন্ন ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে। যেমন — (উদাহরণ নং১) 'আনো' প্রত্যয় √বাঁধ ধাতুর পাশে বসলে বিশেষণ, আর '√পাল' ধাতুর পাশে বসলে বিশেষ্য পদ গঠন করে, (উদাহরণ নং F) ষ্ণ (অ) প্রত্যয় 'পান্ডু' শব্দে পাশে বসে বিশেষ্য পদ এবং সন্ধ্যা শব্দের পাশে বসে বিশেষণ পদ গঠন করেছে।

প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে যে অত্যাশ্চর্য বৈশিষ্ট্যটি আমাদের উদহরণে পেলাম সেটি হল একই প্রত্যয় একই ধ্বনি পরিবেশে অবস্থান করেও বাক্যে ব্যবহারের সময় আলাদা আলাদা ভূমিকা পালন করে। যেমন - ছকে উল্লেখিত

(A) নং তব্য প্রত্যয়ের নিষ্পন্ন শব্দ বক্তব্য,

(B) নং ণ্যৎ বা যৎ প্রত্যয়ের নিষ্পন্ন শব্দ বাচ্য,

(C) নং উ প্রত্যয়ের নিষ্পন্ন শব্দ হাঁটু

(F) নং ষ্ণ প্র্যত্যয়ের নিষ্পন্ন শব্দ ছাত্র

(H) নং ঈ প্রত্যয়ের নিষ্পন্ন শব্দ বেনারসী

এই পাঁচটি শব্দ অন্বয়িক গঠন অনুসারে কখনও বিশেষ্য হয়েছে কখনও বিশেষণ হয়েছে। তাই এক্ষেত্রে এরা ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করেছে post lexical স্তরে শূন্যবিভক্তি সহযোগে। Post Lexical স্তরে বাংলা ভাষার syntax বা অন্বয়ের গঠন PSR বা phrase structure rule দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। PSR তত্ত্ব অনুসারে বাক্যের উপাদানগুলি নির্দিষ্ট গঠন অনুসারে Deep Structure এ যুক্ত থাকে। কথা বলার সময় Surface Structure কিছু সংবর্তন ঘটে তবে তা কখনই PSR তত্ত্বকে ব্যহত করে নায়। যেমন - (উদাহরণ (B) এর (৩) নং এর (i) নং) Deep Structure 'তুমি উক্ত বাক্যগুলির বাচ্য পরিবর্তন করো'

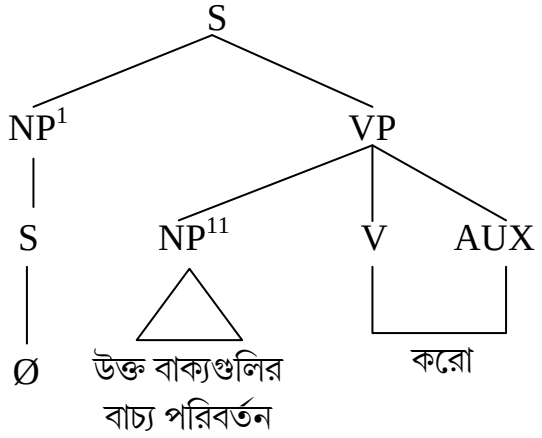

সংবর্তন — বিলোপন

Surface Structure — উক্ত বাক্যগুলির বাচ্য পরিবর্তন করো।

(উদাহরণ (B) এর (৩) নং এর (ii) নং) D. Structure -তব বাচ্য সকলই প্রতিহত করেছে।

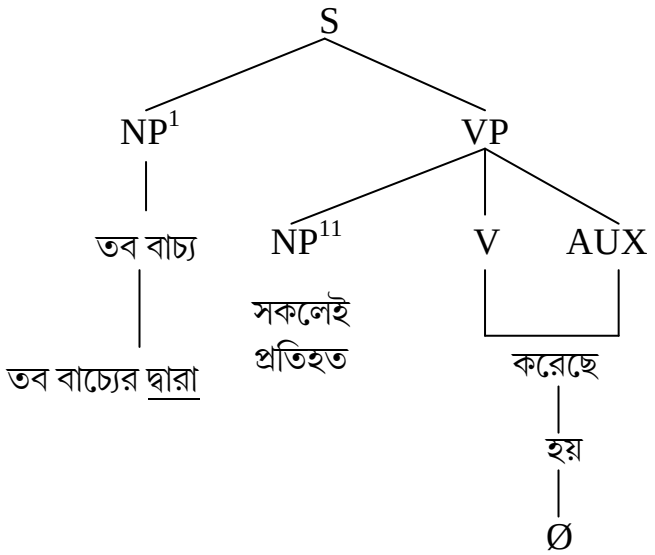

সংবর্তন — রূপান্তর, আগমন, বিলোপন

S. Structure - তব বাচ্যের দ্বারা সকলই প্রতিহত।

দুটি উদাহরনেই 'বাচ্য' বর্তমান কিন্তু বাক্যের গঠনে তাদের অবস্থান ভিন্নস্থানে। আর এই কারণেই তারা আলাদা ব্যাকরণগত পরিচয় বহন করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈয়াকরণি করা বাংলা বাক্য গঠনের নিয়মকে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসারে ব্যাখ্যা করার ফলে অহেতুক শূন্যবিভক্তির উল্লেখ করেছিলেন। যাইহোকে আমরা 'শূন্য বিভক্তি' পরিভাষাটি ব্যবহার না করলেও এটি স্পষ্ট যে পাঁচটি উদাহরণের কথা বলা হয়েছে তাদের ব্যাকরণগত অর্থপরিবর্তন হয়েছে আন্বয়িক গঠনে। তাই এই পাঁচটি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রত্যয়গুলিকে আমরা ব্যাকরণগত রূপ বলতে পারবো না কারণ এক্ষেত্রে ব্যাকরণগত অর্থ পরিবর্তনের জন্য নির্দিষ্ট প্রত্যয়গুলি দায়ী নয়।

ব্যাকরণগত রূপগুলিকে Kiparsky -র তত্ত্ব অনুসারে বিশ্লেষণ করা হলে boundary অনুসারে এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। যেমন কৃৎপ্রত্যয়ের তব্য, ণ্যৎ বা যৎ (য), উ, আনো — প্রত্যয়গুলি +boundary যুক্ত অর্থাৎ মূল ধাতুর গঠনের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম, আর +boundary যুক্ত বলে এটি stratum-1 এ অবস্থিত। 'তি' কৃৎপ্রত্যয় #boundary যুক্ত তাহলে এটি Stratum-2 এ অবস্থিত আবার তদ্ধিত প্রত্যয় 'ষ্ণ', 'ঈ' এগুলি +boundary যুক্ত, 'দার' প্রত্যয়টি #boundary যুক্ত এবং ই প্রত্যয়টি কখনও +boundary কখনও বা #boundary যুক্ত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সংস্কৃত থেকে আগ কৃৎ-প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়গুলির মধ্যে যেগুলি ব্যাকরণগত রূপ সেগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রে +boundary বিশিষ্ট। যেমন - তব্য, ণ্যৎ বা যৎ (য), ষ্ণ (অ) ইত্যাদি। খাঁটি বাংলা ও বিদেশী উৎস থকে আগত প্রত্যয়গুলির মধ্যে যেগুলি ব্যাকরণগত রূপের ক্ষেত্রে (#)boundary morph / neutral এবং (+)boundary morph বা non-neutral morph উভয় প্রকারই দেখা যায়।

২.৫.৫০ ঃ

প্রত্যয় লিঙ্গগত ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ নতুন অর্থপূর্ণ শব্দ গঠন করার সময় কোন কোন ক্ষেত্রে লিঙ্গগত অর্থ প্রকাশ করে। যে প্রত্যয়গুলি এরূপ ব্যাকরণগত অর্থের সংবর্তন করে তাকে ব্যাকরণগত রূপ বলা হয়। যেমন —

	পুং লিঙ্গ	স্ত্রী লিঙ্গ
(১) বুদ্ধি + মতুপ্ =	বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমতী
(২) ভাগ্য + বতুপ্ =	ভাগ্যবান	ভাগ্যবতী
(৩) লেখ + অক্ =	লেখক	লেখিকা

একই প্রত্যয় কিন্তু লিঙ্গগত কারণে ধ্বনিগত গঠন আলাদা হয়ে যাচ্ছে। এই লিঙ্গগত অবস্থা পরিবর্তনকারী ব্যাকরণগত রূপগুলি নিয়ে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

২.৫.৬০ ঃ

এই অধ্যায়ে আমরা সেই প্রত্যয় নিয়ে আলোচনা করেছি সেগুলি নির্দিষ্ট কিছু ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করেছে। আর এই কারণেই আমরা এই প্রত্যয়গুলিকে ব্যাকরণগত রূপ বলেছি।

- কতগুলি প্রত্যয় আছে যেগুলি শুধুমাত্র বিশেষ্য পদ গঠনে সাহায্য করে। আবার কতগুলি প্রত্যয় বিশেষণ পদ গঠন করে। তাই এই সমস্ত বিশেষ্যপদ নির্মানকারী প্রত্যয়গুলিকে আমরা ব্যাকরণগত রূপ বলব।

কৃৎ প্রত্যয়

√দৃশ্ + ণক্ (অক) = দর্শক (বিশেষ্য পদ)

√ক্ষি + ইষ্ণু = ক্ষয়িষ্ণু (বিশেষণ পদ)

তদ্ধিত প্রত্যয়

নর + ষ্ণায়ন = নারায়ণ (বিশেষ্য)

কন্টক + ইত = কন্টকিত (বিশেষণ)

- আমরা আলোচনায় এমন কতগুলি প্রত্যয় পেয়েছি যারা ভিন্নি ভিন্ন ধাতু বা শব্দে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ একই প্রত্যয় কোন ধাতু বা প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কখনও বিশেষ্য পদ কখনও বা বিশেষণ পদ গঠন করছে। তাদেরকে আমার ব্যাকরণগত রূপ বলছি।

যেমন — (a) কৃৎপ্রত্যয় - √কৃ + ণ্যৎ (য) = কার্য (বিশেষ্য)

√ত্যজ + ণ্যৎ (য) = ত্যাজ্য (বিশেষণ)

(b) তদ্ধিত প্রত্যয় - ঢাকা + ঈ = ঢাকী (বিশেষ্য)

ধ্রুপদ + ঈ = বিশেষণ

তবে এই প্রত্যয়গুলি নির্দিষ্ট ধ্বনি পরিবেশেই নির্দিষ্ট ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে।

- একই ধ্বনি পরিবেশে একই প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ভিন্ন পদ গঠন করছে। এক্ষেত্রে ভিন্ন পদ নির্মানের পেছনে প্রত্যয়টি দায়ী নয়। আসলে বাংলা বাক্যের গঠনের কারণে অর্থাৎ Post Lexical কারণে এর ব্যাকরণগত অর্থের পরিবর্তন হয়। তাই আমাদের আলোচনায় এই প্রত্যয়গুলিকে ব্যাকরণগত রূপ বলব না।

√বচ্ + তব্য = বক্তব্য

(a) তোমার বক্তব্য (বিশেষণ) বিষয় কি?

(b) তার বক্তব্য (বিশেষ্য) আমাদের কলের ভালো লেগেছে।

এক্ষেত্রে ‘তব্য’ প্রত্যয়টি ব্যাকরণগত ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে কার্যকর নয় তাই এগুলিকে আমরা ব্যাকরণগত রূপ বলব না।

- সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত ব্যাকরণগত ভূমিকা প্রদানকারী প্রত্যয়গুলির মধ্যে বেশীর ভাগেই +boundary morph। খাঁটি বাংলা ও বিদেশী ভাষা থেকে বাংলায় আগত প্রত্যয় গুলির মধ্যে +boundary এবং #boundary উভয় প্রকার প্রবণতাই লক্ষ্য করা যায়।
- Kiparsky প্রবর্তিত Lexical স্তরে আমরা ব্যাকরণগত ভূমিকা প্রদানকারী প্রত্যয়গুলি অর্থাৎ ব্যাকরণগত রূপগুলি Stratum-1 এবং Stratum-2 উভয় স্তরেই বর্তমান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বাংলাভাষার প্রত্যয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে Stratum-1 এবং Stratum-2 এ অবস্থিত হয়।

বাংলা প্রত্যয়ে লিঙ্গ অনুসারে বিভিন্ন ধ্বনিগত আকার পাওয়া যায়। লিঙ্গান্তরের ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করেছে বলে এগুলিকেও ব্যাকরণগত রূপ হিসেবে গণ্য হয়েছে।

- বিশেষ্য নির্মাণকারী প্রত্যয়গুলির মধ্যে বেশীর ভাগই +boundary morph এবং বিশেষণ নির্মাণকারী প্রত্যয়গুলির মধ্যে বেশীর ভাগই অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই একই প্রবণতা লক্ষ্য করছি।

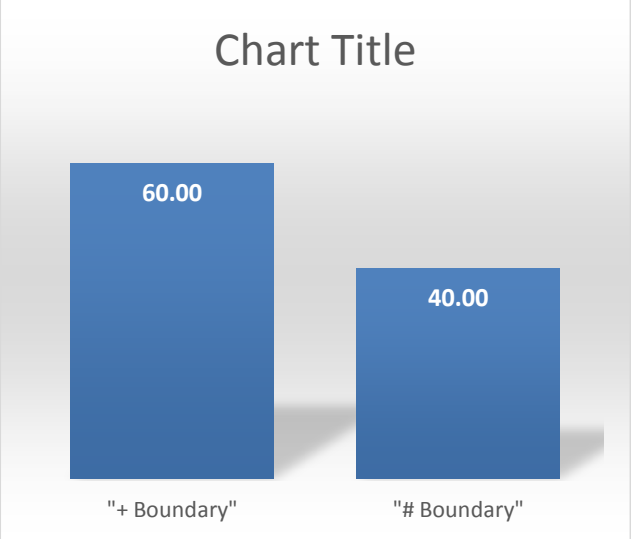

আমরা মোট পঁচাত্তরটি প্রত্যয় বিশ্লেষণ করেছি। এর মধ্যে
+ boundary morph – 45/60%
#boundary morph – 30/40%

বিশেষ্য নির্মাণকারী প্রত্যয়

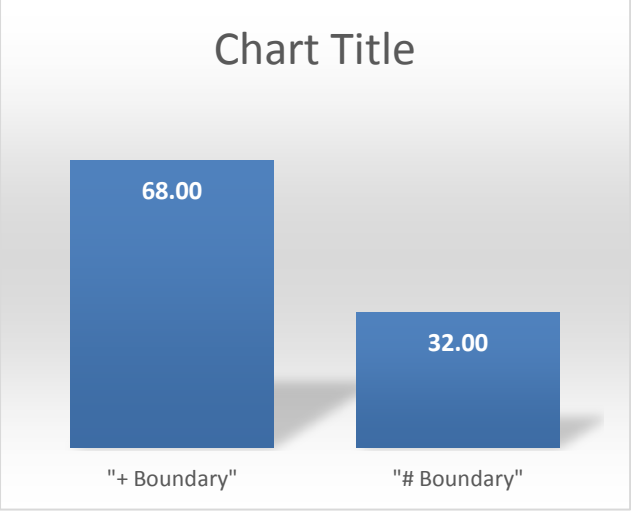

আমরা মোট পঁচাত্তরটি প্রত্যয় বিশ্লেষণ করেছি। এর মধ্যে —
+ boundary morph – 51/68%
#boundary morph – 24/32%

বিশেষণ নির্মাণকারী প্রত্যয়

+boundary morph বেশী পাওয়ার অর্থ উচ্চারণগত প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে এই সমস্ত ব্যাকরণগত রূপগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

এই অধ্যায়ের বিশ্লেষণে আমাদের কাছে স্পষ্ট যে বাংলা প্রত্যয়ের প্রাথমিক ভূমিকা নতুন শব্দ সৃষ্টি। কিন্তু তবুও এরা নতুন শব্দ সৃষ্টির পাশাপাশি ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে। এগুলিকেই আমরা ব্যাকরণগত রূপ হিসেবে গ্রহণ করেছি। এই ব্যাকরণগত রূপগুলি কখনও কখনও নির্দিষ্ট ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে। কখনও বা একই ব্যাকরণগত রূপ বিভিন্ন ধ্বনি পরিবেশে বিভিন্ন ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে।

গ্রন্থসূচি ঃ-

বাংলা

১. ভট্টাচার্য, পার্বতীচরণ ; ১৯৭৬ ; বাংলা ভাষা ; জিজ্ঞাসা ; ১এ কলেজ রো, কলি-০৯।

২. মজুমদার, পরেশচন্দ্র ; ১৯৭১ ; সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ ; সারস্বত লাইব্রেরী।

৩. সেন, সুকুমার ; ২০১০ ; ভাষার ইতিবৃত্ত ; আনন্দ পাব ; কলকাতা - ০৯।

৪. লাহিড়ী, ড. প্রবোধচন্দ্র ও শাস্ত্রী, হৃষীকেশ ; ২০১৪ ; পাণিনিয়ম ; A Higher Sanskrit Grammar and composition ; দি ঢাকা স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী, কলকাতা - ৭৩।

ইংরাজী

i) Chatterji, Suniti kumar ; 1978 ; The Origin and Developmnt of Bengali Languages ; Rupa & Co. Calcutta.

ii) Katamba, Francis and storham, John ; 2006 ; 'Morphology, Second Edition' ; Palgrave, U.K.

দ্বিতীয় ভাগ

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্যাকরণগত রূপের সংবর্তন

৩.৬.১০

'সংবর্তন' শব্দটি পরিভাষিক অর্থেই গ্রহণ করা হয়েছে। Transformation Grammar এর বাংলায় পারিভাষিক অর্থ 'সংবর্তনী ব্যাকরণ'। এই ব্যাকরণটি Descriptive Grammar এর মতোই সমকালীন ব্যাকরণের অংশ। সংবর্তনী ব্যাকরণের ভিত্তি প্রস্তর গঠন করেছে সঞ্চননী ব্যাকরণ।

Transformational Grammar-এ মূলত আলোচনা করা হয় ভাষার উপাদানগুলি কিভাবে মিলিত হয়ে নির্দিষ্ট ভাষীর যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে ওঠে। ভাষার উপাদানগুলি আমরা ব্যবহারের জন্য যেভাবে প্রয়োগ করি তাকে Surface structure বলা হচ্ছে এবং যে নিয়মের ভিত্তিতে এটি আমাদের অভ্যন্তরে গঠিত হয় তাকে Deep structure বলা হয়।

Deep St এর সংবর্তনের ফলে Surface St গঠিত হয়। Hockett, Noam Chomsky এবং Harris এরা তিনজন এবং Shaumjan এরা সকলে সংবর্তন নিয়ে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেছেন। তারা সকলেই ব্যাক্যকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমরা এই অধ্যায়ে দেখবো রূপগুলি কিভাবে সংবর্তিত হয়ে বাক্যের উপাদান হয়ে উঠেছে।

৩.৬.২০

Noam Chomsky-র ভাবনাতে চারটি দ্বি-বিভাজিত বা Dichotomy তত্ত্ব আছে। এই তত্ত্বকে দ্বি-বিভাজিত তত্ত্ব বলা হয় কারণ দুটি তত্ত্ব মিলে মিশে রয়েছে। এই চারটি দ্বি-বিভাজিত তত্ত্বগুলি হল -

(১) UG - PG
(২) Competence Performance
(৩) Deep - Surface Structure
(৪) Acceptable - Grammatical senteNce

৩.৬.২০.১০

Universal Grammar (বৈশ্বিক ব্যাকরণ) → Particular Grammar (বিশেষ ব্যাকরণ)ঃ-

সমস্ত বিশ্বের সব রকমের ভাষার নিয়মকানুন ও সূত্রপদ্ধতি যে ব্যাকরণের মধ্যে পাবো যে ব্যাকরণ সবভাষার মূল বৈশিষ্ট্যগুলির সন্ধান দেবে তাকে তত্ত্বগতভাবে UG বা Universal Grammar বা বৈশ্বিক ব্যাকরণ বলে। (চক্রবর্তী; ১৯৯৮; পৃঃ - ১৭)

কোন একটি বিশেষভাষার ব্যাকরণকেই Particular Grammar বা PG বা বিশেষ ব্যাকরণ বলা হয়।

মস্তিষ্কে ভাষাকেন্দ্রকে Brocas area বলা হয়। আমরা ভাষা শিখছি কানে শোনার মাধ্যমে। ভাষার সম্পর্কে ধারণা তৈরী হয় কয়েকটি ধাপের মাধ্যমে।

১) ধ্বনি কানে শোনা।
২) কানে শোনা ধ্বনিগুলি অনুকরণ।
৩) Analogy / সাদৃশ্য দিয়ে শব্দ ভান্ডার তৈরী।
৪) বাক্যের সূত্র (ধ্বনি-পদ-বাক্য)

সুতরাং ভাষার দুটো দিক

[ক] ভাষার গঠন
[খ] ভাষার অর্থ

ব্যাকরণের এই বৈশ্বিক নীতিটা Universal Grammar-এ ফুটে ওঠে।
সুতরাং -

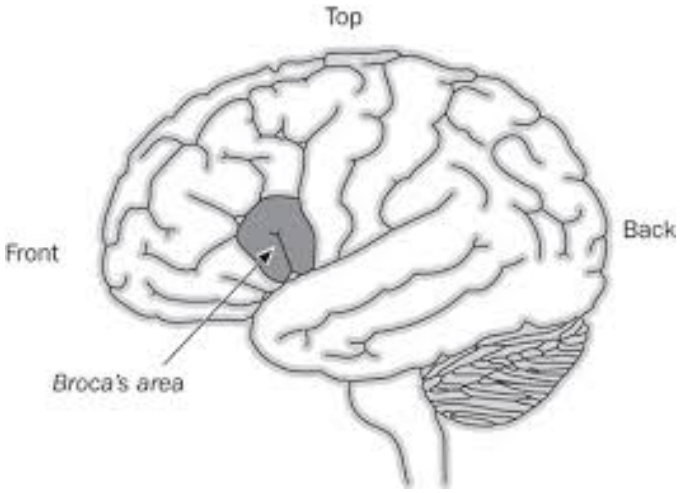

মস্তিষ্ক

- আমরা ধ্বনি শুনলাম মস্তিষ্কের অনুভূতি কেন্দ্রে।
- মনস্তত্ত্ব কেন্দ্রে এসে এর অর্থ বুঝলাম
- ভাষাকেন্দ্রে এসে আমরা কথা বলছি বা লিখছি। Broca's area হল ভাষাকেন্দ্র। বিজ্ঞানি ব্রকস মস্তিষ্কে ভাষাকেন্দ্র হিসেবে যে অঞ্চলটি দেখিয়েছিলেন সেটি Broca's area নামে পরিচিত।

Chomsky -র মতে ভাষা শেখার তত্ত্ব বা Theory of Language acquisition বিবর্তনের ও উন্নতি মধ্যেই ভাষার তত্ত্ব আছে। শিশু তার চারপাশ থেকে ভাষা গ্রহণ করে এবং ভাষা শেখার ক্ষেত্রে বংশধারাগত সাহায্য পায়। স্বাভাবিক ভাষায় সম্ভব - অসম্ভব সমস্ত নিয়মই নিয়ে একটি বিমূর্ত ভাষা এলাকা বা Language Faculty বা Language Acquisition Device (LAD] তৈরী করে।

Chomsky প্রদত্ত 'গঠন নির্ভর শর্ত' (Structure Dependence Principle) হল যে নিয়মের সাহায্যে সমস্ত ব্যাকরণ গতিসূত্র বা নিয়ম করে গড়ে ওঠে। এটি শারীরগতভাবে সহজাত পদ্ধতির অংশ। আর একেই বলা হয় - বৈশ্বিক ব্যাকরণ।

সব ভাষাতেই ধ্বনি আছে। এই ধ্বনি মিলে শব্দ তৈরী হয়। এই সমস্ত নিয়মগুলি একই, কিন্তু একটি ভাষার সঙ্গে আরেকটি ভাষার পার্থক্য হল শব্দ গঠনে এবং তার অর্থে। কোন একটি ভাষার গঠন নিয়ে যে ব্যাকরণ ব্যাখ্যা করে তাকে বলে বিশেষ ব্যাকরণ বা UG বা Particular Grammar। উদাহরণ দ্বারা VG এবং PG দেখানো -

UG - বিশেষ্য + বিভক্তি = পদ

PG - রাম + এর = রামের (বাংলা ভাষা)

আবার, বাক্যের গঠন বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন রকম। যেমন

ইংরাজী → SVO } PG
বাংলা → SOV

৩.৬.২০.২০

Competence (পারঙ্গমতাবোধ) - Performance (করা) ঃ-

- ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা হল পারঙ্গমতাবোধ বা Competence, ব্যক্তির অন্তর্গত মাতৃভাষা সম্পর্কিত ধারণা বা তার পদ্ধতি যা জ্ঞানের মধ্যে থাকে তাকে পারঙ্গমতাবোধ বা Competence বলে।
- ভাষা শোনা এবং পারঙ্গমতাবোধের ফলে সেটা বুঝতে পেরে কথা বলা কিংবা কোন কাজ করাকে বলে Performance বা ভাষা ব্যবহার।

Saussure ভাষার ক্ষেত্রে প্রধান দুটি ভাষা করেছিলেন - Language এবং Parale এখানে Language এর সঙ্গে পারঙ্গমতাবোধকে মিলিয়ে দেখা যায়। একটি ভাষাগোষ্ঠী যে ভাষাব্যবহারগত পদ্ধতি জানে তাকেই Language বলে। Chomsky 1965 সালে এই পারঙ্গতাবোধের কথা বলেন। আদর্শ বক্তা ও শ্রোতার যারা একই ভাষা সম্প্রদায়ের (homogeneous speech community) তাদের উপরই ভাষাবিজ্ঞানগত তত্ত্ব

প্রাথমিকভাবে নির্ভর করে। এই আদর্শ বক্তা শ্রোতার ভাষা সম্পর্কিত জ্ঞান প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত অপ্রয়োজনীয় শর্ত, যথা - স্মৃতিগত সীমাবদ্ধতা, ছড়িয়ে বলা, আকর্ষণ ও মনোযোগ বদলানো এবং ভুল বলাতে আক্রান্ত হবে না। তবে তাকেই প্রকৃত ভাষাব্যবহার বা Performance বলা যাবে। এই প্রকৃত ভাষা ব্যবহারের পেছনে রয়েছে বক্তা ও শ্রোতার মগ্ন পারঙ্গমতাবোধ বা Competence। পারঙ্গমতাবোধ ও ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে →

- কথা বলা
- কথা শোনা
- কথার অর্থ বোঝা
- কথার অর্থ অনুসারে কাজ অথবা কথা বলা comsky দু'প্রকার পারঙ্গমতাবোধ কথা বলেছেন - (১) Grammatical বা ব্যাকরণগত (২) Pragmative বা প্রয়োগমূলক।

তিনি ১৯৭৭ সালে পারঙ্গমতাবোধ বিষয়টি যে যে তাত্ত্বিক দিক থেকে দেখছেন সেগুলি হল -

(১) ভাষাবিজ্ঞানগত পারঙ্গমতাবোধ Linguistic Competence - এটিকে ব্যাকরণগত পারঙ্গমতাবোধ বলা যায়।

এখানে বাক্যে দু'ধরণের স্বজ্ঞা (intuition)
- বাক্যটি সুগঠিত কিনা সেই স্বজ্ঞাজনিত বোধ
  - (ক) ধ্বনি বিজ্ঞান ধ্বনি ও ধ্বনিগত পদ্ধতি
  - (খ) রূপবিজ্ঞান - রূপিমগত গঠন
- বাক্যের গঠন সম্পর্কিতবোধ
  - (গ) অন্বয় বাক্যের গঠন
  - (ঘ) শব্দার্থতত্ত্ব অর্থগত পাঠ

(২) বাচনগত বা পাঠগত পারঙ্গমতাবোধ বা Discourse Competence - বাচন এবং বাচন পাঠের অর্থবোধ এবং তা নির্ধারণের ক্ষমতা

(৩) বর্ণনাগত পারঙ্গমতাবোধ বা Narrative Competence - গল্প বলার ক্ষমতা

(৪) সামাজিক পারঙ্গমতাবোধ বা Social Competence - একে অন্যের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতা

(৫) ধারণাগত পারঙ্গতাবোধ বা Cognitive Competence - ধারণাগত তথ্য সুবিন্যস্ত করবার এবং প্রকাশ করার ক্ষমতা

(৬) সাহিত্যিক পারঙ্গমতা বোধ বা Literary Competence - সাহিত্য সৃষ্টি এবং বোঝবার ক্ষমতা।

(৭) সংযোগমূলক বা প্রয়োগমূলক পারঙ্গমতাবোধ বা Communicative বা Pragmatic Competence → linguistic competence এর ধারণাকে বৃদ্ধি করবার জন্য এবং জ্ঞান ও দক্ষতাকে আরও বিস্তৃত পরিসরে দেখার জন্য Chomsky এই প্রস্তাবটি করেছিলেন। যেমন -

(ক) ভাষা বা ভাষার বৈচিত্র্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত পছন্দ, বিশেষ সামাজিক অবস্থায় অবস্থান এবং সংযোগসাধনের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ

(খ) বিভিন্ন বৈচিত্র্য বা বিভিন্ন ভাষাগুলির মধ্যে কোনটিতে গ্রহণ করবে বা একটি থেকে আরেকটিতে চলে যাওয়ার ক্ষমতা।

(গ) ঠিক সময়ে নিরবতা বজায় রাখা।

● Performence বা ভাষাব্যবহার হল - 'The actual use of language in concrete situation' (Chomsky : 1965)

৩.৬.২০.৩০

(৩) Deep - Surface Structure -

- Deep Structure বা অধোগঠন হল পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র এবং শব্দকোষের দ্বারা গঠিত সংবর্তনী সঞ্জননী তত্ত্ব অনুসারে সংবর্তন ও শব্দার্থতত্ত্ব যে গঠনের মধ্যে থাকে সেই গঠনটি।
- বাক্যের অধোগঠন সংবর্তনের ফলে যে গঠন সঞ্জনিত হয় তাকে বলে Surface Structure বা অধিগঠন।

অধোগঠন হল যেখানে বাক্যের শব্দার্থতত্ত্বগত ব্যাখ্যা নির্ধারিত হয়। অধিগঠনে নির্ধারিত হয় ধ্বনিতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। সংবর্তনী ব্যাকরণের মূলতত্ত্ব হল অধিগঠন নির্ধারিত হয় কিছু গঠনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে যাকে ব্যাকরণগত সংবর্তন বলা হয়। সুতরাং বাক্যের সূত্র নিয়ে যে গঠন পাচ্ছি তা Deep Structure বা অধোগঠন। তাই এটা আসলে Competence এর বা পারঙ্গমাতাবোধের একটা অংশ। Deep Structure তৈরী হচ্ছে Phrase Structure Rule বা PSR দিয়ে।

P.G. Masor Category

S → NP, AUX, VP

NP → Artical, Adjective, Noun

VP → Verb, Noun Phrase

AUX → May, Can

এই পুরো গঠনকে PSR বলে।

U.G. Lexical Category

N → Ball, Book

Adj → Bad, Bettar

Art → a, the

V → go, do

PSR দিয়ে বাক্যের যে গঠন পাবো তাই গল Deep Structure

Deep Structure থেকে বাক্য যখন Surface structure - এ যায় সেই যাওয়া প্রক্রিয়াটিকে বাক্য সঞ্জনন।

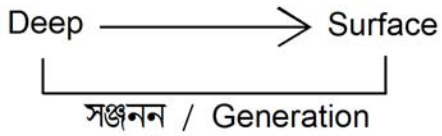

Deep Structure থেকে Surface Structure -এ বাক্যে যে পরিবর্তন ঘটে তাকে সংবর্তন বলে। এটি যে নিয়ম দ্বারা হয় তার নাম Transformation rule বা সংবর্তন সূত্র।

দুটো উদাহরণ দিয়ে দেখানো হল -

(১) ইংরেজী

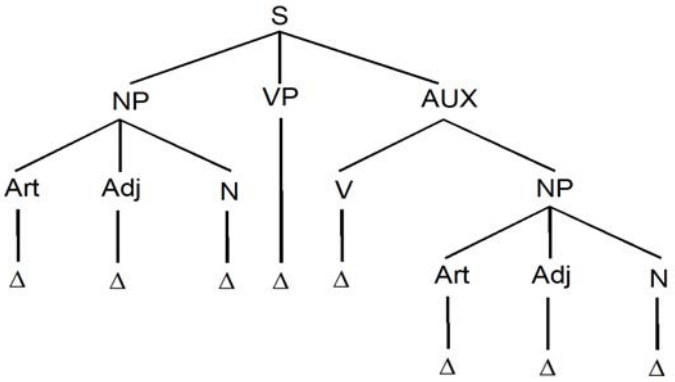

(২) বাংলা

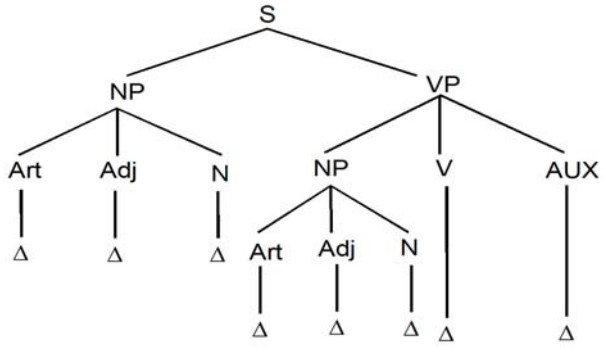

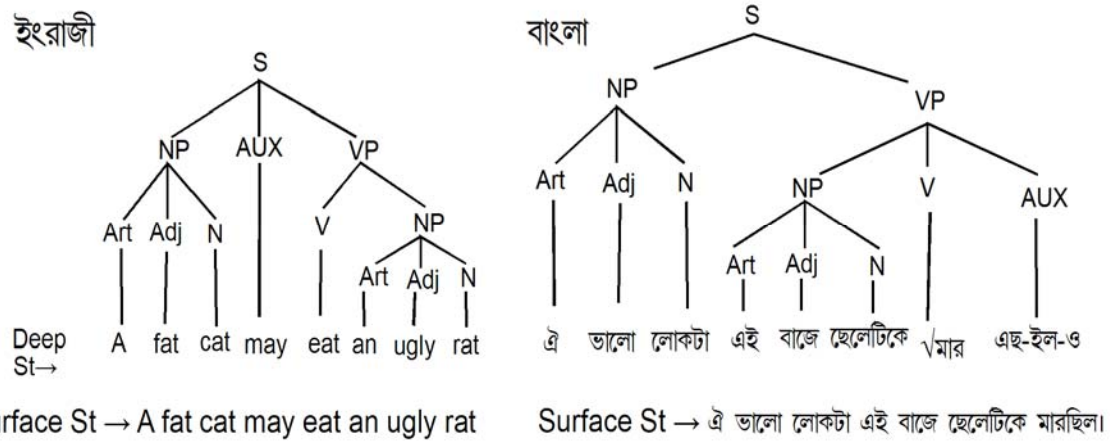

সুতরাং, উদাঃ থেকে স্পষ্ট যে Deep St এর S, NP, VP, AUX, Art, Adj, N উপাদানগুলি সব ভাষায় আছে। Major Category-র এই উপাদানগুলি তাহলে Universal grammar- এর অংশ। কিন্তু এদের অবস্থানগুলি অর্থাৎ Lexical category

বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন। এই অবস্থান নিয়ে আলোচনা অবশ্যই Particular Grammar এর অংশ।

Deep St থেকে Surface St তে যে পরিবর্তন হচ্ছে তা হল সংবর্তন। এই সংবর্তন দু-প্রকার

[ক] ইচ্ছামূলক - যে সংবর্তনটা ইচ্ছা অনুযায়ী

[খ] বাধ্যতামূলক - যে সংবর্তনটা ব্যাকরণগত নিয়ম অনুসারি।

(২) নং উদাহরণে Deep St. - র '√মার - এছ - ইল - ও' গঠনটি Surface St তে এসে 'মারছিল' হয়েছে এই সংবর্তনটিকে বাধ্যতামূলক সংবর্তন বলে।

আবার যদি, (২) নং উদাঃ থেকে 'বাজে', 'ভালো'-কে বাদ দিয়ে যদি Surface St তে 'ঐ লোকটা এই ছেলেটিকে মারছিল' করা হলো। Deep St থেকে Surface র এই সংবর্তনটা ইচ্ছামূলক।

৩.৬.২০.৪০

(৪) Acceptable - Grammatical Sentence -

যে ভাষা আমরা স্বভাবিকভাবে অনুধাবন করতে পারি এবং না লিখে তা বিশ্লেষণ করতে পারি তাকে acceptable বা গ্রহণযোগ্য বাক্য বলা যায়।

যে বাক্যে ব্যাকরণগত নিয়মগুলি অনুপুঙ্খভাবে পালিত হয়েছে তাকে Grammatical Sentence বলা হয়।

Chomsky সেই বাক্যগুলিকেই গ্রহণযোগ্য বলেছেন যেগুলি খুব সহজেই সঞ্জনিত হয়, খুব সহজেই বোঝা যায় এবং কম ভারাক্রান্ত ও আর্থিক পরিমাণে স্বাভাবিক। তবে গ্রহণযোগ্য বাক্য যে ব্যাকরণগত দিকটি সর্বদা সঠিক হয়না। এমনকি সব Grammatical Sentence গ্রহনযোগ্য নাও হতে পারে। তাই ব্যাকরণযোগ্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি একই রকম হয় না।

আমাদের আলোচ্য ব্যাকরণগত রূপের সংবর্তন প্রসঙ্গে এই চারটি দ্বিবিভাজিত তত্ত্বের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই চারটি দ্বি-বিভাজিত তত্ত্বে উপর ভিত্তি করে ভাষার সমগ্রগঠনকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

৩.৬.৩০

এই প্রসঙ্গে আমরা Bloomfield-এর 'অব্যবহিত উপাদান' (Immediate Constituent) এর তত্ত্বটি আলোচনা করে নেব। আমরা যখন আমাদের পরিচিত ভাষা (বিশেষত মাতৃভাষা) শুনি তখন রূপগুলিকে জুড়ে জুড়ে বাক্যের অর্থ বুঝে নিই। আর রূপগুলি জুড়ে জুড়ে গঠিত হয় ক্রমোচ্চ স্তর। অপরিচিত ভাষার ক্ষেত্রে এই ক্রমোচ্চস্তরের গঠনের ক্ষেত্রে আমাদের ভুল হয়ে যায়।

আমি	রাম	কে	পেন	টা	দি	লাম	→ স্তর - ১
আমি	রামকে		পেনটা		দিলাম		→ স্তর - ২
আমি	রামকে পেনটা				দিলাম		→ স্তর - ৩
আমি	রামকে পেনটা দিলাম						→ স্তর - ৪
আমি রামকে পেনটা দিলাম							→ স্তর - ৫

উদাহরণটির প্রথম স্তরে 'আমি', 'রাম', 'কে', 'পেন', 'টা', 'দি', 'লাম' রূপগুলি পাশাপাশি অবস্থান করছে অব্যবহিত উপাদান হিসেবে। এরা পরস্পর সংযুক্ত হয়েছে সম্পর্ক অনুযায়ী। এই সম্পর্ক নির্দিষ্ট ভাষায় নির্দিষ্ট থাকে। দ্বিতীয় স্তরে যে গঠন পাওয়া গেল - 'আমি', 'রামকে', 'পেনটা', 'দিলাম'। এক্ষেত্রে বাংলা ভাষার সংগঠন জানা না থাকলে এইভাবে গঠন সম্ভব নয়। আমরা অর্থাৎ যাদের মার্তৃভাষা বাংলা তারা কখনই 'আমিটা' কিংবা 'রামলাম' - এরূপ উপাদান নির্মান করব না কারণ আমাদের জ্ঞানে বাংলাভাষার সংগঠন সূত্র বর্তমান। তৃতীয় স্তরে, কর্ম ও ক্রিয়ার গঠন সংগঠিত হয়েছে, 'স্তর-৪' এ বিশেষ্যগুচ্ছ ও ক্রিয়াগুচ্ছ সংগঠিত হয়েছে এবং 'স্তর -৫' এ গঠিত হয় বাক্য। আসলে 'স্তর-৫'-এর উপাদান রয়েছে 'স্তর-৪'। স্তর-৪ এর উপাদাণগুলি সংগঠন সূত্র দ্বারা যুক্ত হয়ে 'স্তর-৫' গঠন করেছে। আমরা পূর্বেই বলেছি সংগঠনের উপাদানগুলি সংগঠনের সূত্র অনুযায়ী পাশাপাশি বসছে তাই এটি অব্যবহিত উপাদান (Immediate Constitution)

(a) 'স্তর-৫'-এর সংগঠনের উপাদান রয়েছে 'স্তর-৪' অর্থাৎ 'স্তর-৪'-এ থাকে শব্দমালার অব্যবহিত উপাদান

(b) ‘স্তর-৪’-এর সংগঠনের উপাদান রয়েছে ‘স্তর-৩’ অর্থাৎ ‘স্তর-৩’-এ থাকে ‘স্তর-৪’-এর অব্যবহিত উপাদান

(c) ‘স্তর-৩’-এর সংগঠনের উপাদান রয়েছে ‘স্তর-২’ অর্থাৎ ‘স্তর-২’-এ থাকে ‘স্তর-৩’ শব্দমালার অব্যবহিত উপাদান

(d) ‘স্তর-২’-এর সংগঠনের উপাদান রয়েছে ‘স্তর-১’ অর্থাৎ ‘স্তর-১’-এ থাকে ‘স্তর-২’ শব্দমালার অব্যবহিত উপাদান

উদাহরণটি বিশ্লেষণ করে আমরা স্পষ্টতই বুঝতে পারছি সবচেয়ে বড় সংগঠন (উদাহরণটিতে স্তর-৫) ছাড়া বাকি সব অব্যবহিত উপাদান। ‘‘গঠনতাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞানে অব্যবহিত উপাদান বলতে বোঝায়, একটি বাক্যে ব্যবহৃত উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে গঠিত রূপসমূহের অবস্থান নির্ণয়।’’ (চক্রবর্তী, ২০০৪; পৃ - ৩৯)

বাক্য বা আরো স্পষ্ট রূপে বললে ভাষার সবচেয়ে বড় সংগঠনের মূলে রূপের সংগঠন সূত্র বর্তমান। ভাষা ব্যবহারের সময় শব্দভান্ডারের রূপগুলির সংবর্তন ঘটেছে অব্যবহিত উপাদানের সঙ্গে সংগঠনের মাধ্যমে। ফলে মূলরূপ ছাড়াও বিভিন্ন ব্যাকরণগত ভূমিকা পালনকারী রূপ বা ব্যাকরণগত রূপ সংগঠিত হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই কারণে রূপের সংবর্তন কিভাবে ঘটছে তা নিয়ে আলোচনা করব। ভাষার সর্বোচ্চ স্তরকে বাক্য বলা যায় না। তার কারণ একাধিক বাক্যের সংযোগে শব্দমালা গঠিত হয়। সংবর্তনী - সঞ্জননী্ ব্যাকরণে ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণকে ‘বাক্যে’ বলা হয়েছে।

‘‘Sentence refers to certain features of language not others.’’ (Crystal : 1980: পৃ - ২০০) ‘features of Language’ নিয়ন্ত্রিত হয় কোন ভাষার পদগুচ্ছের সংগঠন সূত্র বা P.S.R. তত্ত্ব দ্বারা, আর এই পদগুচ্ছের সংগঠন সূত্রটি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অধোগঠনের ধারণাটিও বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। তাই ব্যাকরণগত রূপের সংবর্তন প্রসঙ্গে আমরা বাক্যের অধোগঠনকেও বিশ্লেষণ করব।

৩.৬.৪০

বাক্যের অধোগঠনে Phrase Structure Rule বা পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র একটি আন্বয়িক গঠন তৈরী করবে সঞ্জননী তত্ত্বের মধ্য দিয়ে। পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র যা গঠন করছে, তা এক বা একাধিক পদগুচ্ছ নিয়ে গঠিত একটি আন্বয়িক সংগঠন। পদগুচ্ছের সংগঠনসূত্র ক্রমোচ্চ স্তর-ভিত্তিক।

মুখের ভাষায় 'বাক্য' সব সময় উপলব্ধ হয় না। তবু মুখের ভাষায় এবং লিখিত বাক্যের সবচেয়ে বড় একক 'পদগুচ্ছ'. নামপদ ও ক্রিয়াপদ ভেদে বাংলা পদগুচ্ছ প্রধানত দু'প্রকার (১) বিশেষ্যগুচ্ছ (NP) (২) ক্রিয়াগুচ্ছ (VP)

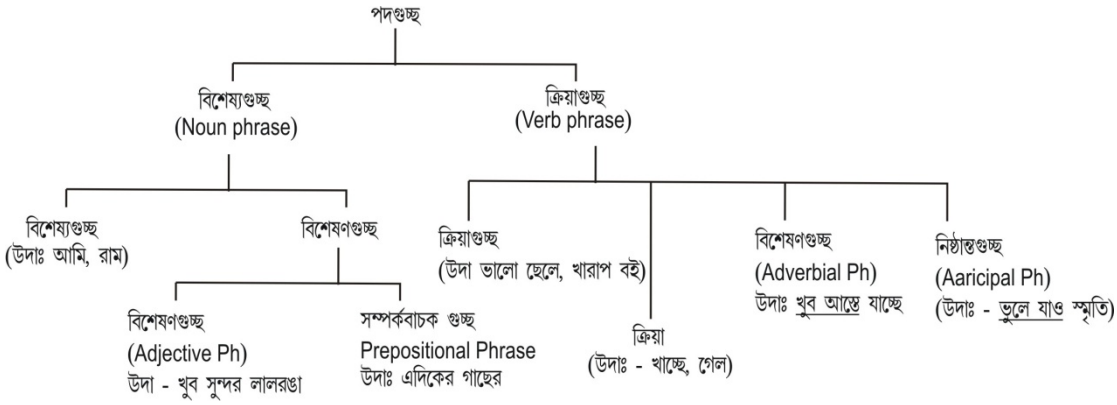

পদগুচ্ছের গঠনে নামপদ ও ক্রিয়াপদ বিশেষ্যগুচ্ছ এবং ক্রিয়াগুচ্ছের অন্তর্ভূক্ত হয়। বাদবাকি অন্যান্যরূপগুলিকে পদগুচ্ছ গঠনে দু'ভাগে পাই -

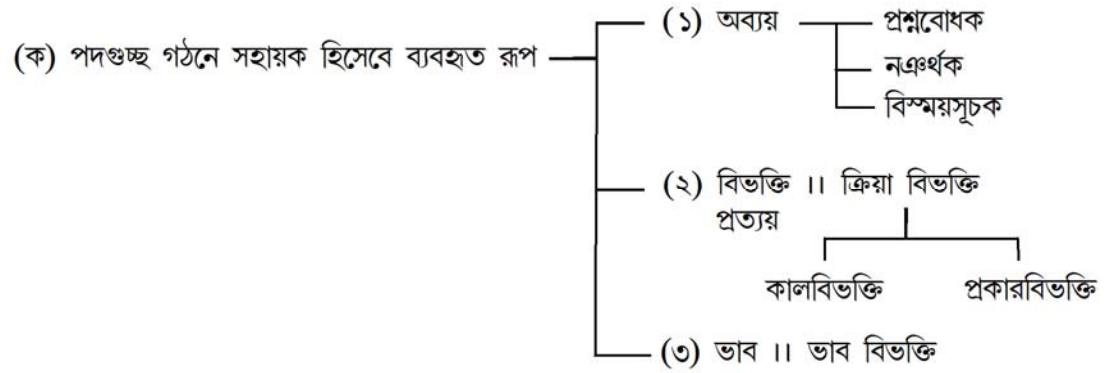

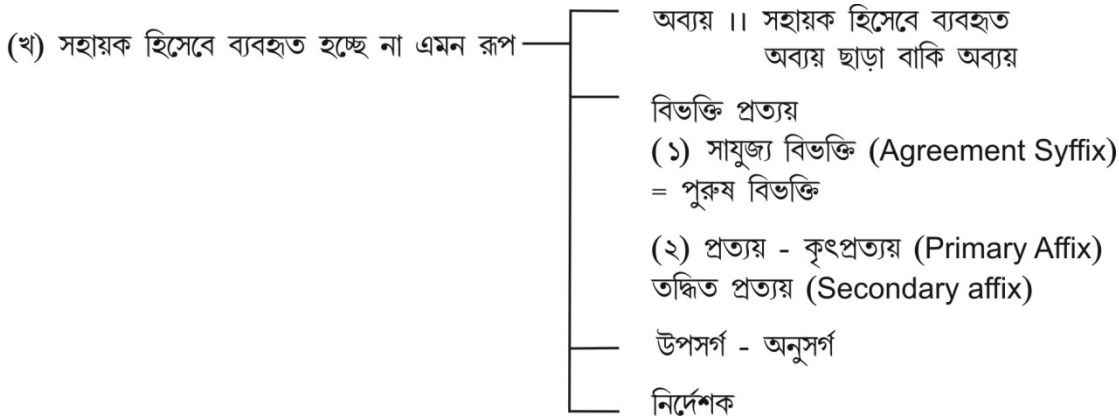

বাক্যগঠনে Chomsky প্রবর্ত্তিত পদগুচ্ছ গঠনের আদর্শ (Aspects of the Theory of Syntax)

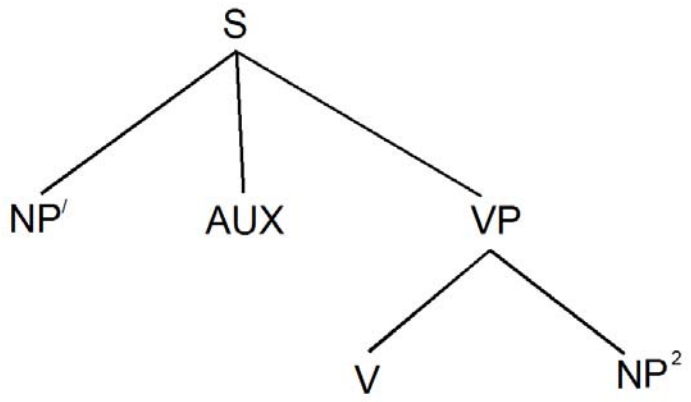

চমস্কির এই তত্ত্বকে ভিত্তি করে ডঃ উদয়কুমার চক্রবর্তী বাংলাভাষার পদগুচ্ছের সংগঠনের আদর্শ গঠনটি দিয়েছেন। বাংলা সহায়ক অধিগঠনে আলাদা ভাবে উপস্থিত থাকে না। তাই বাংলা সহায়কের প্রকৃত অবস্থান ক্রিয়াগুচ্ছের মধ্যে

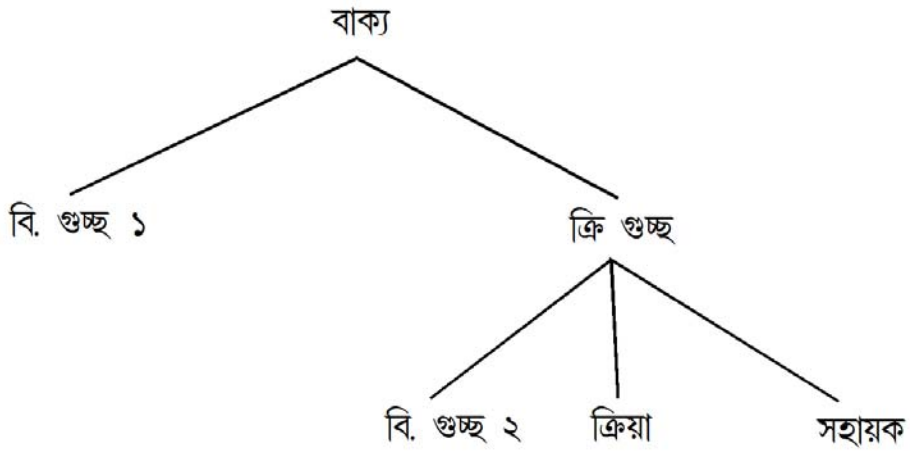

৩.৬.৪০.১০

বিশেষ্যগুচ্ছ এমন একটি পদগুচ্ছ সেখানে অন্তত একটি বিশেষ্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে উপস্থিত থাকবে। বাংলায় বিশেষ্যগুচ্ছ যেমন পৃথকভাবে দেখা যায়, তেমনি ক্রিয়াগুচ্ছর মধ্যেও এই বিশেষ্যগুচ্ছর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বাংলায় আয়তনের দিক থেকে বিশেষ্যগুচ্ছ দু'প্রকার (a) ১টি পদ নিয়ে গঠিত (b) একাধিক অসংখ্য পদ নিয়ে গঠিত।

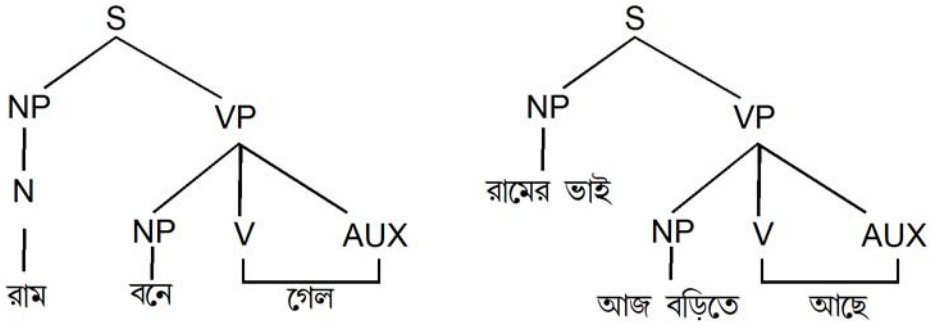

প্রধান বিশেষ্য বা Head Noun এর সঙ্গে এক বা একাধিক পদ সংযুক্ত করে নানা আয়তনের এবং নানা প্রকারের বিশেষ্যগুচ্ছ তৈরী করা হয়। এই সংশক্তি দু'ভাগে ঘটে থাকে।

(ক) প্রাগবিশেষক বা Pre Modifier সংযোগ - ভালো মানুষ রাম

(খ) পরবিশেষক বা Post Modifier - দেবী দশভূজা

বাংলা ভাষায় পাঁচ ধরণের বিশেষ্যগুচ্ছ লক্ষ্য করা যায়।

১) বিশেষ্যগুচ্ছ - বিশেষ্য

২) বিশেষ্যগুচ্ছ - বিশেষ্য + সম্বন্ধক (Possessive) + বিশেষ্য

৩) বিশেষ্যগুচ্ছ - বিশেষণ + বিশেষ্য

৪) বিশেষ্যগুচ্ছ - বিশেষণ + সংযোগক (Connective + বিশেষ্য)

৫) বিশেষ্যগুচ্ছ - প্রতিনির্দেশক (Corrective) + বিশেষ্য

১) বিশেষ্য গুচ্ছ - বিশেষ্য (NP - N)ঃ বচন হিসেবে আমরা দেখি বিশেষ্যের দুটি শ্রেণি

(ক) বিশেষ্য গুচ্ছ - বিশেষ্য + বহুবচন = বালকেরা

(খ) বিশেষ্য গুচ্ছ - বিশেষ্য - বহুবচন = বালক

বাংলায় বচন মূলত অর্থের বিভাগ। বাক্যে বিশেষ্যের অবস্থান দ্বারা বচন বোঝা যায়। কেবলমাত্র বিশেষ্যগুচ্ছ বিশেষ্যের শ্রেণি অনুসারে তিন প্রকার হয়ে থাকে।

(ক) বিশেষ্যগুচ্ছ - সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য বা + N + Proper

উদাঃ - শ্যাম স্কুলে গেল।

↓

সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য (নির্দিষ্ট ব্যক্তি)

(খ) বিশেষ্য গুচ্ছ⟶সাধারণবাচক বিশেষ্য ⟶ সাধারণবাচক বিশেষ্য বা N + Common

উদাঃ রবীন্দ্রনাথ খ্যাতনামা কবি।

↓ ↓

সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য সাধারণবাচক বিশেষ্য

(গ) বিশেষ্যগুচ্ছ ⟶ সর্বনামবাচক বা পুরুষবাচক বা N + Person

(১) উত্তমপুরুষ - আমি যাব।

(বক্তা)

(২) মধ্যম পুরুষ - তুমি যাবে।

(সাধারণ শ্রোতা)

(৩) নৈকট্যবাচক শ্রোতা - তুই যাস।

(৪) ভিন্ন পুরুষ - সে যাবে।

(৫) সম্মানসূচক পুরুষ - আপনি/তিনি যাবেন।

২) বিশেষ্যগুচ্ছ - বিশেষ্য + সম্বন্ধক + বিশেষ্য (NP→N+Poss+N)

এই প্রকার বিশেষ্যগুচ্ছে সম্বন্ধক এবং বিশেষ্য প্রধান বিশেষ্যর প্রাগ্ বিশেষক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ক্রিয়া গুচ্ছের বি গুচ্ছ ও (বি + সম্বন্ধক + বি) হতে পারে।

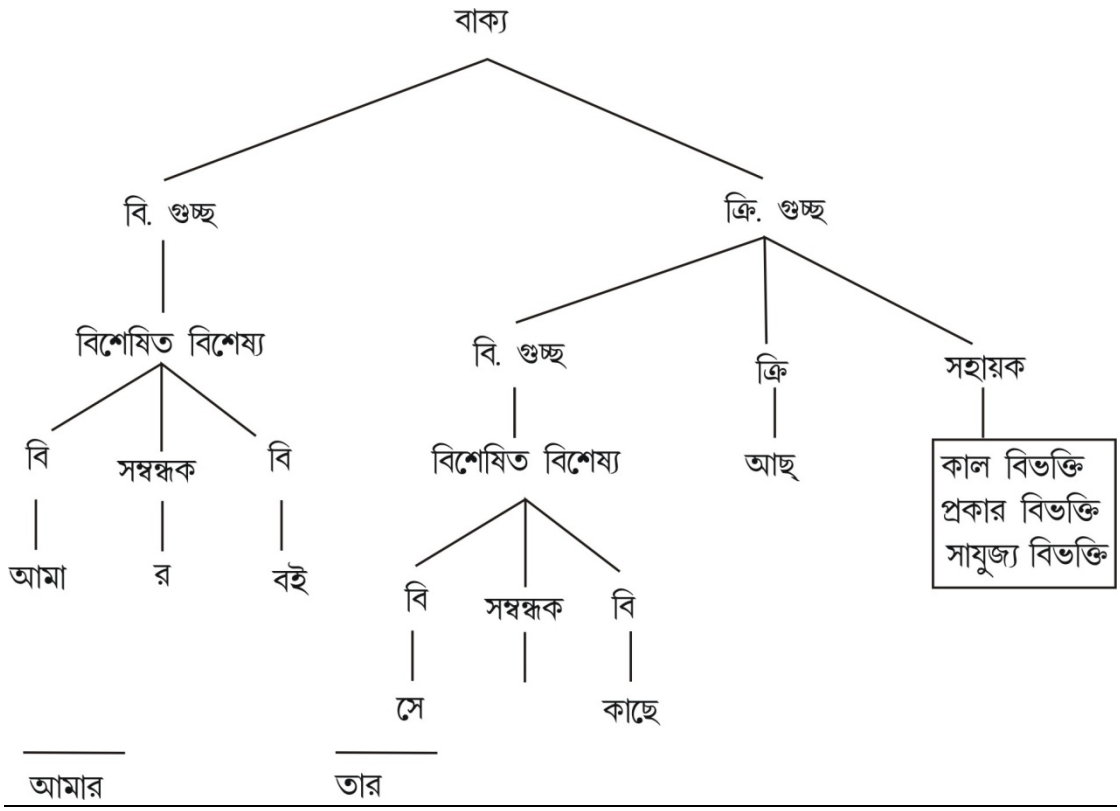

অধিগঠন - আমার বই তার কাছে আছে।

(৩) বিশেষ্যগুচ্ছ - বিশেষণ + বি (NP → Adj + N)

এক্ষেত্রে এক এবং একাধিক হতে পারে।

(ক) একটি বিশেষণ বাক্য - ভালো লোক কাজ পায় না [বি. গুচ্ছ (বিশেষণ ভালো) (বি. লোক)]

[ক্রি গুচ্ছ {বি. গুচ্ছ [বি (কাজ)] } {ক্রি-(পা)} {সহায়ক [কাল বিভক্তি (-)] [পুরুষ (-)] [নঞর্থক (না)]}

(খ) একাধিক বিশেষণ -

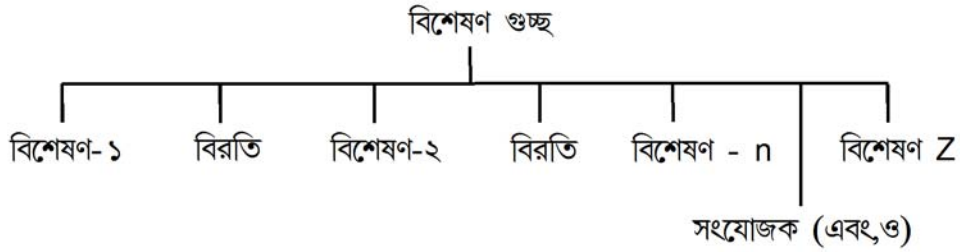

উদাঃ - বড়ো, কালো, এবং সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।

আবার কখনও কখনও বিশেষ্যের পূর্বে নিষ্ঠান্ত পদ বিশেষণের কাজ করে।

অধোগঠন -

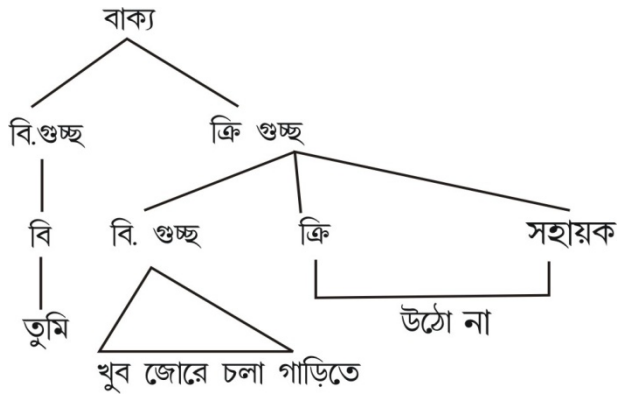

অধিগঠন - তুমি খুব জোরে চলা গাড়িতে উঠো না

(৪) বি.গুচ্ছ - বি + সংযোজক + বি (NP → N+Connective + N)

একাধিক বিশেষ্যর সংযোজক দিয়ে যুক্ত হয়।

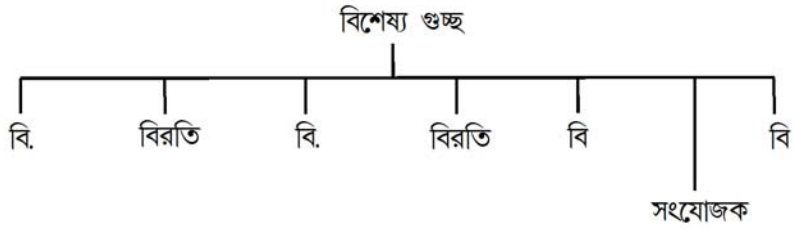

উদাঃ রাম, শ্যাম, যদু এবং মধু, সেখানে যাবে।

(৫) নি. গুচ্ছ - প্রতিনির্দেশক + বি (NP + Correlative + N) প্রতিনির্দেশক সহযোগে বাংলায় বিশেষ্য গুচ্ছ গঠিত হয়।

অধোগঠন -

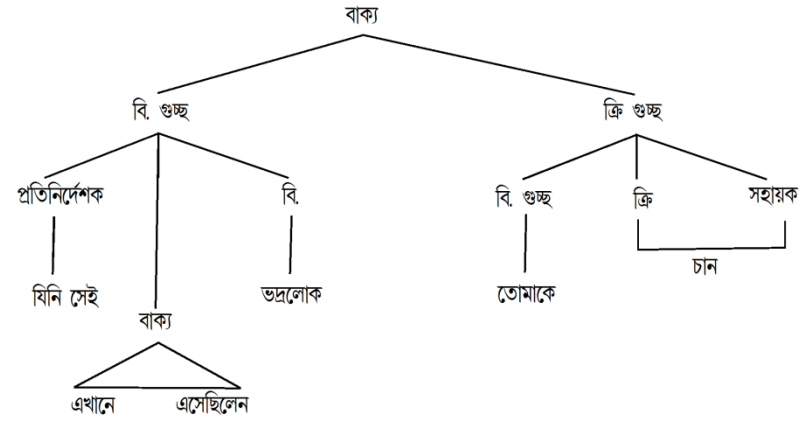

অধিগঠন - যিনি এখানে এসেছিলেন সেই ভদ্রলোক তোমাকে চান।

মূল পাঁচপ্রকার বিশেষ্যগুচ্ছ সংমিশ্রিত হয়ে, যে কোন সংখ্যক মিশ্র বিশেষ্যগুচ্ছ গঠন হতে পারে। যেমন -

অধোগঠন -

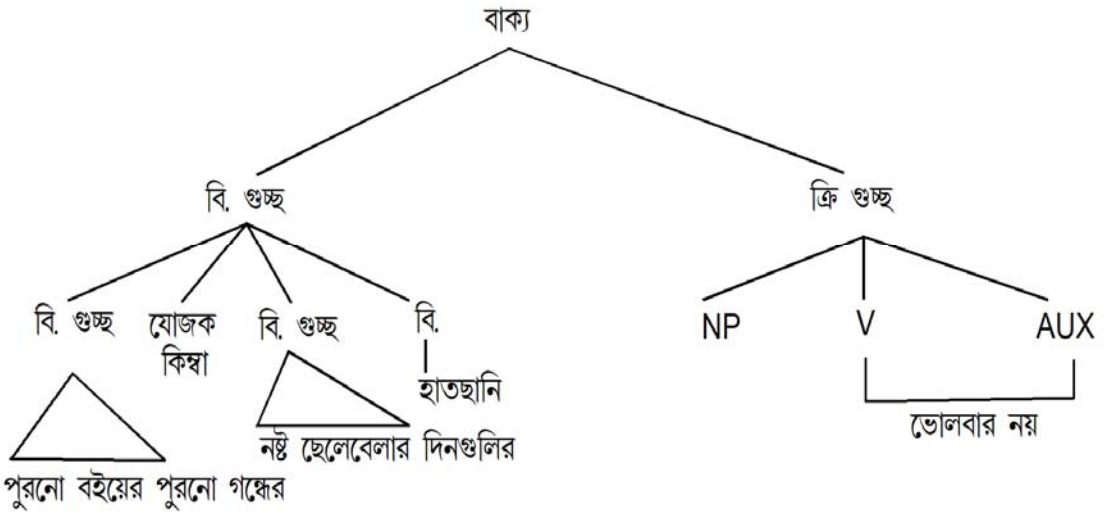

অধিগঠন - পুরনো বইয়ের পুরনো গন্ধের কিংবা নষ্ট ছেলেবেলার দিনগুলির হাতছানি ভোলবার নয়।

৩.৬.৪০.২০

ক্রিয়াগুচ্ছ ⟶ ক্রিয়াগুচ্ছের অন্তর্গত বিশেষ্যগুচ্ছ নিয়ে আগে আলোচনা করা হয়ে গেছে. এখন আমরা ক্রিয়া এবং 'সহায়ক' নিয়ে আলোচনা করব। দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা যায় -

(ক) ক্রিয়াহীন ক্রিয়াগুচ্ছ = ক্রিয়াগুচ্ছ VP ⟶ - ক্রিয়া -V

(খ) ক্রিয়াযুক্ত ক্রিয়াগুচ্ছ = ক্রিয়াগুচ্ছ ⟶ + ক্রিয়া +V

[ক] ক্রিয়াহীন ক্রিয়াগুচ্ছ ঃ- এর গঠন - ক্রি. গু. - বি. গুচ্ছ অধিগঠনে সঞ্জনিত বাক্যে ক্রিয়া অনুপস্থিত থাকলেও অধোগঠনে ক্রিয়া উপস্থিত থাকে।

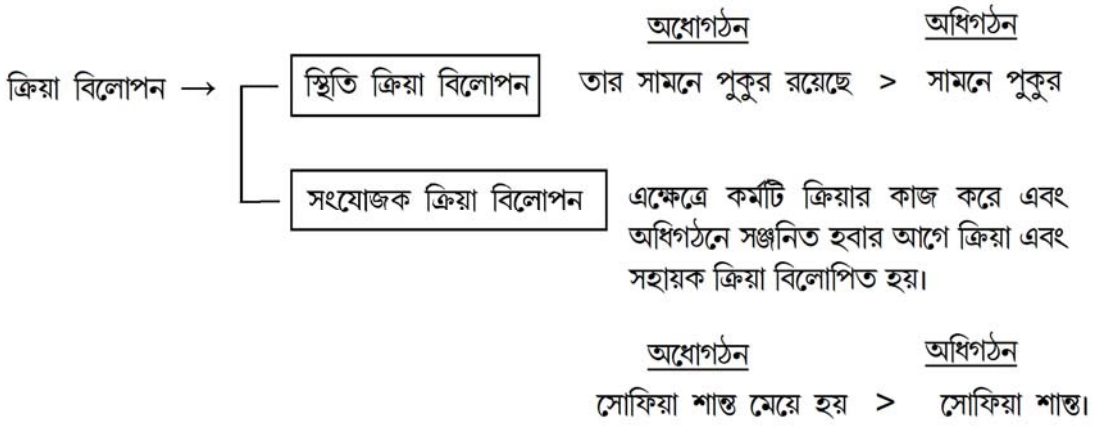

প্রশ্নবোধক বাক্য এবং নঞর্থক বাক্যের ক্ষেত্রেও ক্রিয়াহীন ক্রিয়াগুচ্ছ লক্ষ করা যায়।

- তুমি কে হও? > তুমি কে? [প্রশ্নবোধক বাক্য]
- প্রশ্ন - তুমি কি ওখানে যাবে?

উত্তর - না [নঞর্থক বাক্যে ক্রিয়া বিলোপন]

[খ] ক্রিয়াযুক্ত ক্রিয়াগুচ্ছ ঃ এর গঠন দু'প্রকার

(১) ক্রি-গুচ্ছ → ক্রি + সহায়ক

(২) ক্রি গুচ্ছ → বি. গুচ্ছ + ক্রি + সহায়ক

প্রথমে দেখে নেওয়া যাক্ ক্রিয়া কয়প্রকার -

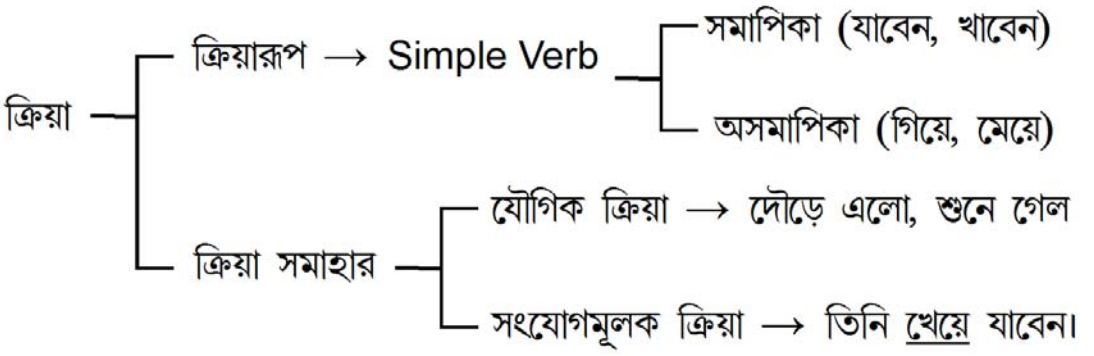

(১) ক্রিগুচ্ছ - ক্রি + সহায়ক

(1) ক্রিয়ারূপ - সমাপিকা -

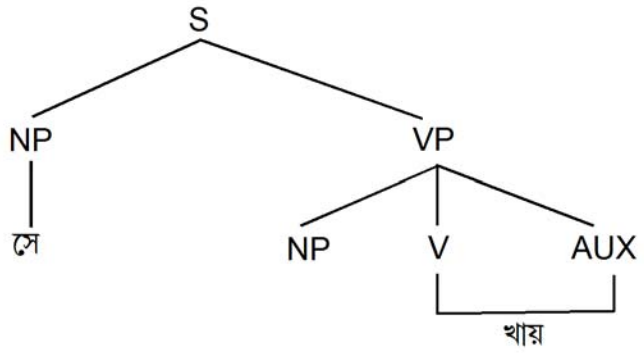

সহায়ক অনুসারে এই রূপ ক্রিয়াগুচ্ছের গঠন দেখা যেতে পারে

(1) অব্যয় — প্রশ্নবোধক → তুমি যাবে কি?
— নঞর্থক → সে যাবে না।
— বিস্ময়সূচক → কি সুন্দর ছবিটি!

(2) বিভক্তি প্রত্যয় ঃ- ক্রিয়া বিভক্তি — কালবিভক্তি — অতীত → গিয়েছিল
— বর্তমান → গেছে
— ভবিষ্যৎ → যাবে
— প্রকার বিভক্তি — সাধারণ
— ঘটমান
— পুরাঘটিত

(3) ভাব ঃ ভাববিভক্তি → তার যাওয়া হবে।

বাংলা ভাষায় ক্রিয়া ব্যবহৃত হলেই, ক্রিয়াগুচ্ছ সহায়ক অংশটি বব্যহৃত হবে।

(II) ক্রিয়া সমাহার → (a) পাশাপাশি দুটি সমাপিকাক্রিয়া

দ্যাখে - শোনে, শুয়ে - বসে ইত্যাদি

ক্রিয়া সমাহার বাংলায় দুটি উপাদান দ্বাড়া গঠিত হয়।

(১) প্রাক্‌ক্রিয়া (Preverb) - বিশেষ্য, বিশেষন, ক্রিয়াবিশেষণ, অসমাপিকা এদের পূর্বে বসে।

(২) ক্রিয়া

ক্রিয়া সমাহার ৭ প্রকার

(১) বি + ক্রি = কাঁদুনি গা, দিব্বি গাল (সে সবসময় কাদুনি গায়)

(২) বিন + ক্রি = ভালো লাগা, খারাপ লাগ্ (তার খুব ভালো লেগেছে)

(৩) ক্রি. বিণ. + ক্রি = দৌড়ে এলো, জোড়ে গেল (আমি এইমাত্র দৌড়ে এলাম)

অসমাপিকা ক্রিয়া

(৪) ক্রি. বি + ক্রি = দেখা যায়, যাওয়া যায়। (নদীর ওপর দেখা যায়)

(৫) নিষ্ঠান্ত পূর্ব ক্রিয়া+ক্রি=কেঁদে বললো, শুনে হাসলে (এই কথাটা রাম কেঁদে বলেছে)

(৬) সাপেক্ষ সংযোজাত্মক + ক্রি = খেলে খাবো, গেলে যাবো (তুমি খেলে খাবো)

(৭) নিমিত্তার্থক + ক্রি = বলতে এসেছি, যেতে হবে। (আমি বলতে এসেছি)

(২) ক্রিয়া গুচ্ছ ⟶ বি. গুচ্ছ + ক্রি + সহায়ক

বিশেষ্যগুচ্ছ যদি ক্রিয়াগুচ্ছের অন্তর্গত হয় তাহলে ক্রিয়াটি সর্বদাই সকর্মক হয়।

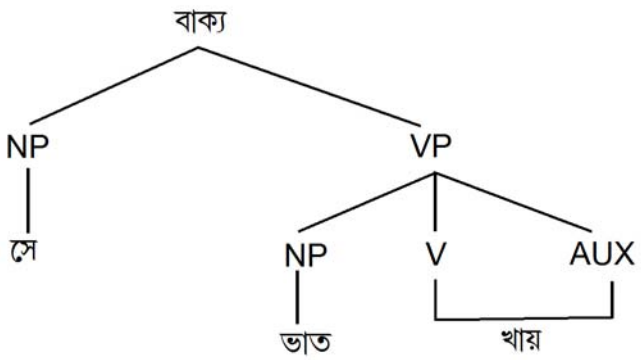

বিশেষ্যগুচ্ছের আলোচনায় এই প্রকার ক্রিয়াগুচ্ছের আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলা বাক্যের অধোগঠনের উপাদানগুলির বিশ্লেষণ আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করবো। মূলত ব্যাকরণগত রূপের অন্বেষণ আমাদের মূল উপজীব্য। এ প্রসঙ্গে আমরা অধোগঠন থেকে অধিগঠনে বাক্য কি কি পদ্ধতিতে সংবর্তীত হয় তা দেখে নেবো।

৩.৬.৫০

T-Rules অর্থাৎ Transformation Rules, বাক্যের অধোগঠন থেকে অধিগঠনে আসাকে সংবর্তন বা transformation বলে। এক্ষেত্রে transformation শব্দটি রূপান্তর বা পরিবর্তন অর্থে ব্যবহার করা হয় নি। সংবর্তন অর্থে বিশেষভাবে স্থাপন বা নিষ্পাদন অর্থাৎ অধোগঠন থেকে সম্যকরূপে পাওয়া একটি গঠনরূপ বোঝাবে। এ প্রসঙ্গে চলে আসে, সঞ্চানন বা Generation বিষয়ে আলোচনা। অধোগঠন থেকে অধিগঠনে উৎপাদিত বাক্য বা ভাষা হল - Generation.

অধোগঠন → সংবর্তন অধিগঠন

সঞ্জনন

সংবর্তন দু'ধরণের হয়। যথা - ইচ্ছামূলক, বাধ্যতামূলক। অধোগঠন থেকে অধিগঠনে উৎসারিত হবার সময় যে সংবর্তন ঘটবেই অর্থাৎ বাক্যগঠনের নিয়মানুসারে যে সংবর্তন স্বাভাবিকভাবে ঘটে তাকে বাধ্যতামূলক [Obligatory] সংবর্তন বলে।

বক্তার ইচ্ছা অনুসারে যে সংবর্তনগুলি হয়, তাকে ইচ্ছামূলক সংবর্তন বলে।

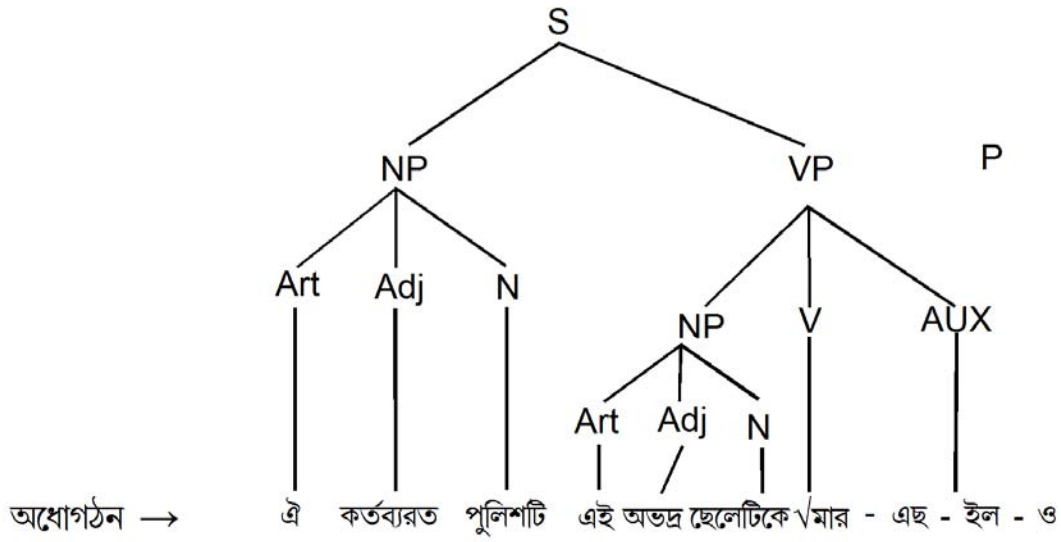

সংবর্তন অধিগঠন → ঐ কর্তব্যরত পুলিশটি এই অভদ্র ছেলেটিকে মারছিল।
ইচ্ছামূলক সংবর্তন → পুলিশটি এই ছেলেটিকে মারছিলো।

অধোগঠনের মার-এছ-ইল-ও অধিগঠনে ‘মারছিলো’ হয়ে গেছে। এই সংবর্তনটা বাধ্যতামূলক। আর, অধোগঠনে ‘পুলিশটি’ এই ছেলেটিকে মারছিলো’ বাক্যটিতে যে অংশগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে তা বক্তার ইচ্ছা অনুসারে তাই এই সংবর্তনকে ইচ্ছামূলক বলা হয়।

৩.৬.৫.১০ - বাধ্যতামূলক ঃ- সংবর্তনের প্রকার হল ৩টি।

১) বাচ্য সংবর্তন, ২) বাক্যের বিশেষ্যীভূষণ, ৩) বাক্যবিগর্ভন

২.৬.৫০.১০.১০ বাচ্য সংবর্তন ঃ- বাংলা ভাষায় বাচ্য দু’প্রকার। (a) কর্তৃবাচ্য ও (b) ভাববাচ্য।

বাংলা ভাষায় স্বাভাবিকভাবে কর্তৃবাচ্যই হয়, আর না হলে ভাবব্যচ্য হয়। কর্তৃবাচ্যকে ভাববাচ্যে পরিণত করাকে বাক্য সংবর্তন বলে। কর্তৃবাচ্যকে ব্যক্তিক বাচ্য (Personal Voice) এবং ভাববাচ্যকে নৈর্ব্যক্তিক বাচ্য [Impersonal Voice) বলা যেতে পারে। উদাঃ -

অধোগঠন - তিনি তাকে ডাকবেন

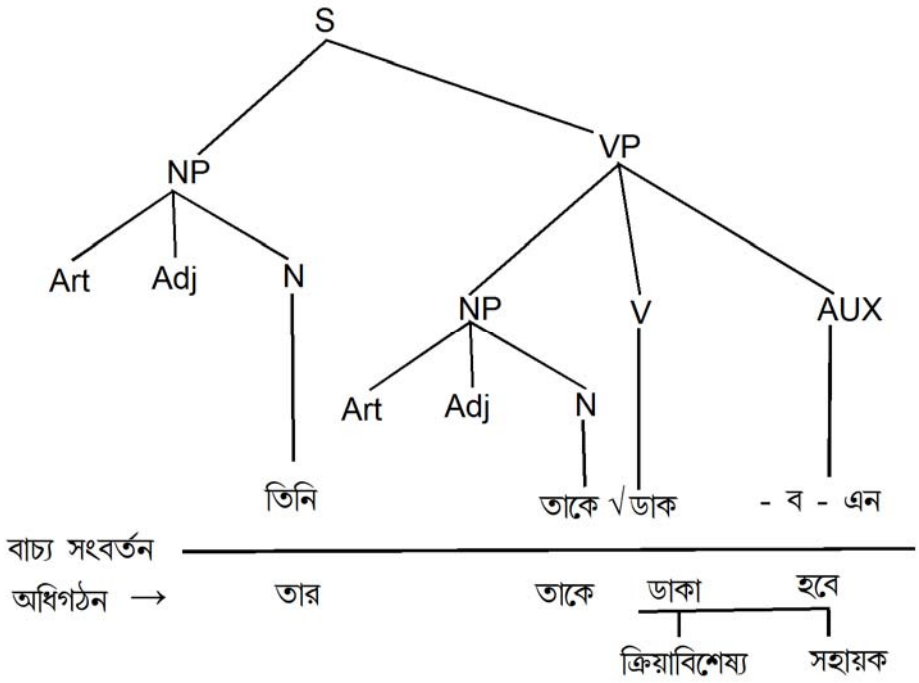

সুতরাং বাচ্য সংবর্তন - সূত্র

কর্তৃবাচ্য (Personal Voice) → ভাববাচ্য impersonal Voice

১) কর্তা - বি +

(1) একবচন - + শূন্যবিভক্তি - এ (2) বহুবচন - + ব্যঞ্জন / +স্বর - রা, এরা, গুলো, গুলি (3) +স্বর +স্বর -র, এরা 'য়' শ্রুতি হবে	→ সম্বন্ধ বাচক	এক বচন + ব্যঞ্জন / +স্বর - র/এর + স্বর+স্বর-র/-এর / 'য়' হবে। বহুবচন - + ব্যঞ্জন / +স্বর - দের - গুলির - গুলোর + স্বর +স্বর - দের এর ক্ষেত্রে কেবল 'য়' শ্রুতি হবে।

উদাঃ - একবচন - রাম > রামের, ভাই > ভাইয়ের, সাধু > সাধুর

বহুবচন - সাধুরা > সাধুদের, রামের > রামেদের, ভাইয়েরা > ভাইয়েদের

২) কর্তা ও ক্রিয়ার মাঝের অংশ

ক, খ, গ, ঘ, n ⟶ ক, খ, গ, গ, ঘ, n অর্থাৎ একই থাকবে

৩)

ক্রিয়া (V) + সহায়ক (AUX) → ক্রি > ক্রিয়াবিশেষ্য

[কাল বিভক্তি প্রকার বিভক্তি পুরুষ বিভক্তি]	[কাল বিভক্তি প্রকার বিভক্তি পুরুষ বিভক্তি]

[মূল ধাতু + আ, আগে]
+ ব্যঞ্জন > আ, আনো
+ স্বর > শ্রুতিধ্বনি - আ - আছে

উদাহরণ - দেখলাম / দেখা / দেখানো, (√দেখ + আ / দেখ + আনো)

গাইলো > গাওয়া (√গা + আ)'

৪) Φ → সহায়ক ক্রিয়া (হ / বা / চল)
+ প্রকার বিভক্তি
+ কাল বিভক্তি
+ পুরুষ বিভক্তি (ভিন্ন পুরুষ)

যেমন - গেয়েছিলেন > গাওয়া হয়েছিল। ⟶ মহান ক্রিয়া

৫)

সহায়ক	→	সহায়ক
[+ নঞর্থক / + প্রশ্নবোধক]		[+নঞর্থক / + প্রশ্নবোধক]

উদাহরণ ঃ পারে না > পারা হয় না -

কি করো? > কি করা হয়?

নিজস্ত নৈর্ব্যক্তিক বাক্যে (যেমন আমি করি, সে করে) সংবর্তনও মূলত এই পদ্ধতিতে হয়। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে অন্য রকম -

কর্তৃবাচ্য	→	**ভাববাচ্য**
১। কর্তা - বিঃ	→	বি [+কে] / [+কে + দিয়ে]
২। বিঃ [+কর্ম]	→	বিঃ [-কর্ম]
[+প্রানীবাচক +কে, রে]	→	[+প্রাণীবাচক + Φ)

উদাঃ - আমি করি > আমাকে করানো হল।

সে ছাগলকে তাড়ালো > তাকে দিয়ে ছাগল তাড়ানো হল।

৩.৬.৫০.১০.২০

বাক্যের বিশেষ্যীভবন- যে সংবর্তনে একটি বাক্যকে বিশেষ্যগুচ্ছে পরিণত করা হয় তাকে বাক্যের বিশেষ্যীভবন বলে। এই সংবর্তনে ক্রিয়া পদ ক্রিয়া বিশেষ্য পদে পরিণত হয় এবং কর্তার বিশেষ্য পদ সম্বন্ধ পদে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য বিষয় হল পুরো বাক্যটি বিশেষ্যীভূত হলে তখন সেটি আর স্বতন্ত্র বাক্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না। উদা -

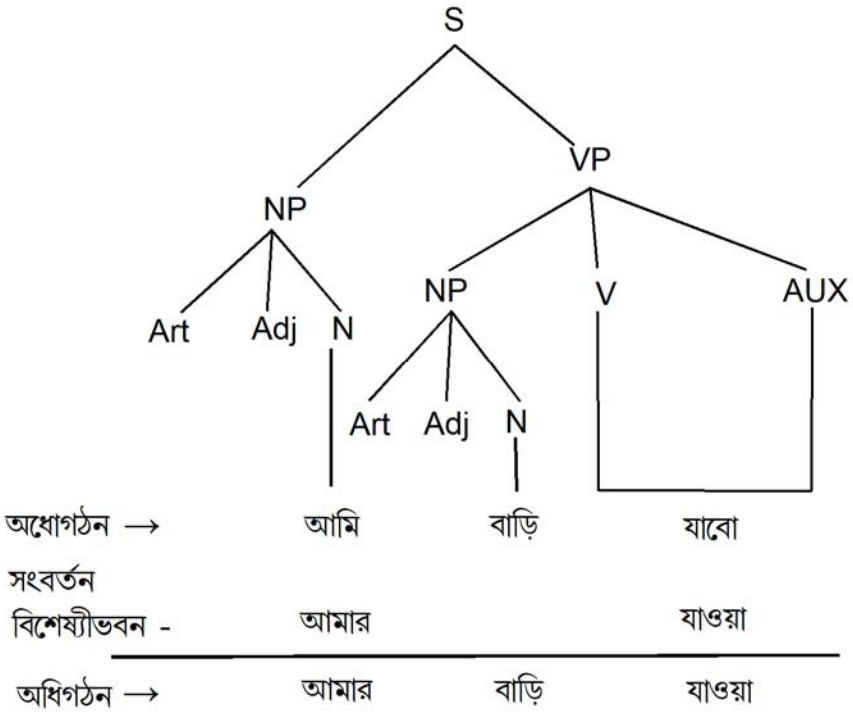

[বাচ্য সংবর্তনের প্রথম তিনটি সূত্র এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।]

যদি নঞর্থক থাকে তাহলে সেটা আগে বসবে - ক্রিয়া + নঞ > নঞ + ক্রি. বি.

উদাঃ -

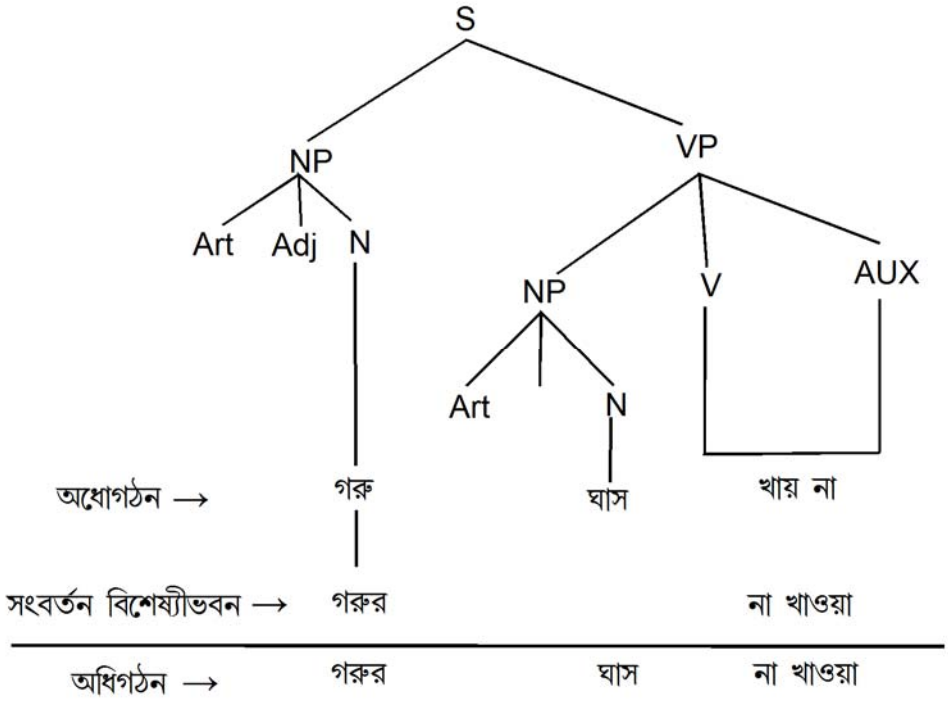

যদি প্রশ্নবোধক বাক্য হয় তাহলে প্রশ্নবাচক সর্বনাম অথবা অব্যয় এই প্রকার সংবর্তনের ফলে ক্রিয়া বিশেষ্যের পরে বসে।

(ক) প্রশ্নবাচক সর্বনাম / অব্যয় + ক্রিয়া . প্রশ্নবাচক সর্বনাম / অব্যয় + ক্রিয়াবিশেষ্য

(খ) ক্রিয়া + প্রশ্নবাচক সর্বনাম / অব্যয় > ক্রিয়া বিশেষ্য + প্রশ্নবাচক সর্বনাম / অব্যয়

উদাহরণ ঃ -

তুমি যাবে কি?	>	তোমার যাওয়া কি
↓	↓	↓
অধোগঠন	সংবর্তন বিশেষ্যীভবন	অধিগঠন

৩.৬.৫০.১০.৩০ : বাক্য বিগর্ভন - একটি বাক্যের মধ্যে আরেকটি বাক্যের প্রবেশ করানোর সংবর্তনকে বাক্য বিগর্ভন বলে। এক্ষেত্রে বিশেষ্যীভূত বাক্যকেই একটা বাক্যের ভিতর প্রবেশ করানো হয়।

বাক্য -১ = আমি পছন্দ করিনি

বাক্য -২ = সে চলে গিয়েছিল

বাক্য -২

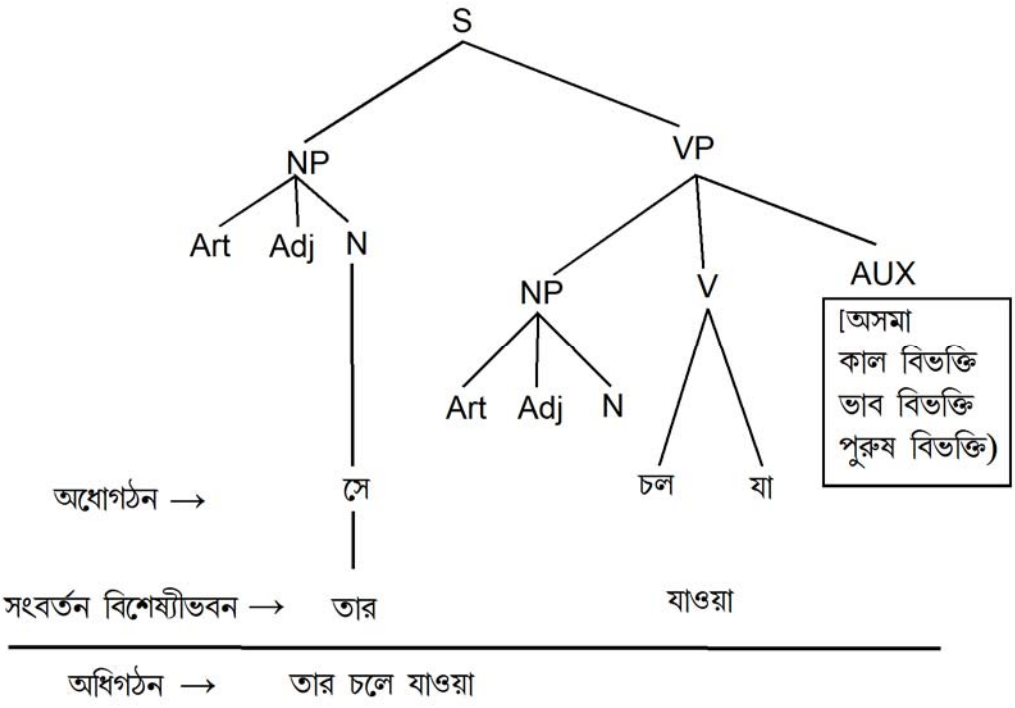

প্রথম বাক্যের মধ্যে বিশেষ্যীভূত বাক্যকে প্রবেশ করানোর ফলে যে সংবর্তন হল -

অধোগঠন -

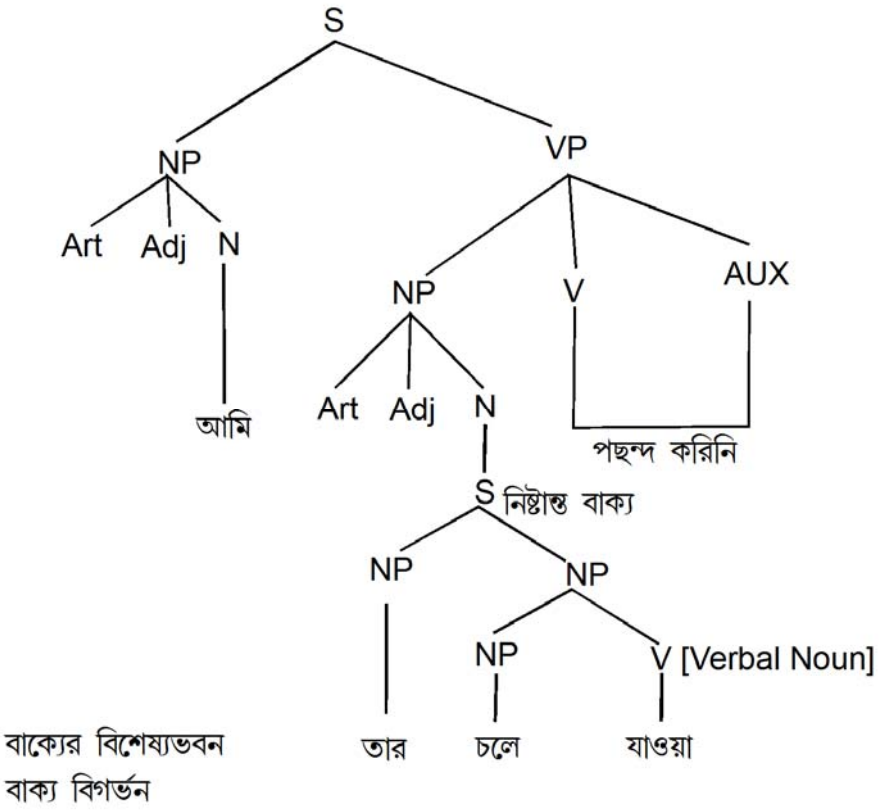

অধিগঠন → আমি তার চলে যাওয়া পছন্দ করিনি।

৩.৬.৫০.২০

অধিগঠন সংবর্তন পরিণাম অনুযায়ী চারধরণের হয় -

(১) সংযোজন / Addition [(a) সংযোগধর্মী (b) আশ্রয়মূলক

(২) বিলোপন / Deletion

(৩) রূপান্তর / Substitution

(৪) বিপর্যাস / Extrapostion

২.৬.৫০.২০.১০ : সংযোজন / Addition ঃ- যে সংবর্তনে মৌলিক বাক্য বা এক বাক্যখন্ড নির্ভর বাক্যগুলি যুক্ত করে অ মৌলিক বাক্যে বা একাধিক বাক্যখন্ডযুক্ত বাক্যে পরিণত হয় তখন তাকে বাক্য সংযোজন বলা হয়।

(a) সংযোগধর্মী বাক্য সংযোজন।

দুই বা ততোধিক মৌলিক বাক্য সংযোগধর্মী বাক্য সংযোজন করে। এর গঠন অনেকটা এই ধরণের

অধোগঠন ঃ-

বাক্য - ১ ⟶ সে আজ এখানে আসবে

বাক্য - ২ ⟶ সে আজ এখানে গান গাইবে

বাক্য - ৩ ⟶ আমি আর গান শুনতে পাবো না

তিনটি বাক্যের সংযোগধর্মী বাক্য সংযোজন ঘটলে

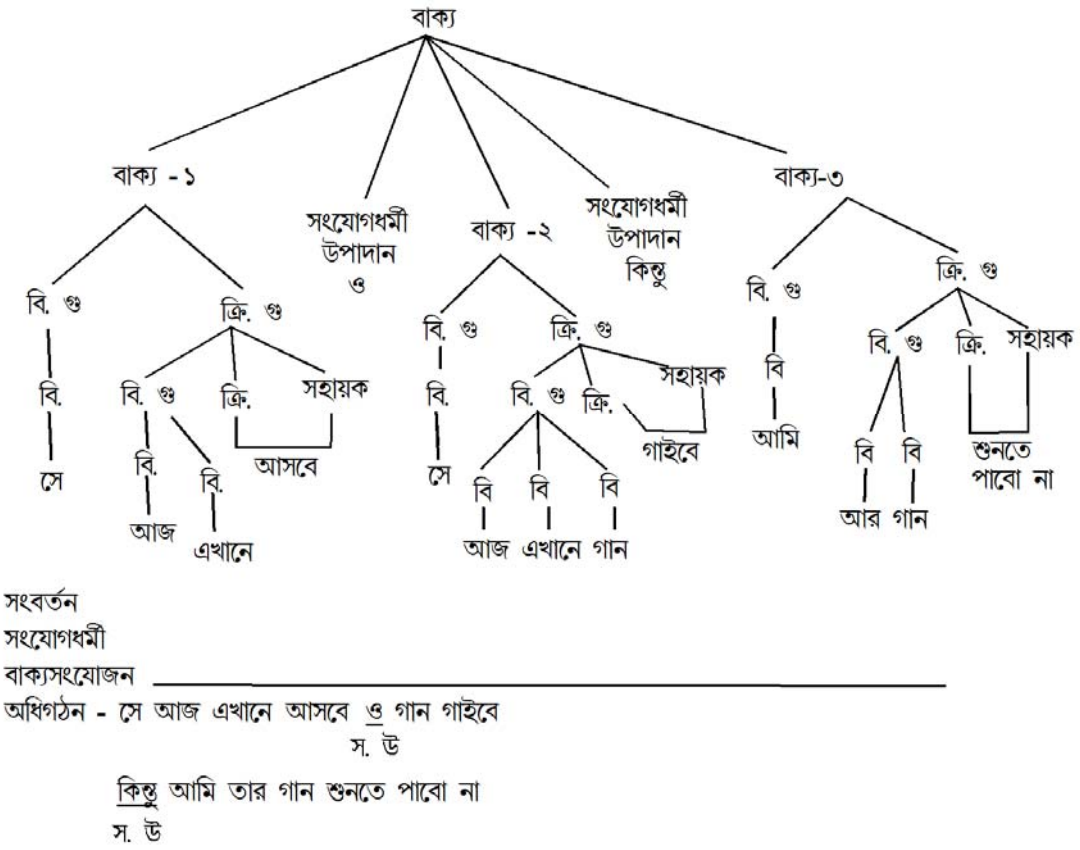

সংবর্তন

সংযোগধর্মী

বাক্যসংযোজন _____

অধিগঠন - সে আজ এখানে আসবে <u>ও</u> গান গাইবে

স. উ

<u>কিন্তু</u> আমি তার গান শুনতে পাবো না

স. উ

(b) আশ্রয়ধর্মী বাক্য সংযোজন - অধোগঠনে একটি প্রধান বাক্যের সঙ্গে যদি এক বা একাধিক অপ্রধান বাক্যে যুক্ত হয় তবে সেই সংবর্তনকে আশ্রয়ধর্মী বাক্যে সংযোজন বলা হয়। সংবর্তনের ফলে এই বাক্যের চেহারা দাঁড়ায় ⟶

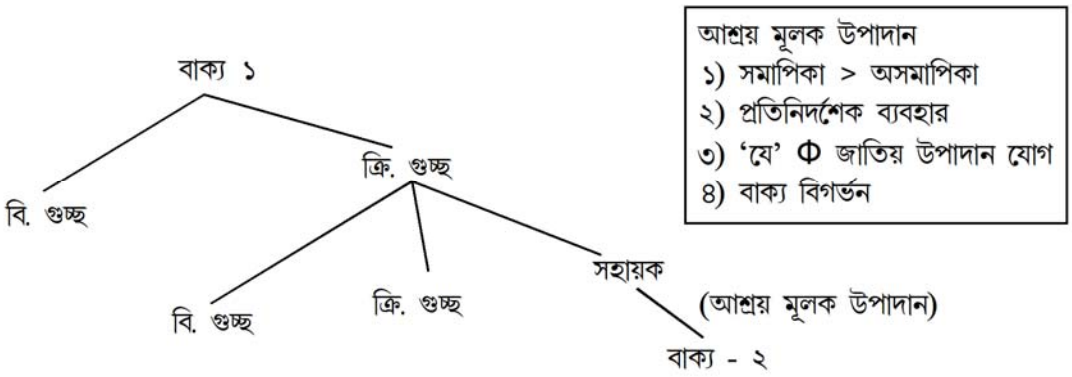

তবে বাক্য বিবগর্ভনের ক্ষেত্রে প্রধান বাক্যের কর্মের জায়গায় বিশেষ্যীভূত বাক্য সংযোজিত হয়।

উদাহরণ -

অধোগঠন - বাক্য - ১ → আমি ওখানে যাব।

বাক্য - ১ → আমি পড়াশুনা করব।

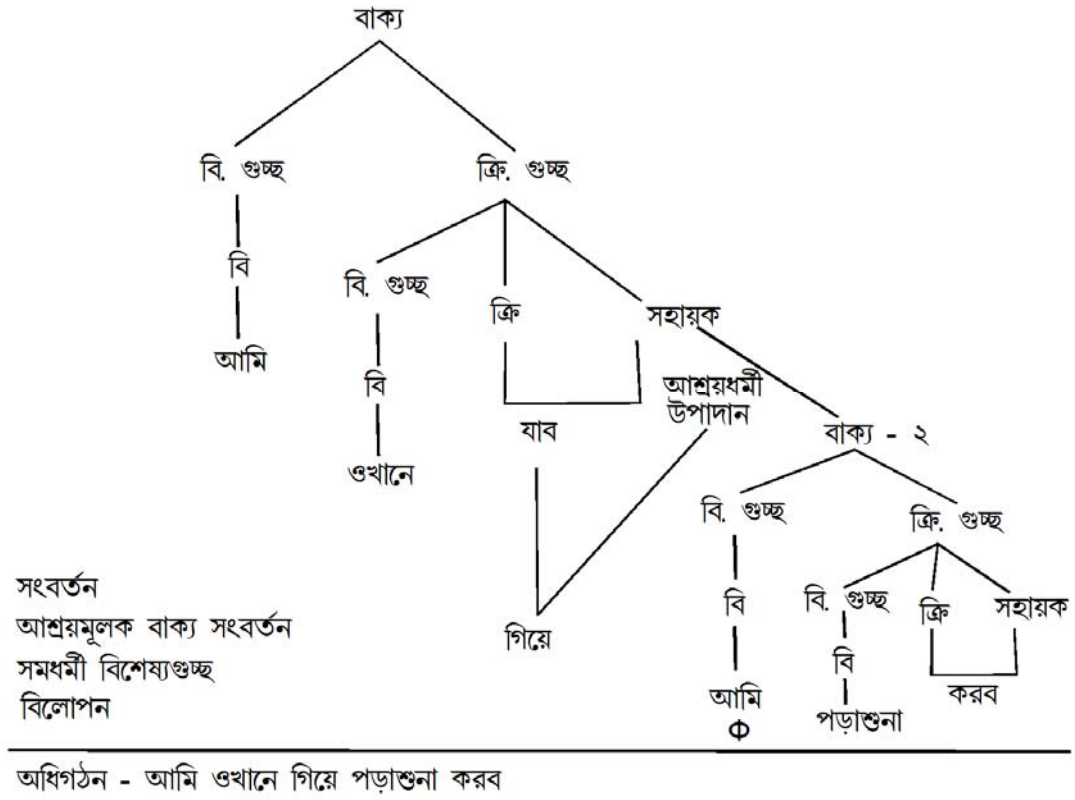

৩.৬.৫০.২০.২০ : বিলোপন - যে সংবর্তনের ফলে বাক্যে কিছু অংশ বিলোপিত হয় তখন তাকে বিলোপন বলে। এক্ষেত্রে দু'টি বাক্য যুক্ত হলে সমধর্মী বিশেষ্যগুচ্ছ অথবা

সমধর্মী ক্রিয়া গুচ্ছের বিলোপন ঘটে, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাক্যের স্থিতি ক্রিয়ার বিলোপন ঘটে। উদাঃ অধোগঠন - তোমার সামনে গর্ত রয়েছে।

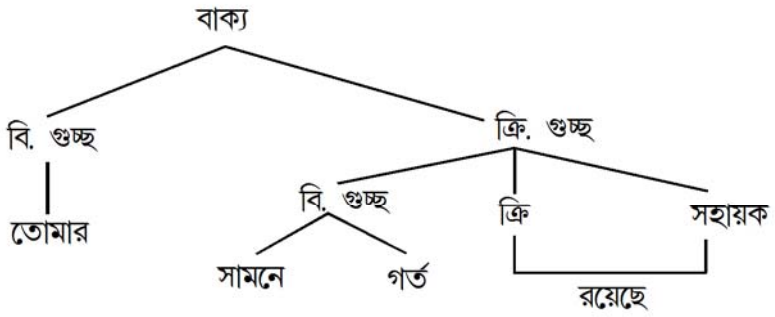

স্থিতিক্রিয়া বিলোপন

অধিগঠন - তোমার সামনে গর্ত।

- **<u>সমধর্মী ক্রি গুচ্ছের বিলোপন</u>**

অধোগঠন

বাক্য - ১ = শ্যাম সেখানে যাবে

বাক্য - ২ = রাম সেখানে যাবে

সমধর্মী ক্রিয়াবিলোপণ

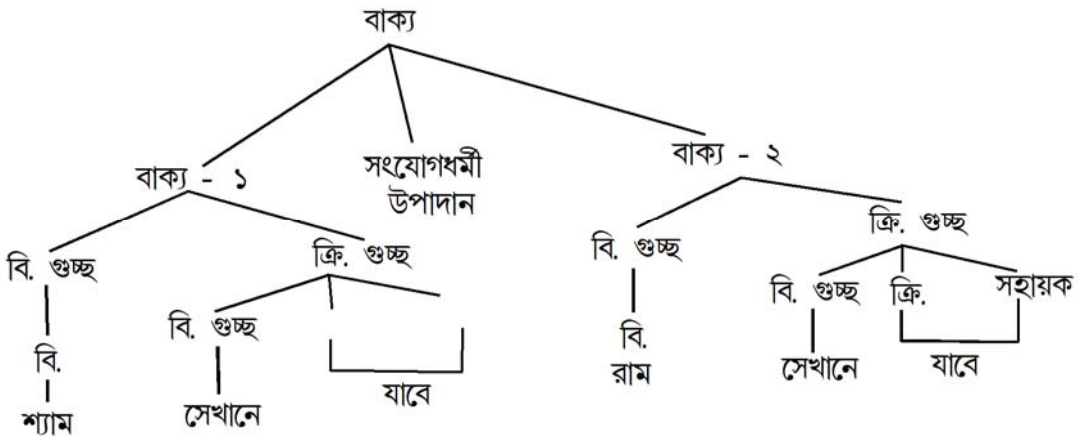

সংবর্তন

সংযোগধর্মী সংবর্তন - [বাক্য - ১] [সংযোগধর্মী উপাদান] [বাক্য - ২]

সমধর্মী ক্রি. গু বিলোপন - Φ

অধিগঠন - রাম এবং শ্যাম সেখানে যাবে।

● **<u>সহায়ক ক্রিয়ার বিলোপন -</u>**

অধোগঠন - লোকটা চালাক হয়

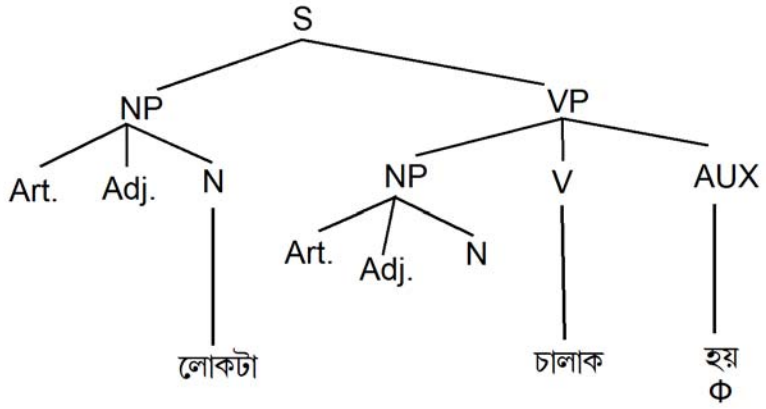

সংবর্তন

সহায়ক ক্রিয়া বিলোপন -

অধিগঠন - লোকটা চালাক

৩.৬.৫.২০.৩০ : রূপান্তর - যে সংবর্তনে বাক্যে কিছু অংশের রূপান্তর ঘটে তাকে রূপান্তর বলে। যেমন -

অধোগঠন - আমি রামকে ডেকেছি

আমি রামকে বলেছি

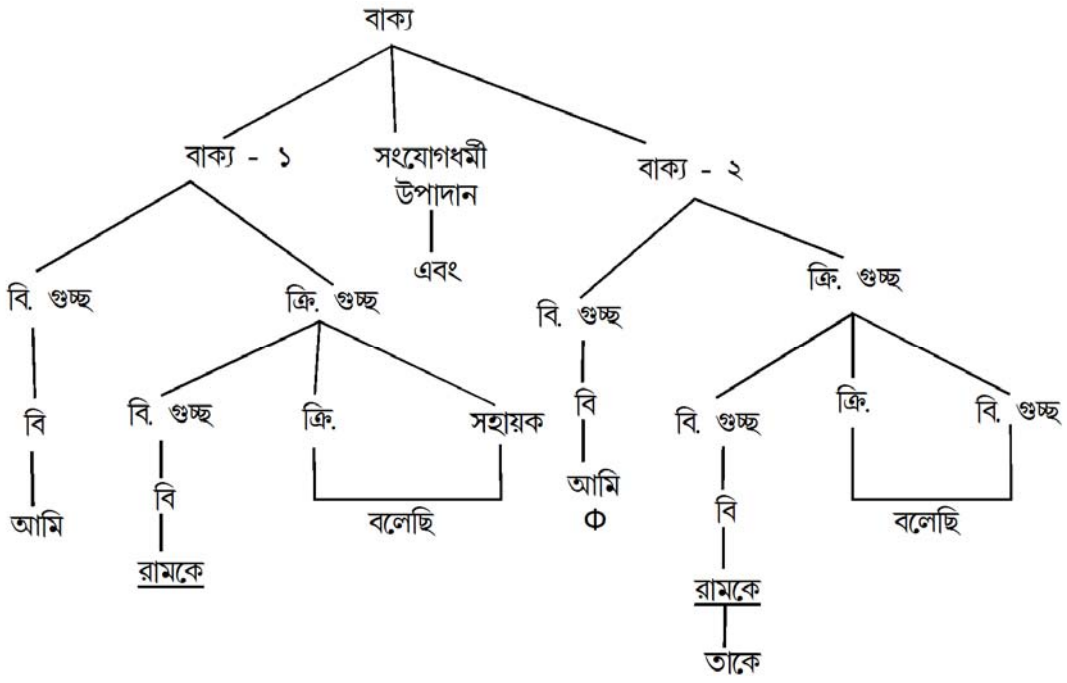

সংবর্তন ঃ-

সংযোগধর্মী বাক্য সংবর্তন = (বাক্য- ১) (সংযোগধর্মী উপাদান = এবং) (বাক্য - ২)

সমধর্মী বি. গুচ্ছ বিলোপন → Φ

সমধর্মী বি. গুচ্ছ সর্বনামে রূপান্তর → তাকে

অধিগঠন - আমি রামকে ডেকেছি এবং তাকে বলেছি

৩.৬.৫.২০.৪০ : বিপর্যাস - যে সংবর্তনে বাক্যের উপাদানগুলি স্থান পরিবর্তন করে। বিশেষণ গঠন একধরণের বিপর্যাস জাতীয় সংবর্তন।

অধোগঠন - শ্যাম চালাক হয়।

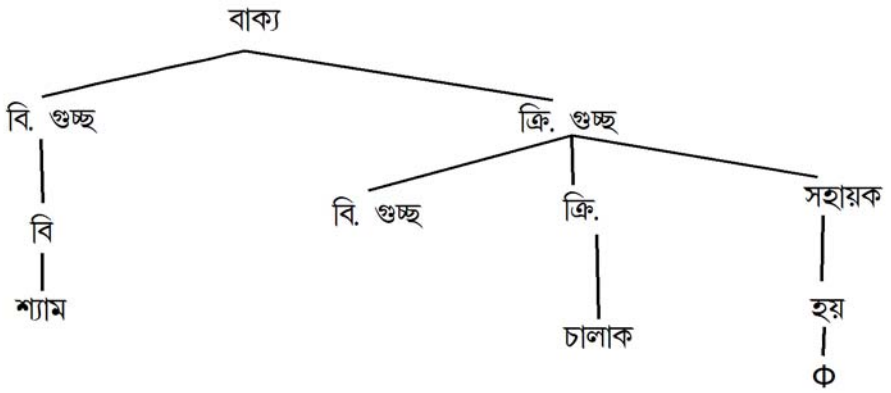

সংবর্তন

বিপর্যাস - চালাক শ্যাম

সহায়ক ক্রিয়া Φ -

অধিগঠন - চালাক শ্যাম

এই সংবর্তনে অধিগঠনের বিশেষণের অবস্থান ক্রিয়ায় জায়গায়। এই বিশেষণকে পরবিস্তার (Right Branching) বলে। সংবর্তনের ফলে পরবিস্তার প্রাক্‌বিস্তারে পরিণত হয়। একে বিপ্রক্রম সূত্র [Flip Flop Rule] বলে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষণ গঠনের ক্ষেত্রে পরবিস্তার থেকে যায়। একাধিকবার বিপ্রক্রম সূত্রের মাধ্যমে হচ্ছে।

অধোগঠন - দেবী হন বিশালাক্ষ্মী

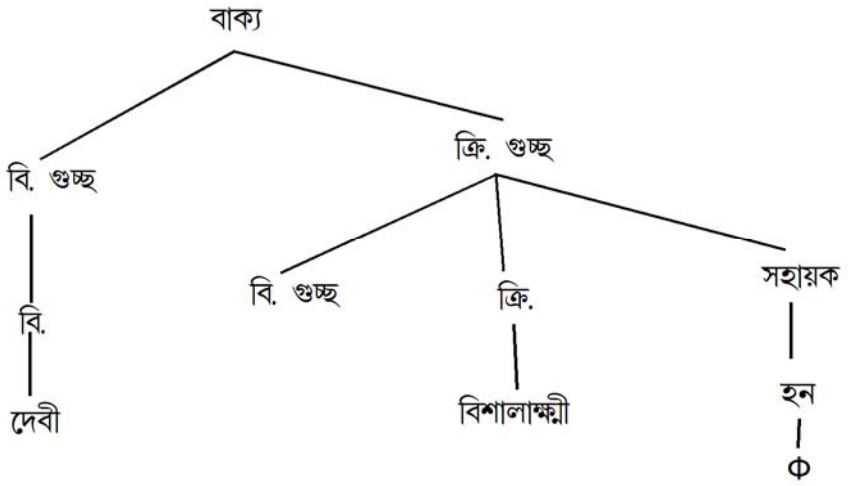

সংবর্তন

বিশেষণ সংবর্তন - বিপ্রক্রম সূত্র - বিশালাক্ষ্মী দেবী

সহায়ক ক্রিয়া - Φ

বিশেষণ পরস্থাপন সংবর্তন - বিপ্রক্রম সূত্র

অধিগঠন - দেবী বিশালাক্ষ্মী

ভাষা ব্যবহারের সময় আমাদের প্রয়োজন মতো কিছু সংবর্তন করা হয় এবং কিছু সংবর্তন ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে বাধ্য হয়ে করতে হয়। ব্যাকরণগত রূপগুলির সহায়তার এই সংবর্তন সুসম্পন্ন হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ইচ্ছামূলক সংবর্তনে ব্যাকরণগত রূপগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অধিগঠনের পরিণামের ভিত্তিতে সংবর্তনের যে চারটি ভাগ পেয়েছি সেগুলির ক্ষেত্রেও সংযোজক উপাদান হিসেবে ব্যাকরগণগত রূপগুলি ক্রিয়াশীল।

৩.৬.৬০ : সিদ্ধান্ত ঃ-

অধোগঠন থেকে অধিগঠনে বাক্যের বিভিন্ন উপাদানগুলি বিভিন্ন পদ্ধতিকে সংবর্তীত হয়। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা দেখছি কি কি Lexical উপাদান বাংলা ভাষায় বর্তমান এবং এরা কি কি ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে। কিন্তু Post Lexical স্তরেও বাক্যের পরিবর্তন ঘটে। সংবর্তনের নিয়মের আলোচনায় তা প্রত্যক্ষ করেছি। আমরা Post Lexical স্তরটিকে এই পর্যায়ে ব্যাখ্যা করবো।

- সপ্তম অধ্যায়ে লিঙ্গ নির্ধারক ব্যাকরণগত রূপ কিভাবে সংবর্তীত হয় সে প্রসঙ্গে আলোচনা করবো অষ্টম অধ্যায়ে ব্যাকরণগত রূপগুলি বচনের ভূমিকা পালনের জন্য যে সংবর্তনগুলি ঘটাতে বাধ্য হয় সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করবো। নবম অধ্যায়ে বাংলা পদের গঠনের ব্যাকরণগত রূপের অবস্থানগুলি পর্যবেক্ষণ করবো এবং দশম অধ্যায়ে কাল, পুরুষ, বাচ্যের বিভক্তি কিভাবে সংবর্তীত হয় সে প্রসঙ্গে বিস্তারিত পর্যালোচনা করবো।
- চমস্কির চারটি দ্বি-বিভাজিত তত্ত্ব আসলে মানুষের ভাষাগত জ্ঞানকে অনুপুঙ্খ রূপে ব্যাখ্যা করে। ব্যাকরণগত রূপের ধারণা এবং বিশ্লেষণের এটি ভিত্তি স্বরূপ।
- বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন PSR তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। চমস্কি প্রণিত গঠন থেকে বাংলাবাক্যের গঠন সামান্য পৃথক, এর কারণ বাংলার সহায়ক অংশ ব্যাকরণগত রূপ হিসেবে ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে
- T. Ruls অর্থাৎ Transformation Rules-এ বাক্যের অধোগঠন থেকে অধিগঠনের পরিবর্তনের নিয়মাবলী বিশ্লেষিত হয়েছে। সংবর্তনের অর্থ বিশেষভাবে স্থাপন বা নিষ্পাদন অর্থাৎ অধোগঠন থেকে সম্যকরূপে পাওয়া একটি গঠনরূপ। বাক্যের বাধ্যতামূলক সংবর্তনে ব্যাকরণগত রূপগুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ব্যাকরণগত রূপের আলোচনায় বাক্য সংবর্তনের প্রসঙ্গ উত্থাপনের কারণ Post Lexcical স্তরেই ব্যাকরণগতরূপগুলি ব্যবহৃত হয়। যোগাযোগের জন্য যে ভাষায় স্রোত আমরা ব্যবহার করি তার সব থেকে বড় গ্রহণযোগ্য নিয়ম নির্দিষ্ট গঠনকে বাক্য বলা যায়। তাই বাক্যের বিশ্লেষণে কিছুটা হলেও ব্যাকরণগত রূপগুলির Post Lexical স্তরের সংবর্তন আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

গ্রন্থসূচি ঃ-

বাংলা

১। চক্রবর্তী, উদয়কুমার, ১৯৯৮, 'বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ', অরবিন্দ পাবলিকেশন, কলকাতা - ৩১।

২। চক্রবর্তী, উদয়কুমার, ২০০৪, 'বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩।

ইংরেজী ঃ -

1. Chomsky, N; 1957; Syntactic Strucrture (The Hague : Mouton).
2. Chomsky, N. 1965; Aspects of the theory of Syntax (Cambridge, M.A : MIT Press)
3. Chomsky, N; 1966 : Topics in the Theory of Generative Grammar, Mouton, the Hague".
4. Crystal, David, 1980; Linguistics; Pelican Books, Penguin Books. Great Britain, 1982, Linguistic Controversies, Edward Arnold.

দ্বিতীয় ভাগ

সপ্তম অধ্যায়

বাংলা লিঙ্গবাচক শব্দে ব্যাকরণগত রূপের সংবর্তন

৩. ৭. ১০ ঃ

শব্দের পুং, স্ত্রী, ক্লীব ভেদ প্রকাশকারী ব্যাকরণের ভাগ বিশেষকে লিঙ্গ বলে। হর প্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, 'অভিধানের যে ভাবে শব্দের লিঙ্গ নির্ণয় করা থাকে তাহার নাম লিঙ্গ'। ইংরাজীতে পুং, স্ত্রী, ক্লীব লিঙ্গ ছাড়াও 'উভলিঙ্গ রয়েছে। বর্তমানে ইংরেজি ব্যাকরণ অনুযায়ী বাংলাতেও কিছু শব্দকে উভলিঙ্গ ধরা হয়, যেমন কবি, শিশু, সন্তান ইত্যাদি।

লিঙ্গ অনুযায়ী ক্রিয়ারূপের পরিবর্তন ঘটে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে অপভ্রংশ থেকেই এই প্রথা অবলুপ্তের পথে। ফলে বাংলা বিহার, ওড়িয়া ভাষাগুলিতে লিঙ্গ অনুযায়ী ক্রিয়ারূপের পরিবর্তন প্রায় দেখা যায় না।

বিশেষ্যের পূর্বে অবস্থান কারী বিশেষণ কখনও কখনও কিছু স্ত্রীলিঙ্গ বাচক অর্থ প্রকাশ করে, যেমন- 'পরমা সুন্দরী', 'তরুনী স্ত্রী' ইত্যাদী, এই প্রবনতা তৎসম ও অর্ধ তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অর্থাৎ সংস্কৃত উৎস থেকে সরাসরি আগত শব্দগুলিতে। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে এই বৈশিষ্ট্যটি Entirely against the spirit of language (Chatterji : 1978 : P-720)

৩. ৭. ২০ ঃ

বাংলা ভাষায় লিঙ্গ অর্থ নির্ভর। ব্যাকরণগত অর্থ এ ক্ষেত্রে স্বীকার্য নয়। তাই বাংলা ভাষায় লিঙ্গের সংজ্ঞা নির্ধারন করলে এরূপ হবে।

১) যে শব্দের অর্থের মাধ্যমে পুরুষ জাতীয় প্রাণিকে বোঝানো হয় তাকে পুংলিঙ্গ শব্দ বলা হয়। যেমন- ছেলে, পুরুষ।

২) যে শব্দের অর্থের মাধ্যমে স্ত্রী জাতীয় প্রাণিকে বোঝানো হয় তাকে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বলা হয়, যেমন মেয়ে মহিলা,

৩) যে শব্দের অর্থের মাধ্যমে ক্লীব জাতীয় পদার্থকে বোঝানো হয় তাকে ক্লীবলিঙ্গ শব্দ বলা হয়, যেমন- বাক্স, দরজা ইত্যাদি।

অথচ ভারতবর্ষের বহু ভাষাতে ব্যাকারনগত অর্থকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেমন-

<u>বাংলা ভাষা</u>	<u>সংস্কৃত, হিন্দী</u>
সূর্য → ক্লীব লিঙ্গ	পুংলিঙ্গ
নদী → ক্লীব লিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ

ব্যাকরণ গত অর্থের সঙ্গে শব্দের আক্ষরিক অর্থের মিল পাওয়া যায় না। বাংলা ভাষায় এই আক্ষরিক অর্থকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়।

লিঙ্গ ব্যাকরণগত অর্থ অনুসারে নির্ধারণের প্রক্রিয়া নব্যভারতীয় আর্য ভাষার সবকটি ভাষা পালন করলেও মগধের ভাষা সেটি গ্রহন করেনি। বেশীরভাগ নব্যভারতীয় আর্যভাষার ক্ষেত্রে ক্লীবলিঙ্গের অর্থবাচক শব্দগুলি পুংলিঙ্গ প্রবেশ করেছে। আবার, মারাঠি, গুজরাটি ও সিংহলী ভাষাগুলিতে ক্লীবলিঙ্গ আলাদাভাবে অবস্থান করছে। পশ্চিমী হিন্দীতে ব্যাকারণগত অর্থ এখনও সমানভাবে গরুত্বপূর্ণ যেমন-পুথি, আসলে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার বেশিষ্ট্য এখনও এই ভাবে ভাষাগুলিতে অবস্থান করেছে।

ব্যাকরণগত অর্থ অনুসারে লিঙ্গ নির্ণয় প্রাচীন বাংলা এবং আদি মধ্য বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। এই প্রবণতা বাংলার মতো পূর্বী মাগধী থেকে আগত আসামী, ওড়িয়া ভাষাতেও দেখা যায় যেমন- 'লাগলি আগি' (চর্যা- ৪৭, আগি = আগ্গিআ < অগ্নিকা) আদি মধ্য বাংলা 'রোষিলী রাধিকা'।

বাংলা সহ পূর্বী নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলিতে লিঙ্গ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত অর্থগুলি অবলুপ্ত হওয়ার কারণ এর সঙ্গে অনার্য ভাষার সংযোগ । অনার্য টিবেটো বর্মা ভাষায় ব্যাকরণগত অর্থ লিঙ্গ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিচার্য নয়, বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যটি বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। টিবেটো বর্মী ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ জন্য আলাদা রূপ নেই, এবং কোল ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ এবং ক্লীব লিঙ্গ কোন ভেদ স্বীকার করা হয় না। জন্য আলাদা রূপনেই, এবং কোল ভাষাটি অনার্য দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী থেকে আগত। সুতরাং বাংলা ভাষার লিঙ্গের বৈশিষ্ট্যটি অনার্য ভাষা দ্বারা আগত - এ কথাটি নিঃসন্দেহে বলা যায়।

৩. ৭. ৩০ ঃ

কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় প্রত্যয় যোগে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ পৃথক করা যায়। প্রত্যেকটি প্রত্যয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে।

৩. ৭. ৩০. ১০ ঃ 'ঈ' প্রত্যয় রূপ ঃ সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় 'ষ্ণি' (ঈ) আপত্যার্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় লিঙ্গান্তরের ক্ষেত্রে এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। এটিকে খাঁটি বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়ের অংশ বলা যায়।

যেমনঃ-

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বাঁদর	বাঁদরী
সুন্দর	সুন্দরী
মানব	মানবী
ছাত্র	ছাত্রী

৩. ৭. ৩০. ৬০ ঃ ইন্ (ইন) = সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় । 'আছে অর্থে ব্যবহৃত হয়।

	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
মান + ইন্ =	মানিন্ > মানী	মানিনী
	অনুরাগী	অনুরাগিনী
	যোগী	যোগিনী
	গৃহী	গৃহিনী
	বিরহী	বিরহিনী

৩. ৭. ৩০. ৭০ ঃ ণক্ (অক্) ঃ কতৃবাচ্যে 'যে কার' এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই কৃৎপ্রত্যয়টি স্ত্রী লিঙ্গে যুক্ত হলে (য়িকা) রূপে প্রতিভাত হয়।

	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
√বল + ণক্ =	বালক	বালিকা
	গায়ক	গায়িকা
	নায়ক	নায়িকা
	লেখক	লেখিকা
অধি- ই + √নিচ্ + ণক্ =	অধ্যাপক	অধ্যাপিকা
√সেবা + ণক্ =	সেবক	সেবিকা
√শিক্ষ্ + ণক্ =	শিক্ষক	শিক্ষিকা
আবার,		
ণৃৎ + নক্=	নর্তৃক	নর্তকী

বাংলায় বিশেষ্যের ক্ষেত্রে রূপভেদ কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেলেও বিশেষ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সর্বনামে তা একেবারেই দেখা যায় না। যেমন ঃ- আমি, সে, তারা, আপনি, তুমি - এগুলি উভয় লিঙ্গে একই থাকে।

বাংলা ভাষায় লিঙ্গ নির্ধারক প্রত্যয়ের ব্যবহার কম। তবুও যে কটি প্রত্যয়ের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তার একটি তালিকা এই অংশ তৈরী করা হয়েছে। এই প্রত্যয়গুলিকেই আমরা ব্যাকরণগত রূপ হিসাবে স্বীকৃতি দেবো।

৩. ৭. ৪০. ঃ বাংলা বিশেষনে স্ত্রী লিঙ্গ ও পুং লিঙ্গের মধ্যে রূপভেদ ক্রমশ ক্ষীয়মান কখনো কখনো রূপভেদ দেখা যায়, আবার কখনো দেখা যায় না, যেমন- ছোট ছেলে, ছোট মেয়ে
এক্ষেত্রে বিশেষণের পরিবর্তন নেই, কিন্তু 'সুন্দর' ছেলে, সুন্দরী মেয়ে ব্যবহৃত হয়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে লিঙ্গ অনুযায়ী বিশেষনের রূপভেদ খুবই কম (কিছু কিছু তৎসম শব্দে লক্ষ করা যায়, জার্মান, ফরাসী ভাষায় লিঙ্গভেদে বিশেষণের রূপভেদ দেখা গেলেও ইংরাজীতে তা একেবারেই দেখা

যায় না তাই রামেশ্বর শ'- এর মতে বাংলা ভাষা এক্ষেত্রে ক্রমশ ইংরাজী ভাষার মতো বিশেষনাত্মক গঠন বৈশিষ্ট্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।

৩. ৭. ৫০. ঃ বাংলাভাষায় ক্রিয়ারূপে লিঙ্গের প্রভাব একেবারেই নেই উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

সাধারন বর্তমান কাল

	বাংলা	হিন্দী	
		পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
উত্তম পুরুষ	আমি (পুং/স্ত্রী) চলি।	मैं चलता हुँ ।	मैं चलती हुँ ।
	আমরা (পুং/স্ত্রী) চলি	हम चलते हैं ।	हम चलती हुँ ।
মধ্যম পুরুষ	তুমি (পুং/স্ত্রী) চলো।	तुम तुमलेग चल्ते हे।	तुम/तुमसब चलती हे।
	তোমরা (পুং/স্ত্রী) চলি		
	তুই (পুং/স্ত্রী) চল।	तु चलता हैं ।	तु चलती है।
	আপনি (পুং/স্ত্রী) গেলেন।	आप चलते है ।	आप चलती है।
প্রথম পুরুষ	সে (পুং/স্ত্রী) যায়।	वह चलता है।	वह चलती है ।
	তারা (পুং/স্ত্রী) যায় ।	बो चलते है।	बो चलती हैं ।

লিঙ্গ অনুযায়ী ক্রিয়ারূপের পরিবর্তন বাংলা ভাষায় দেখা যায় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সংস্কৃত থেকে আগত বেশীরভাগ ভারতবাসীর ভাষাগুলির ক্ষেত্রে লিঙ্গ অনুযায়ী ক্রিয়ারূপের পরিবর্তন দেখা যায়। সুতরাং বাংলাভাষার ক্ষেত্রে আর্য উৎস সংস্কৃত থেকে এই বৈশিষ্ট্যের আগমন ঘটেনি ।

৩. ৭. ৬০. ঃ বাংলা শব্দে লিঙ্গ অনুযায়ী সম্বন্ধ পদের পরিবর্তন হতে দেখা যায় না। কিন্তু কিছু উত্তর ভারতীয় অন্য ভাষাগুলির ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। হিন্দী ভাষার সঙ্গে প্রতিতুলনা করা হলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে ।

বাংলা	হিন্দী
রামের হাত	राम का हात।
মিনার হাত	मिना की हात।

সুতরাং এক্ষেত্রেও স্পষ্ট যে বাংলা ভাষায় লিঙ্গ অনুযায়ী পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্যটি সীমিত ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায়।

৩. ৭. ৭০. ঃ মূলরূপের সঙ্গে যে রূপ গুলি যুক্ত হয় নতুন গঠিত শব্দের ব্যাকরণগত অর্থের পরিবর্তন ঘটায় সেই রূপগুলি নিয়ে আমাদের আলোচনা । বর্তমান অধ্যায়ে আমরা দেখেছি সেই সমস্ত ব্যাকারণগত রূপ গুলিকে যেগুলি যুক্ত হলে লিঙ্গান্তর ঘটাছে। মূলরূপের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সময় যে রূপগুলি মূলরূপের

গঠনের পরিবর্তন ঘটায় তাকে Non-neutral Morph বলা হয় এবং যে রূপটি পরিবর্তন ঘটাতে পারে না তাকে neutral Morph বলা হয়। শারীরবৃত্তীয় অথবা, মানসিক কারণে, Non-neutral Morph মূলরূপের পরিবর্তন ঘটায় এবং Neutral Morph মূলরূপের পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। এই অধ্যায়ে চেষ্টা করবো।

৩. ৭. ৭০. ঃ ১০ 'ঈ' / রূপ দ্বারা বাংলার কিছু শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরিত করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বাঁদর	বাঁদরী
সুন্দর	সুন্দরী
মানব	মানবী

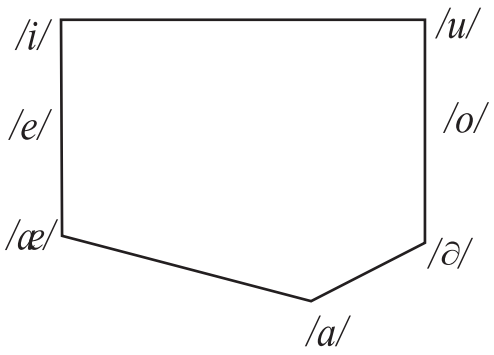

/i/ ধ্বনি যুক্ত করে স্ত্রীলিঙ্গ বোধক শব্দ তৈরী করা হয়।

/i/ ধ্বনিটি মুখবিবরের সম্মুখভাগে এবং ওষ্ঠ প্রসারিত করে উচ্চারিত স্বরধ্বনি। 'বাঁদর', সুন্দর, মানব এই তিনটি শব্দের অন্ত্য Syllable শেষ ধ্বনিটি ব্যঞ্জণধ্বনি, ফলত বাঙালীর স্বাভাবিক উচ্চারণ প্রবণতা

হল নতুন স্বরধ্বনি এনে একাধিক ব্যাঞ্জন ধ্বনি, যুক্ত Syllable -কে ভেঙে দেওয়া । এক্ষেত্রে প্রত্যয় হিসাবে একটি স্বরধ্বনি যখন নিজে থেকেই যুক্ত হতে চাইছে তখন তো বাঙালীর উচ্চারণ প্রবণতারই অনুরূপ। ফলে বহুক্ষেত্রে বিশেষত বাচ্চারা অজ্ঞতার কারনে /i/ ধ্বনি ব্যবহার করে স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ তৈরী করে থাকে।

৩. ৭. ৭০. ঃ ২০ঃ মতুপ্ (মান) ও বতুপ্ (বান) প্রত্যয় স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ গঠনের সময় মতী ও বতী রূপ ধারণ করে।

শ্রীমান শ্রীমতী

বলবান বলবতী

(-মান) ও (-মতী) এবং (-বান) ও (-বতী) এই প্রত্যয়ের গঠনগত দিবা নিয়ে আলোচনা করলে

প্রথমে একটি দিক স্পষ্ট (-মান) ও (-বান) একটি করে Syllable নিয়ে গঠিত, কিন্তু (-মতী) ও (-বতী) দুটি Syllable নিয়ে গঠিত। স্ত্রী লিঙ্গ বোঝাতে যে দুটি Syllable এর প্রসঙ্গে আমরা তাতে */i/* ধ্বনি প্রয়োগটি বিশেষ উল্লেখ্য । বাংলা ভাষা সর্বোপরি বলতে গেলে উত্তরভারতের ভাষাগুলির ক্ষেত্রে স্ত্রী লিঙ্গ বোঝাতে */i/* ধ্বনির ব্যবহার দেখা যায় । সুতরাং আমরা বলতে পারি মনস্তাত্ত্বিক কারনে */i/* ধ্বনির উপস্থিতি স্ত্রীলিঙ্গ বাচক বিভক্তি গুলিতে দেখা যাচ্ছে। আর এক্ষেত্রে নাসিক্য ধ্বনির (/ন/) পরিবর্তিত হয়ে দন্ত্য ধ্বনিতে রূপান্তরিত হওয়াটা শরীরবৃত্তীয় কারণেই ঘটেছে । */i/* ধ্বনি উচ্চারিত হয় মুখবিবরের সম্মুখ ভাগ থেকে। আর দন্ত ধ্বনি উচ্চারনের জিহ্বা মুখবিবরের সম্মুখ দাঁতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে উচ্চরণের সুবিধার্থেই */i/* ধ্বনির পূর্বে দন্ত্যধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে।

৩. ৭. ৭০. ঃ ৩০ঃ 'তৃচ্' প্রত্যয়টির প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যটি একটু অন্যরকম। যখন একই ধাতুর সঙ্গে বসে পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ তৈরী করে তখন আলাদা রূপ হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
দাতা	দাত্রী
অধিষ্ঠাতা	অধিষ্ঠাত্রী
নেতা	নেত্রী
অভিনেতা	অভিনেত্রী

'তৃচ' প্রত্যয়টির পুংলিঙ্গ রূপ 'তা' এবং স্ত্রীলিঙ্গ রূপ 'ত্রী' । স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে */a/* ধ্বনির অবলুপ্তিতে*/i/* ধ্বনির আগমনের পূর্বে */r/* ধ্বনির আগমন ঘটেছে। */r/* ধ্বনিটি জিহ্বার কম্পনের মাধ্যমে জাত। আবার প্রত্যেয়ের একই রূপ যুক্ত হয়ে কখনও পুংলিঙ্গ কখনও স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ হয়।

পা + তৃচ (তৃ) = পিতা
মা + তৃচ (তৃ) = মাতা

সুতরাং 'তৃচ' প্রতয়টি এমন একটি প্রত্যয় যেটি নির্দিষ্ট ধ্বনি পরিবেশে কখনও পুং লিঙ্গের পরিচায়ক কখনও নির্দিষ্ট ধ্বনি পরিবেশে স্ত্রীলিঙ্গের পরিচায়ক। আবার নির্দিষ্ট ধ্বনি পরিবেশে পুংলিঙ্গ শব্দগঠনের সময় এর রূপ হয় তা এবং স্ত্রীলিঙ্গের সময় হয় ত্রী ।

৩. ৭. ৭০. ঃ ৪০ঃ ময়ট্ প্রত্যয়টি পুংলিঙ্গ বাচক শব্দে (ময়) ধ্বনি সমষ্টির স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দে (ময়ী) ধ্বনি সমষ্টির সৃষ্টি করে।

চিৎ ময়ট্ চিন্ময় – চিন্ময়ী

'ময়ট' প্রত্যয়টি যোগে পুংলিঙ্গ বাচক ও স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দের মধ্যে পার্থক্য শুধুমাত্র */i/* ধ্বনিগত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য /ই/ ধ্বনি দ্বারা পুংলিঙ্গবাচক ও স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দে পরিণত করাটা বাংলা ভাষার সাধারণ প্রবণতার মধ্যে অন্যতম। এমনকি উত্তরভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যেও এই বৈশিষ্টগুলি লক্ষ করা যায়।

৩. ৭. ৭০. ঃ ৫০ঃ ইন্ প্রত্যয়যোগে যে পুংলিঙ্গ বাচক শব্দ হয় সেটি স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ হলে তাতে আরেকটি */i/* ধ্বনি যুক্ত হয়। এক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি */i/* ধ্বনি যুক্ত হওয়ার প্রবণতা ফুটে উঠেছে।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
সঙ্গ + ইন্ = সঙ্গিন্ > সঙ্গী	সঙ্গিনী
যোগ + ইন্ = যোগিন্ > যোগী	যোগিনী

এক্ষেত্রে 'ইন' প্রত্যয় যোগে যে পুংলিঙ্গ বাচক শব্দটি তৈরী হয় তাতেও পরিবর্তন হচ্ছে। (সঙ্গিন্> সঙ্গী)। */n/* ধ্বনির বিলোপন ঘটছে।

[soŋ.gin] > [soŋgi]

/ *n* / বিলোপন

[soŋ.gin] > [soŋ.gi.ni]

/ *i* /আগমন

আবার স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দে / *n* / ধ্বনির বিলোপন ঘটছে না, / *i* / ধ্বনির আগমন ঘটছে। এই প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন গুলি দেখি তা সম্পূর্ণ উচ্চারনগত। পুলিঙ্গ বাচক শব্দের ক্ষেত্রে ব্যঞ্জণ ধ্বনির বিলোপন সম্পূর্ণ উচ্চারণগত। আমরা জানি বাঙ্গালী উচ্চারণগত প্রবণতা হল Syllable এ একাধিক যুক্ত ব্যঞ্জণধ্বনি থাকলে কোনও একটি ব্যঞ্জণধ্বনি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে (সঙ্গিন) শব্দের 'সঙ্গী' হয়ে যাওয়া এই প্রবণতারই প্রকাশ। স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ তৈরীর ক্ষেত্রে 'ইন' প্রত্যয়যুক্ত 'সঙ্গিন' শব্দটিতে আরেকটি স্বরধ্বনি যুক্ত হচ্ছে । */i/* স্বরধ্বনিটি বাংলা ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ গঠনের বিশেষ সহায়ক। তাই এক্ষেত্রে যখন আরএকটি স্বরধ্বনি আসছে তখন / *gi.ni* / Syllable টি ভেঙে দুটি Syllable হচ্ছে *[gi. ni]* সুতরাং এক্ষেত্রে মানসিক কারনে পরিবতনটি ঘটাতে গিয়ে উচ্চারগত পরিবর্তন ঘটছে।

৩. ৭. ৭০. ঃ ৬০ঃ এবার ণক্ (অক্) প্রত্যয়টি নিয়ে আলোচনা করা হলে বাংলা লিঙ্গবাচক Grammatical morph সম্পর্কে আরো স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে । (ণক্) প্রত্যয়টি যখন স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ গঠন করে তখন হয়ে যায়

যেমন-

	পুং	স্ত্রী
√সেব + ণ্ক	= সেবক	সেবিকা
√শিক্ষ + ণ্ক	= শিক্ষক	শিক্ষাকা

অর্থাৎ ণক্ প্রত্যয় পুং বাচক শব্দগঠনের ক্ষেত্রে (অক্) হলেও স্ত্রীবাচক শব্দের ক্ষেত্রে (ইকা)। এক্ষেত্রেও /ই/ ধ্বনির প্রয়োগ স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষনীয়। এছাড়াও আরেকটি স্বরধ্বনির অর্থাৎ /আ/ স্বরধ্বনিটির আগমন ঘটেছে। এতগুলি উদাহরণ থেকে এটি স্পষ্ট যে স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে /ই/ ধ্বনির প্রয়োগ বিশেষ ভাবে লক্ষ করা যায়। তবে আরেকটি স্বরধ্বনির প্রয়োগ দেখা যায় , সেটি হল / আ/। /আ/ ধ্বনিটির আগমণের কারণ সম্পূর্ন রূপেই শারীরিক । Syllable -এ একটি মাত্র পূর্ণ স্বরধ্বনি থাকবে। /ক/ ব্যঞ্জনধ্বনিটি কন্ঠ্যধ্বনি। অঘোষ, অল্পপ্রান এই ধ্বনি প্রতিবেশে কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি সর্বোৎকৃষ্ঠ রূপে উচ্চারনণ করা সম্ভব।

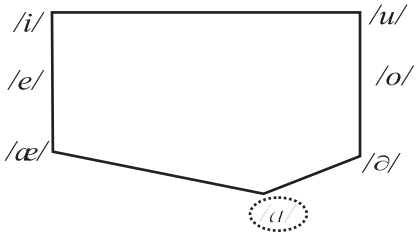

লিঙ্গবাচক ব্যাকরণগত রূপের উচ্চরণগত দিক বিশ্লেষণে এটি স্পষ্ট যে শারীরবৃত্তীয় কারণে এদের গঠনগত পরিবর্তন হয়।

৩. ৭. ৮০ বাংলা ভাষায় লিঙ্গ নির্ধারক ব্যাকরনগত রূপ বা প্রত্যয়গুলির বিশ্লেষণে আমরা Intensity (1= $\frac{P}{A}$) (I=Intensity, P= Power, A = Area) প্রসঙ্গ আলোচনা করে নেবো। কারন বা প্রতি বর্গএককে প্রবাহিত শক্তি লিঙ্গবাচক শব্দগুলিতে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বক্তার উচ্চারণ ক্ষমতার তারতম্যেও Intensity পরিবর্তন হয়ে যায় তাই আমরা PRAAT নামক soft were এর সাহায্যে যে পরিসংখ্যান পাচ্ছি তা আপেক্ষিক।)

1)

দয়াময়ী

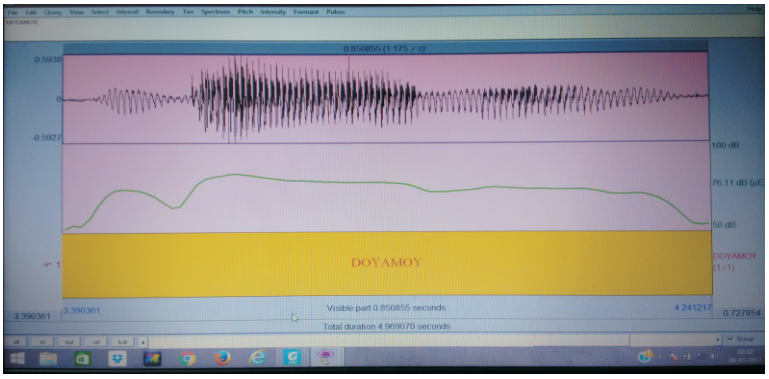

দয়াময়

দয়াময় শব্দের উচ্চারনের সময় লেগেছে 0.850855 সেকেন্ড এবং দয়াময়ী শব্দের উচ্চরনের সময় লেগেছে 0.850230 সেকেন্ড। অর্থাৎ দয়াময় শব্দ উচ্চারনে সময় বেশী লেগেছে। কিন্তু দয়াময়ী শব্দের Intensity (1.176/s) দয়াময়ের (1.175/s) থেকে বেশী।

2)

মানব

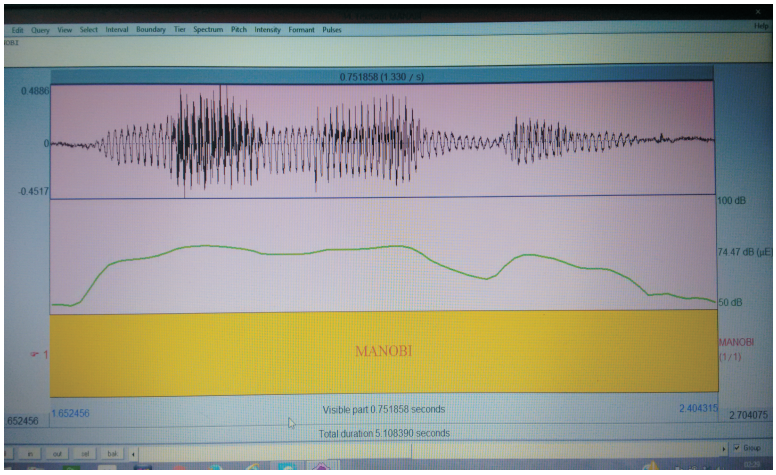

মানবী

মানব শব্দের জন্য সময় লেগেছে 0.566820 সেকেন্ড এবং মানবী শব্দের জন্য সময় লেগেছে 0.751858 সেকেন্ড কিন্তু মানবের Intensity (1.764/s) মানবী শব্দের Intensity (1.330/s) থেকে বেশী।

3)

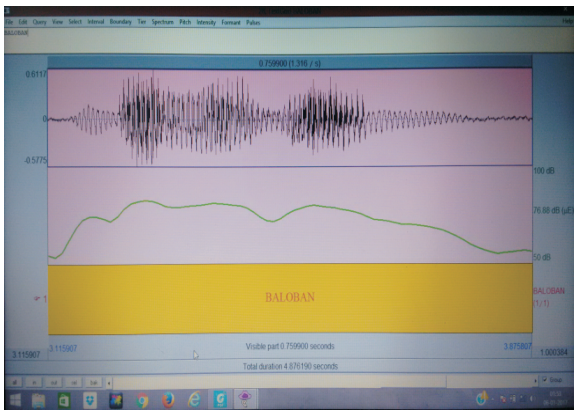

বলবান

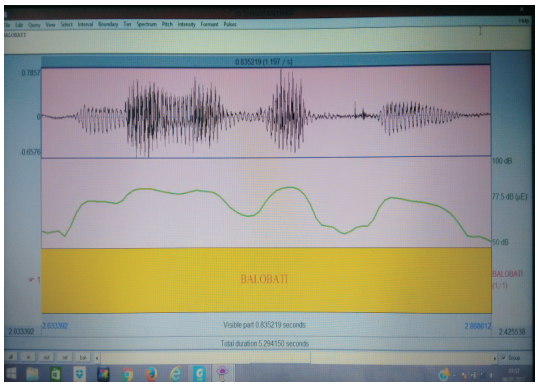

বলবতী

বলবান শব্দের উচ্চারণের সময় লেগেছে 0.759900 সেকেন্ড এবং 'বলবতী' শব্দের উচ্চারনের সময় লেগেছে 0.835219 সেকেন্ড কিন্তু বলবান শব্দের Intensity হল (1.316/s) বলবতী শব্দের Intensity (1.197/s) অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে বলবান শব্দের জন্য বেশী শক্তি প্রবাহিত হয়েছে।

4)

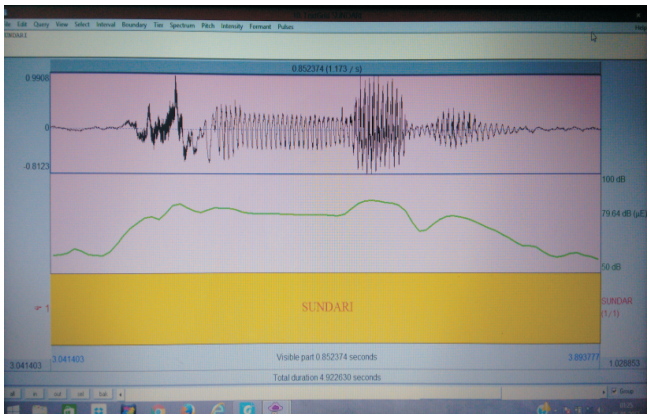

সুন্দরী

সুন্দর

সুন্দর শব্দের জন্য সময় লেগেছে 0.948423 সেকেন্ড এবং 'সুন্দরী' শব্দের জন্য সময় লেগেছে 0.852374 সেকেন্ড তবে সুন্দর শব্দের প্রতি সেকেন্ডে প্রবাহিত শক্তির পরিমান 1.054/s) এবং সুন্দরী শব্দের প্রতি সেকেন্ডে প্রবাহিত শক্তির পরিমান 1.173/s) ।

5)

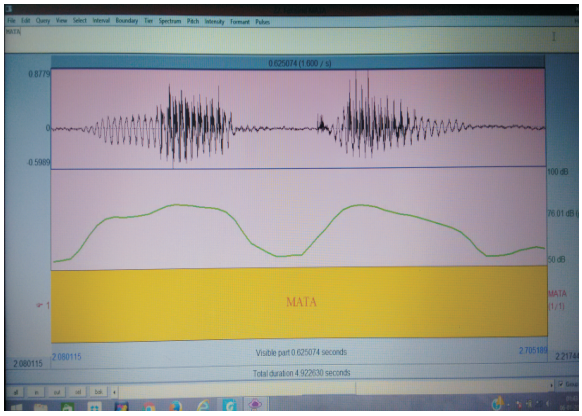

মাতা

পিতা

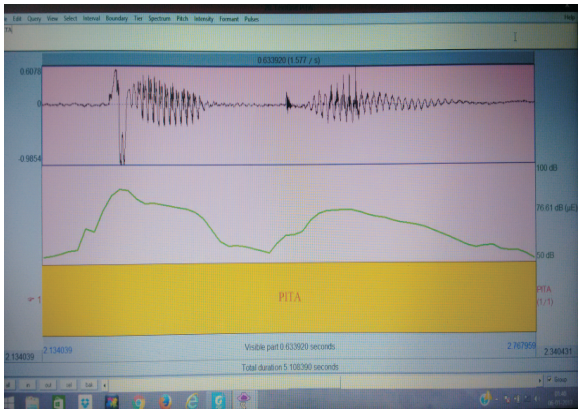

'পিতা' শব্দের উচ্চারনের সময় লেগেছে 0.633920 সেকেন্ড এবং 'মাতা' শব্দের উচ্চারনের সময় লেগেছে 0.625074 সেকেন্ড তবে পিতা শব্দের Intensity হল (1.577/s) এবং মাতা শব্দের Intensity (1.600/s)

6) 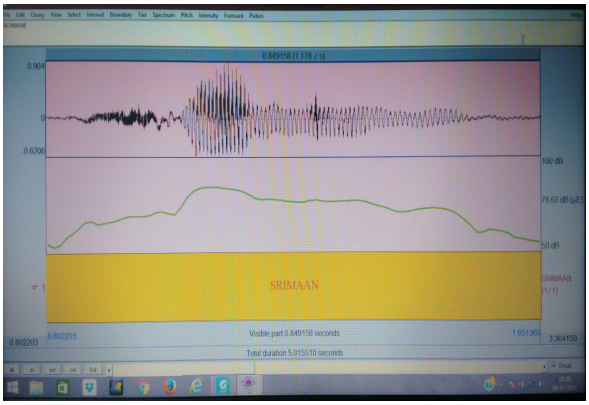

শ্রীমান

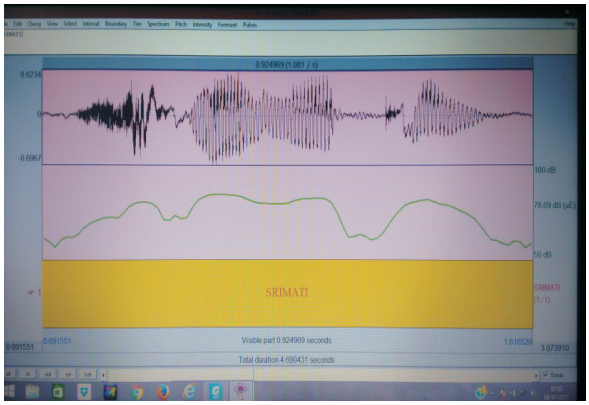

শ্রীমতী

'শ্রীমান' ও 'শ্রীমতি' শব্দের উচ্চারনের সময় লেগেছে যথাক্রমে 0.849158 সেকেন্ড এবং 0.924929 সেকেন্ড কিন্তু শ্রীমান শব্দের Intensity হল (1.178/s) এবং শ্রীমতি শব্দের Intensity (1.081/s)

7) 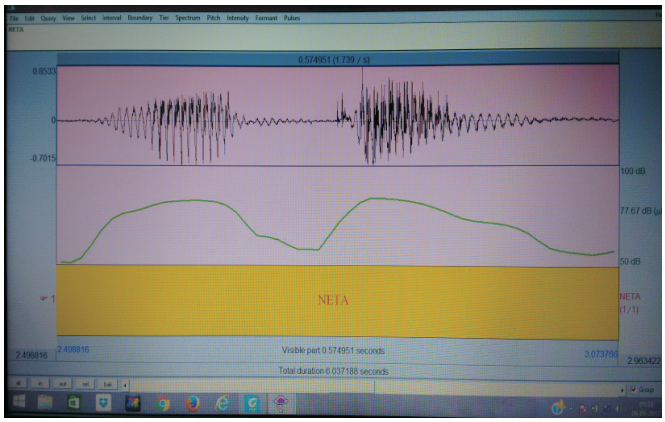

নেতা

নেত্রী

নেতা শব্দের উচ্চারণের জন্য সময় লেগেছে 0.574951 সেকেন্ড এবং 'নেত্রী' শব্দের জন্য সময় লেগেছে 0.8269955 সেকেন্ড । নেতা শব্দের Intensity হল (1.739/s) এবং নেত্রী শব্দের Intensity (1.209/s)

8)

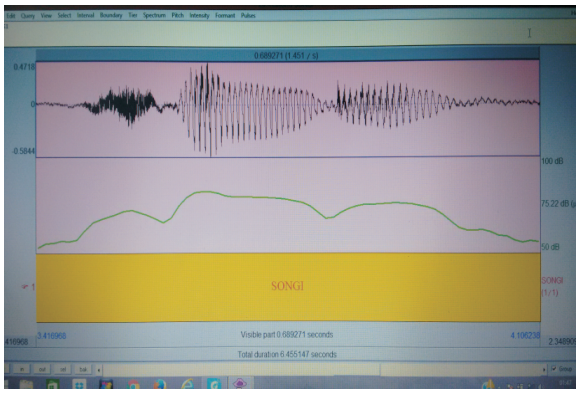

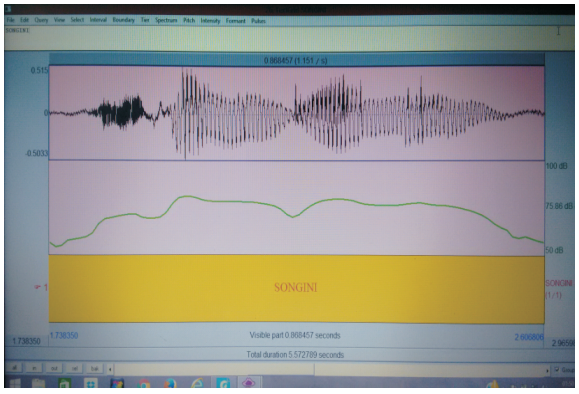

সঙ্গী সঙ্গিনী

'সঙ্গী' শব্দের উচ্চারণের সময় লেগেছে 0.689271 সেকেন্ড এবং 'সঙ্গিনী' শব্দের উচ্চারণের সময় লেগেছে 0.868457 সেকেন্ড । 'সঙ্গী' শব্দের Intensity হল (1.451/s) এবং সঙ্গীনী শব্দের Intensity (1.151/s)

9)

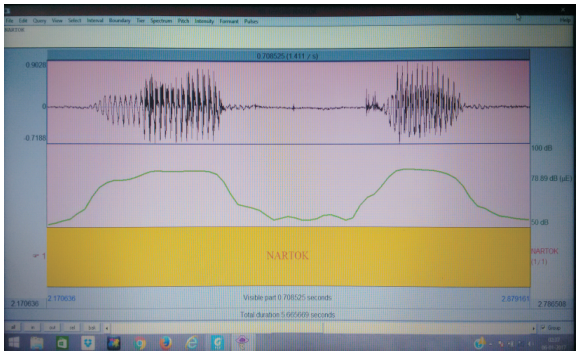

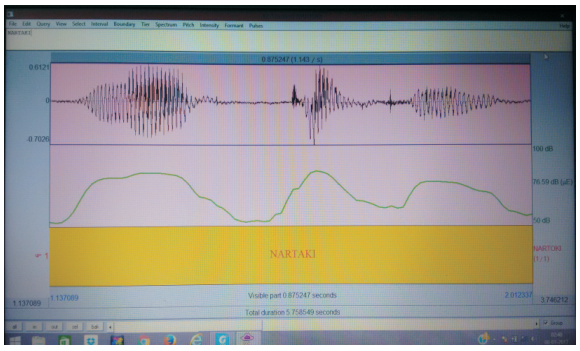

নর্তক নর্তকী

'নর্তক' শব্দের উচ্চারণের সময় লেগেছে 0.0.708525 সেকেন্ড এবং 'নর্তকী' শব্দের উচ্চারণের সময় লেগেছে 0.875247 সেকেন্ড । 'নর্তক' শব্দের Intensity হল (1.411/s) এবং নর্তকী শব্দের Intensity (1.143/s)

10)

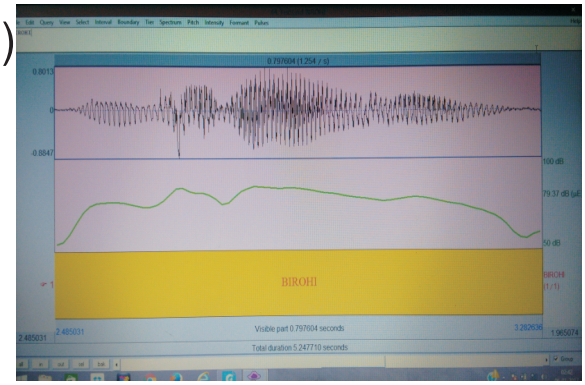

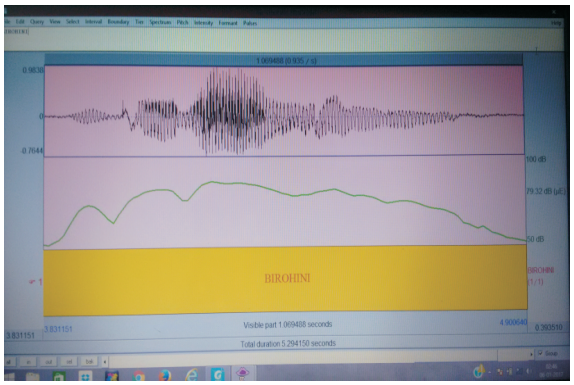

বিরহী বিরহিনী

বিরহী শব্দের উচ্চারণের জন্য সময় লেগেছে 0.797604 সেকেন্ড এবং 'বিরহিনী' শব্দের জন্য সময় লেগেছে 1.069488 সেকেন্ড । 'বিরহী' শব্দের Intensity হল (1.254/s) এবং বিরহিনী শব্দের Intensity (0.935/s)

11)

লেখক

লেখিকা

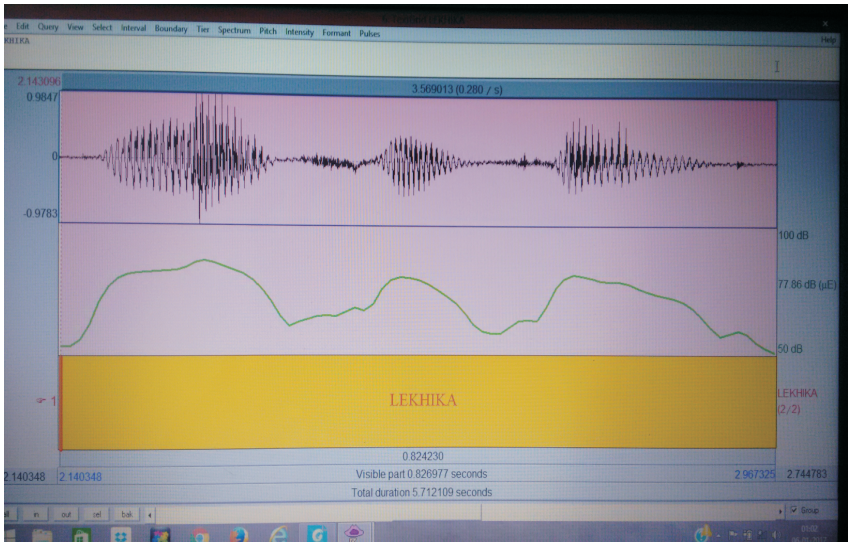

'লেখক' শব্দের উচ্চারণের সময় লেগেছে 0.743013 সেকেন্ড এবং 'লেখিকা' শব্দের উচ্চারণের সময় লেগেছে 0.824230 সেকেন্ড এবং 'লেখক' শব্দের Intensity হল (1.346/s) এবং লেখিকা শব্দের Intensity (0.280/s)

আলোচনায় এটি স্পষ্ট যে বেশীরভাগ পুরুষবাচক শব্দগুলির Intensity স্ত্রীবাচক শব্দের থেকে বেশী। অর্থাৎ পুরুষবাচক শব্দগুলিতে প্রবাহিত শক্তি (Power) অনেক বেশী। তবে দয়াময়ী, সুন্দরী এবং মাতা এই স্ত্রীবাচক শব্দগুলির থেকে বেশী। সুতরাং ভাষা সৃষ্টির ইতিহাস যতই অভাষাতাত্ত্বিক হোকনা কেন ভাষার উচ্চারণ প্রক্রিয়ায় সমাজ লালিত অর্থের ইঙ্গিত স্পষ্ট । তাই হয়তো পৌরষবাচক শব্দগুলির বেশিরভাগের Intensity বেশী । আর যে বৈশিষ্ট্যগুলি নারীকে মহিমান্বিত করে সেই শব্দগুলির Intensity বেশী।

সিদ্ধান্তঃ-

বাংলা শব্দের লিঙ্গ পরিবর্তনকারী grammatical marph ব্যাকারনগত রূপ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কয়েকটি দিক আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট হয়েছে।

প্রথমত ঃ- বাংলা লিঙ্গবাচক grammatical marph গুলি অর্থ নির্ভর। সংস্কৃতের মতো ব্যাকরগত অর্থের উপর শব্দের পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ নির্ভর করে না। যেমন- 'সূর্য' সংস্কৃতে পুংলিঙ্গ বাচক শব্দ, কিন্তু বাংলায় ক্লীবলিঙ্গ বাচক শব্দ।

দ্বিতীয়ত ঃ-

যে প্রত্যয়গুলি লিঙ্গগত অর্থের পরিবর্তন ঘটায় এই অধ্যায়ে আমরা তাদের নিয়ে আলোচনা করেছি। কৃৎ ও তদ্ধিত উভয় প্রত্যয়েই এই প্রবনতা বর্তমান। একই প্রত্যয় যখন পুংলিঙ্গবাচক শব্দগঠন করেছে তখন তার রূপ হচ্ছে এক রকম আবার, স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দের ক্ষেত্রে একরকম যেমন-

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
মতুপ্ — মান	মতী
বতুপ — বান	বতী
ময়ট্ — ময়	ময়ী
ণক্ — অক্	ময়ী

আবার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে গঠিত শব্দ পুরুষবাচক রূপে একরকম স্ত্রীবাচক শব্দে আরেকরকম যেমন বিরহ +ইন্ = বিরহিন >পুং- বিরহী, স্ত্রী- বিরহিনী

একই প্রত্যয় কখনও স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করছে কখনও পুংলিঙ্গ বাচক শব্দের গঠন করছে।

এক্ষেত্রে অবশ্য মূল রূপ বা Root আলাদা হয়।

পা + তৃচ্ (তৃ) = পিতা, (পুংলিঙ্গ বাচক শব্দ)

মা + তৃচ্ (তৃ) = মাতা, (স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ)

কয়েকটি প্রত্যয় শুধুমাত্র স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ গঠনেই ব্যবহৃত হয়। যেমন- কাঁদুনী, রাধুনী

তৃতীয়ত ঃ- বাংলা ভাষায় বিশেষণে স্ত্রীলিঙ্গ ও পুং লিঙ্গ ভেদ প্রায় নেই। খুব কমক্ষেত্রেই দেখা যায় যেমন- সুন্দরী মেয়ে, সুন্দর ছেলে।

চতুর্থত ঃ- বাংলা ভাষায় লিঙ্গ অনুযায়ী ক্রিয়া রূপের পরিবর্তন হয় না। যেমন রাম যায়, সীতা যায়।

পঞ্চমতঃ- বাংলা ভাষার সম্বন্ধ পদের পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও লিঙ্গের প্রভাব দেখা যায় না। যেমন 'রামের হাত', 'সীতার হাত' ।

ষষ্ঠতঃ- বাংলা ভাষার লিঙ্গবাচক প্রত্যয়গুলি বেশীরভাগেই /i/ ধ্বনির উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। আসলে বাংলা ভাষার প্রবণতা হল স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে /i/ ধ্বনির ব্যবহার শুধুমাত্র মানসিকতার কারনে এই প্রবনতা দেখা যায় তা নয়, /i/ ধ্বনি উচ্চারন স্থলও এক্ষেত্রে কার্যকর। /i/ ধ্বনির উচ্চারন স্থল মুখবিররের সম্মুখ ভাগ। তাই স্ত্রীবাচক শব্দের ক্ষেত্রে /i/ ধ্বনির প্রভাবে মুখবিরহের সম্মুখ ভাগের উচ্চারিত ব্যঞ্জনধ্বনি গুলি বিশেষত দন্ত ধ্বনিগুলি শব্দের শেষে আনয়ন করা হয়। যেমন বুদ্ধিমতি । এছাড়া /i/ ধ্বনির পূর্বে /r/ (কম্পন তরঙ্গ ধ্বনি) আনয়ন করা হয়। যেমন অধিষ্ঠাত্রী অনেক ক্ষেত্রে শব্দের শেষে /a/ ধ্বনির যুক্ত হয়েও স্ত্রীলিঙ্গবচক শব্দগঠন করে।

সপ্তমত ঃ- লিঙ্গবাচক ব্যাকারনগত রূপগুলি যুক্ত হয়ে যেসমস্ত পুরুষ বাচক এবং স্ত্রীবাচক শব্দ নির্মান করে সেগুলির Intensity -র বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষবাচক শব্দগুলির প্রতিবর্গ এককে প্রবাহিত শক্তি স্ত্রীবাচক শব্দের থেকে বেশী।

আলোচনার শেষে বলা যায় নব্যভারতীয় আর্যভাষার অন্যতম সদস্য বাংলা ভাষার শব্দভান্ডারে লিঙ্গ অনুযায়ী শব্দের সংখ্যা কম। লিঙ্গবাচক ব্যাকরণ গত রূপগুলির প্রয়োগ বিশেষ বিশেষ শব্দ ছাড়া দেখা যায় না। তবে লিঙ্গ পরিচায়ক প্রত্যয় বা ব্যাকরণগত রূপগুলির স্বাতন্ত্রতা বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য গ্রন্থ্ পরিচয়।

গ্রন্থ্ সূচি

বাংলা বই

১) দাস, জ্ঞানেন্দ্র মোহন ; ২০১১ 'বাঙ্গলা ভাষার অভিধান' ; সাহিত্য সংসদ, কোলকাতা-৯

২) নাথ, মৃণাল ; ১৯৯৯ ; 'ভাষা ও সমাজ' ; নয়াউদ্যোগ, কোলকাতা - ৬

৩) ভট্টাচার্য, পার্বতীচরণ ; ১৯৭৬, বাঙ্গালা ভাষা ; জিজ্ঞাসা , ১এ কলেজ রো, কোলকাতা -৯

৪) লাহিড়ী, ডঃ প্রবোধ চন্দ্র ও শাস্ত্রী , হৃষীকেষ ; ২০১৪ পাণিনিয়ম, A Higher Sanskrit Grammar & Composition ; দি ঢাকা স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী কোলকাতা-৭৩

ইংরাজী বই

1) Chatterji, Suniti Kumar ; 1978 ; The Origin and Development of Bengali Languages ; Rupa & Co. Calcutta

দ্বিতীয় ভাগ

অষ্টম অধ্যায়

বাংলা বচনে ব্যাকরণগত রূপের সংবর্তন

৩.৮.১০ ঃ

সংস্কৃত ব্যাকরণের একত্বাদি বিভক্তি হল বচন। [দাস: ২০১১, পৃ-১৪৭৩]

ইংরেজী ব্যাকরণে একে number বলা হয়। কোন বস্তুর সংখ্যা বোঝাতে যে বিভক্তি যুক্ত হয়, তাকে সাধারণভাবে বচন বলে। যেমন - একটি 'গরু' হয় কিন্তু একাধিক সংখ্যা বোঝাতে 'গরুগুলি' বলতে হয়।

''মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার তিনটি বচন (একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন) প্রচীনভারতীয় আর্যভাষায় প্রচলিত ছিল। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার দ্বিবচন অবশ্য শুধু প্রকৃতি নির্দিষ্ট জোড়া-জোড়া প্রাণির (যেমন - পিতা-মাতা ইত্যাদি) ক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল। এই বৈশিষ্ট্য বৈদিক ভাষায় এবং হোমরের গ্রীকেও লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে ক্লাসিকাল সংস্কৃতে যে কোন দুটি জিনিস বোঝাতে দ্বিবচনের প্রচলন হয়।'' (শ'; ১৯৯৬; পৃ-৫৪৭-৪৮)। বচন ভেদে ধাতুরূপ ও শব্দরূপের পার্থক্য হত। মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় দ্বিবচন লোপ পেতে শুরু করে এবং নব্যভারতীয় আর্যভাষায় তা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায়। তাই বর্তমানে প্রায় সব নব্যভারতীয় আর্যভাষায় একবচন এবং বহুবচন আছে।

৩.৮.২০

আমরা জানি যে, নব্যভারতীয় আর্যভাষায় দ্বিবচন লুপ্ত হয়ে গেছে। আর্যভাষায় বচনে একটি বিশেষ প্রবণতা দেখা যায় - বচন অনুসারে ক্রিয়ারূপের পরিবর্তন। নব্যভারতীয় আর্যভাষার ক্ষেত্রেও এই বৈশিষ্ট্যটি প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যটি দেখা যায় না। উদাহরণ ব্যাখ্যা করলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে -

		(ক) বাংলা	(খ) ইংরাজী
উত্তম পুরুষ	সাধারণ	আমি/আমরা করি	I do / We do
মধ্যম পুরুষ	সাধারণ	তুমি / তোমরা করো	You do
	তুচ্ছার্থে	তুই/তোরা করিস	
প্রথম পুরুষ ও মধ্যম	সম্মানার্থে	আপনি / আপনারা করেন	

পুরুষ			
প্রথম পুরুষ	সাধারণ	সে/তারা করে	He does / They do

(গ) সংস্কৃত	একবচন	বহুবচন
উত্তম পুরুষ	অহস্ গচ্ছামি	বয়ম গচ্ছামঃ
মধ্যম পুরুষ	ত্বম্ গচ্ছসি	যূয়ম্ গচ্ছথ।
প্রথম পুরুষ	সঃ গচ্ছতি	তে গচ্ছন্তি।
(ঘ) হিন্দী		
উত্তম পুরুষ	मैं चला	हम चले
মধ্যম পুরুষ	तुम चले	तुमलोग चले
	तु चला	तुमलोग चले
প্রথম পুরুষ	बह चला	बे चले

বাংলা ভাষা ছাড়া আরো তিনটি ভাষার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে বচন অনুসারে ক্রিয়ারূপের কোন পরিবর্তন ঘটে না। সংস্কৃত ভাষার ক্ষেত্রে বচন অনুসারে ক্রিয়ারূপের পরিবর্তন হয়। সুতরাং উদাহরণগুলি থেকে এটি স্পষ্ট সংস্কৃত থেকে আগত হিন্দী ভাষায় এই বৈশিষ্ট্য দেখা গেলেও বাংলা ভাষায় এই বৈশিষ্ট্যটি অনুপস্থিত। তাই বাংলা ভাষার এই বৈশিষ্ট্যটি কোন অনার্য উৎস থেকে এসেছে।

আবার এই একই প্রবণতা ইংরাজী ভাষার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যদিও প্রথম পুরুষ (3^{rd} Person) এর (Singular) এক বচনের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি ক্রিয়ারূপের পরিবর্তন ঘটছে। তবে বাংলা ভাষায় শব্দভান্ডার ও Punctuation -এ ইংরাজী ভাষার প্রভাব দেখা গেলেও বচনের ক্ষেত্রে প্রভাব গ্রাহ্য করা যায় না কারণ ইংরাজী ভাষা আগমণের পূর্বেও ক্রিয়ারূপের গঠনে বচনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় নি।

৩.৮.৩০ ঃ

বাংলা ভাষায় একবচন থেকে বহুবচনে রূপান্তরের ক্ষেত্রে যে বিভক্তি গুলি প্রচলিত সেগুলির উৎস নিয়ে আলোচনা করা যায়।

- রা, - গুলি, - দের, - এর, - গণ, - দিগ, - গুলো

৩.৮.৩০.১০ ঃ <u>-রা, -এরা বিভক্তি</u>

'-রা' '-এরা' হল বহুবচনের কর্তৃকারকে সম্বন্ধপদ জাত বিভক্তি। এর একবচন রূপ - রা, - এরা বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদে '-রা' বিভক্তি অনুপস্থিত। এসময় বহুবচন বোঝানোর জন্য 'লো অ' বিভক্তি যুক্ত হতো।

বিশেষ্য + লো অ (লোক)

পারগামিঅ (পারগামীরা), বিদুজণলোঅ (বিদ্বজনেরা), তুমহেলোঅ (তোমরা) — এই বহুবচন শব্দগুলি পাওয়া যাচ্ছে সুতরাং প্রাচীনবাংলায় '-রা' বিভক্তি ছিল না।

আদি মধ্যবাংলার নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' কাব্যে মাত্র তিনবার '-রা' বদ্ধরূপটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এ বহুবচন বোঝাতে 'সব/গন' ব্যবহৃত হতো।

উদাহরণ — বিশেষ্য + সব/গন — তোহ্মে সব (তোমার), প্রণামগণ। উত্তম ও মধ্যম পুরুষের সর্বনামের বহুবচন বোঝাতে মোট তিনবার '-রা' বহুরূপের প্রয়োগ দেখা যায়।

(ক) আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ একমতী

(খ) আহ্মারা মরিব শুনিলেঁ কাঁকো

(গ) পুছিল তোহ্মারা কোহ্ন তরাসিলা মনে।

১৫-১৬ শতক পর্যন্ত কেবল সর্বনামের '-রা' বিভক্তি (কারো কারো মতে প্রত্যয়) যুক্ত হতে দেখা যায়। পরে বিশেষ্য + রা ব্যবহৃত হতে থাকে। যেমন - 'বন্দবংশে জন্ম স্বামী বাপেরা ঘোষাল যুবতীরা কর..."

সুতরাং এটি স্পষ্ট বলা যায় যে মধ্যযুগের শেষ লগ্ন থেকে '-রা' বদ্ধরূপটি বিস্তার লাভ করেছে। প্রথমে সর্বনামের সঙ্গে এই বদ্ধরূপটি ব্যবহৃত হতো, তারপর এর সাদৃশ্য বিশেষ্যের সঙ্গে এটি যুক্ত হতে থাকে। তাই '-রা' বদ্ধরূপটি বিস্তারের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যগত প্রক্রিয়া কার্যকর হয়েছে।

৩.৮.৩০.২০ ঃ <u>-গুলি, - গুলো</u>

'-গুলি', '-গুলো' বিভক্তিটি বাংলা ভাষায় বহুল ব্যবহৃত। '-গুলি', '-গুলো', '-গুলা' বিভক্তি (কারো কারো মতে প্রত্যয়) এসেছে 'গোলক', 'গোলিকা' (অর্থ - গোটা, আস্ত) শব্দ থেকে।

এই বিভক্তিটি নির্দেশক বহু বচন (Definitive Plural) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

চৈতন্যভাগবত - (১) 'সেই গুলা আইল কিবা আমারে ভাণ্ডিয়া'

(২) বামনগুলা

(৩) নগরিয়া গুলা

সংস্কৃত 'গোটা', 'গোটি' (গুটি) শব্দের সঙ্গে -গুলি, গুলো বিভক্তির সম্পর্ক আছে।

মধ্য বাংলায় - 'বাঁশগুটি' (বাঁশীটি)

'সাতগুটি বিন্ধ' (সাতটা বিঁধ)

'দুগুটি বেন্ডুআ' (দুটি বিড়াঁ)

'সাত গোটা বান'

'-গুলি' রূপটি আসছে আরবী ভাষার কুল ('গুল') শব্দ থেকে যার অর্থ সকল। আবার তামিল ভাষায় 'কল্' রূপটি বহুত্ববোধক প্রত্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়, এর থেকেও গুল্ রূপটি আসতে পারে বলে ধরা হয়।

৩.৮.৩০.৩০ <u>— দের</u>

সুকুমার সেনের মতে '-দের' বিভক্তিটি / প্রত্যয়টি ফারসী শব্দ 'দিগর' (অর্থ - ইত্যাদি) থেকে এসেছে। এটি সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে এসেছে। উদাহরণ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের কোন কোন পুঁথিতে সম্বন্ধপদে 'দিগের' শব্দের প্রয়োগ আছে (যেমন - তোমার দিগের)।

৩.৮.৪০ ঃ

ভারতীয় ভাষা গুলির ক্ষেত্রে সংখ্যা শব্দ বস্তুনামের পূর্বে বসানো হলেও বস্তুর একবচন রূপটি প্রয়োগ করা হয়।

একটি মেয়ে — One girl

দশটি মেয়ে — Ten girls

সুতরাং এই বৈশিষ্ট্যটি নব্য ভারতীয় ভাষাগুলিতে বিরল নয়। তাই বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এটি স্পষ্ট এই বৈশিষ্ট্যটি বাংলাভাষার আর্য উৎস সংস্কৃত থেকে কখনই আসেনি। এর পেছনে কোন অনার্য উৎস কার্যকর হয়েছে।

৩.৮.৫০ ঃ

বাংলাভাষায় বহু এরূপ ব্যবহার দেখা যায় যে অর্থের দিক দিয়ে বহু বচন না হওয়া সত্ত্বেও বহুবচনের রূপ ব্যবহার করা হয়। যেমন —

(১) রামেদের বাড়ী এখান থেকে বেশী দূরে নয়।

(২) শ্যামেদের পরিবারে এই নিয়ম।

'রামেদের বাড়ী', 'শ্যামেদের পরিবার' - এই উদাহরণের '-দের' শুধু সম্বন্ধ পদে বহুবচনের রূপ বোঝাতে ব্যবহৃত হযনি। কারণ এখানে 'রামেদের' বলতে একাধিক রামের কথা বলা হয়নি। বরং এখানে রামের বাড়ীতে যারা থাকে তাদের সম্মিলিত ভাবে 'রামেদের' বলা হয়েছে। এইভাবে বহুবচনাত্মক বিভক্তি ব্যবহার করে আসলে একটি বিশেষ গোষ্ঠী / পরিবারকে বোঝানো হয়েছে। বাংলা ভাষার বিরল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে এটি অন্যতম।

৩.৮.৬০ ঃ

বাংলা ভাষায় বহুবচন প্রকাশত বিভক্তিগুলি শব্দের অর্থ অনুযায়ী প্রয়োগ করা হয়।

-রা	- গুলি	
ছেলেরা	ছেলেগুলি	ছেলেগুলো
মিষ্টি	মিষ্টিগুলি	মিষ্টিগুলো
আমরা	X	
তোমরা	X	
আপনারা	X	
X	ফুলগুলি	
X	বাড়ীগুলি	
মায়েরা	X	

কাকেরা	কাকগুলি
X	টিয়াগুলি
বাচ্চারা	বাচ্চাগুলি
বাঘেরা	বাঘগুলি
ভদ্রলোকেরা	X

শব্দের অর্থ অনুযায়ী বচন বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বস্তুবাচক শব্দে '-রা' বিভক্তি ব্যবহৃত হয় না। তবে সব প্রাণীবাচক শব্দেই '-রা' বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায় না। যেমন - 'টিয়ারা' কখনও হয় না। তবে কখনও মানবেতর প্রাণীকে যদি মানববাচক করা হয় তখন '-রা' বিভক্তি যুক্ত।

'-গুলি' ও '-গুলো' বিভক্তিটির প্রয়োগের ক্ষেত্রে অর্থ অনুযায়ী প্রয়োগ করা হচ্ছে। মোটামুটি সব বস্তুবাচক শব্দের ক্ষেত্রে 'গুলি' '-গুলো' বিভক্তি যোগে বহুবচনে রূপান্তরিত হয়। প্রাণিবাচক শব্দের ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন — সর্বনামের ক্ষেত্রে 'গুলি' বিভক্তি হয় না। এছাড়াও 'ছেলেগুলি', 'মেয়েগুলি' ব্যবহৃত হলেও 'ব্যক্তিগুলি' কখনও হবে না। ঠিক একই ভাবে 'ভদ্রলোকগুলি' হয় না। অর্থাৎ সম্মানার্থে ব্যবহৃত শব্দগুলিতে কখনও 'গুলি' বিভক্তি ব্যবহৃত হয় না।

'-গুলি' ও '-গুলো' বিভক্তি দুটি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও অর্থ বিশেষভাবে কার্যকারি হয়। 'গুলো' সাধারণত তুচ্ছার্থ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বিশেষ ক্ষেত্রে '-গণ', '-সব', '-বর্গ' ব্যবহৃত হয়। এই তিনটি রূপ মুক্ত রূপ হিসেবেও অর্থবাহী, আবার বচনের অন্য বদ্ধরূপের মতোও আচরণ করে। যেমন — ভাইসব, বন্ধুগণ, ব্যক্তিবর্গ।

৩.৮.৭০ ঃ

বচনের নিয়মগুরি আমাদের psychological এবং physical গঠনের উপর নির্ভরশীল। মূল রূপ বা Root (Stem বা কোন কোন ক্ষেত্রে Base)-এর সঙ্গে যে affix যুক্ত হওয়ার সময় কোন phonological effect ফেলতে পারে না তাকে neutral affix বলে। আর যে affix যুক্ত হওয়ার সময় phonological effect ফেলতে পারে Non-neutral affix বলে।

Primary Affix	Second Affix
+Boundary	# Boundary
Non-Neutral	Neutral
কাক - কারেরা (কাব্যিক প্রয়োগ)	ছেলে-ছেলেরা
বাঘ - বাঘেরা	মেয়ে - মেয়েরা
মা - মায়েরা	
কুকুর - কুকুরেরা (কাব্যিক প্রয়োগ)	
বাপ - বাপেরা	বাবা - বাবারা
(-এরা)	(-রা)

‘-রা’ এবং ‘-এরা’ বিভক্তি দুটির অর্থ একই কিন্তু এগুলি নির্দিষ্ট ধ্বনি পরিবেশে যুক্ত হয়। ‘-রা’ বিভক্তি সাধারণত যে Syllable গুলির অন্তিমে স্বরধ্বনি থাকে তার সঙ্গে যুক্ত হয়।

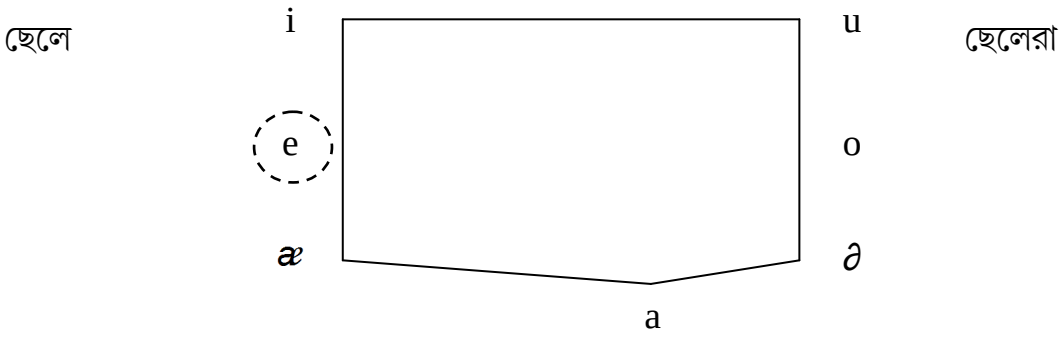

আবার ‘-এরা’ বিভক্তি স্বরধ্বনি অন্তের syllable -এর সঙ্গেও যুক্ত হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে ‘-এরা’ # boundary morph -এর মতো কাজ করছে।

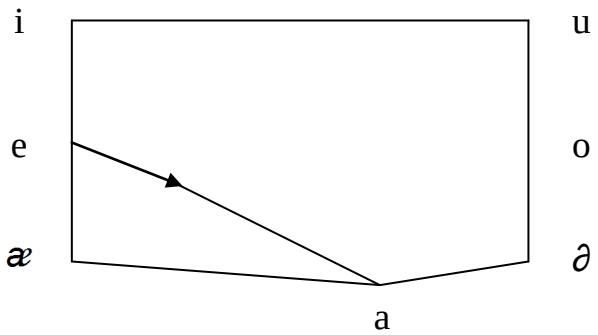

অর্থাৎ, যে syllable -এর সঙ্গে যুক্ত হয় তার অভ্যন্তরিণ গঠনের কোন পরিবর্তন ঘটাচ্ছে না। সুতরাং বাংলা ভাষায় '-এরা' বিভক্তি কখনও non-neutral morph কখনও 'neutral' morph-এর ভূমিকা পালন করে।

আবার, যদি সর্বনামের ক্ষেত্রে দেখি বিশেষ ধরণ দেখা যায়

(ক) আমি — আমরা

(খ) তুমি — তোমরা

(গ) তুই — তোরা

(ঘ) তিনি বা সে — তারা

(ঙ) আপনি — আপনারা

এক্ষেত্রে '-রা' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

(ক) 'আামি-আমরা'-র উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য প্রথমে দেখে নেবো

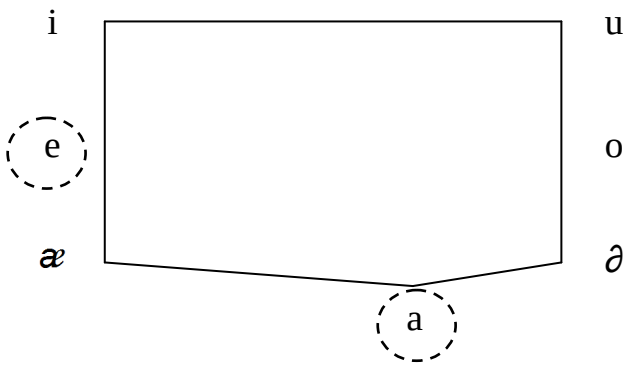

আ. মি

আমরা — আম. রা (/i/ ধ্বনি লুপ্ত হয়েছে, ফলে 'আম' একটি syllable -এ পরিণত হয়েছে)

(ক) তুমি — তু.মি. > তোম. রা (গ) তুই > তো. রা

(খ) তিনি — তি. নি. > তা. রা (ঘ) আপ.নি > আপ. না. রা

-রা বিভক্তি যুক্ত হওয়ার সময় / তি / -এর ক্ষেত্রে /i/ লুপ্ত অথবা রূপান্তরিত হয়েছে /a/ ধ্বনিতে।

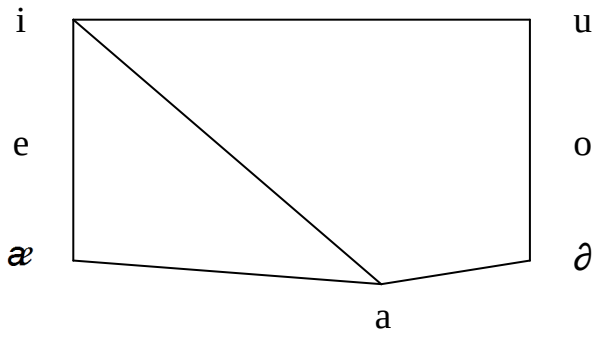

আপ. নি > আপ.না.রা

-এক্ষেত্রেও /i/ ধ্বনি / রূপান্তরিত হয়েছে /a/ ধ্বনিতে।

তাহলে '-রা' বিভক্তিটির ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখলাম 'আমি', 'তুমি' - এক্ষেত্রে /i/ অন্তে থাকলে তা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। যদি আমাদের শারীরবৃত্তিয় ঘটনার অনুসন্ধান করি তাহলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। /i/ ধ্বনিটি উচ্চরণের সময় মুখবিবরের সম্মুখভাগে, উচ্চ অবস্থানে জিহ্বার সামান্য আমাতে এবং এই সময় ওষ্ঠ প্রসারিত অবস্থায় থাকে। /-র/ ধ্বনি উচ্চরণের সময় জিহ্বার কম্পনের প্রয়োজন ঘটে। ফলে জিহ্বার অবস্থানের পরিবর্তন বাঙালীর ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অসম্ভব।

তাহলে বচনের ক্ষেত্রে '-রা' বিভক্তি তিনটি পুরুষে সর্বনামের যে যে পরিবর্তন ঘটাচ্ছে সেটা অন্য ক্ষেত্রে দেখা যায় না। '-রা' বিভক্তি দ্বারা 'আমি' 'আপনি' - এই দুটি সর্বনামের যখন বচন পরিবর্তন করা হচ্ছে তখন তা /ই/ ধ্বনিকে লুপ্ত করছে। আবার 'তুমি'র ক্ষেত্রে /তু/ > /তো/ হচ্ছে। অপর দিকে 'তিনি' -র ক্ষেত্রে '- রা' বিভক্তি যুক্ত হলে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। 'তুই'-এর ক্ষেত্রে যখন বহুবচন হচ্ছে তখন 'তোরা' হয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং '-রা' বিভক্তি সর্বনামের ক্ষেত্রে যে আচরণ করছে তা সত্যই দুর্লভ।

- গুলি ও গুলো বিভক্তির প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য নিম্নে বিশ্লেষণ করা হল —

১	আমগুলি, আমগুলো	১১	জিনিস গুলি, জিনিসগুলো
২	জাম গুলি, জামগুলো	১২	টেবিলগুলি, টেবিলগুলো
৩.	জামাগুলি, জামাগুলো	১৩	চেয়ারগুলি, চেয়ারগুলো

৪.	প্রজাপতিগুলি, প্রজাপতিগুলি	১৪	পাখীগুলি, পাখীগুলো
৫.	গাছগুলি, গাছগুলো	১৫	মূর্তিগুলি, মূর্তিগুলো
৬.	গ্রামগুলি, গ্রামগুলো	১৬	বাড়ীগুলি, বাড়ীগুলো
৭.	ব্যাঙগুলি, ব্যাঙগুলো	১৭	পর্দাগুলি, পর্দাগুলো
৮.	দিনগুলি, দিনগুলো	১৮	বাসগুলি, বাসগুলো
৯.	ফুলগুলি, ফুলগুলো	১৯	গাড়ীগুলি, গাড়ীগুলো
১০.	পলগুলি, ফলগুলো	২০.	ট্রেনগুলি, ট্রেনগুলো

-গুলি, -গুলো বিভক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে শব্দের অর্থ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। 'তুচ্ছার্থ'-এ '-গুলো' ব্যবহার করা হয়, সুতরাং মানসিক অবস্থা এই দুটি বিভক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

-গুলি / -গুলো দুটি বিভক্তি neutral অর্থাৎ এগুলি যে শব্দ অথবা পদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে তাদের গঠনের পরিবর্তন ঘটায় না, সুতরাং এগুলি #boundary morph। এই কারণে এই বিভক্তি জোড়া secondary affix -এর অন্তর্গত।

- ভাববাচ্যের ক্ষেত্রে 'কর্তা'র পরিবর্তন ঘটে। সেক্ষেত্রে বহুবচেন যে পরিবর্তন গুলি ঘটে।

	একবচন	বহুবচন
উত্তম পুরুষ - সাধারণ	আমার	আমাদের
মধ্যম পুরুষ - তুচ্ছার্থে	তোর	তোদের
মধ্যম পুরুষ - সাধারণ	তোমার	তোমাদের
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ সম্মানার্থ	আপনার	আপনাদের
প্রথম পুরুষ সাধারণ	তার / তাহার (সাধুরীতি)	তাদের / তাহাদের (সাধুরীতি)
প্রথম পরুষ বিশেষ্য বাচক শব্দ	ছেলের	ছেলেদের
	মেয়ের	মেয়েদের

এক্ষেত্রেও সর্বনামের একবচন ও বহুবচন রূপের পরিবর্তন ঘটানো হলে মূল রূপের গঠনের পরিবর্তন ঘটছে। 'আমার' থেকে 'আমাদের' এর ক্ষেত্রে অবশ্য '-দের' বিভক্তি বিশেষ কিছু পরিবর্তন ঘটায় নি। মধ্যম ও প্রথম পুরুষের পর্যবেক্ষণ করলে একই রকম পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ /র/ ধ্বনির স্থানে /-দের/ ধ্বনিগুচ্ছ যুক্ত হচ্ছে।

আবার সর্বনাম ছাড়া যদি প্রথম পুরুষের সম্বন্ধ পদের বচন পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও একই বিষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পলে আমরা '-দের' বিভক্তিটিকে non-neutral morph বলতে পারি।

- এছাড়া বাংলাভাষায় বচন পরিবর্তনের জন্য যে যে বিভক্তিগুলি পাওয়া যায় '-গন', '-দিগ, '-বর্গ' এবং '-সব'। এগুলি নির্দিষ্ট পরিবেশে ব্যবহৃত হয়। যেমন — বন্ধুগণ, বন্ধুগণ, ভাইসব। '-দিগ' বিভক্তিটি সাধুরীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। আমাদিগ, (আমাদিগকে, আমাদিগের)

তাহাদিগ (তাহাদিগকে, আমাদিগের)
তাহাদিগ (তাহাদিগের, তাহাদিগকে)
পুরুষ দিগ (পুরুষদিগের)

'-দিগ' বিভক্তিটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা যায় এটিকে 'সম্বন্ধপদের কিংবা 'কর্মকরাক'-এ রূপান্তরিত করে প্রয়োগ করা হয়। তবে এটিকেও '-দের বিভক্তির মতোই non-neutral বলা যায়।

বচনের ক্ষেত্রে 'neutral morph' (গুলি, গুলো, সব, বর্গ, গণ) এবং non-neutral morph (রা, এরা, দের) উভয়ই ব্যবহার করা হয়।
'-রা' বিভক্তি যখন সর্বনাম বাদে যেকোন বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে তখন তার আচরণ neutral morph -এর মতো। কিন্তু যখন সর্বনামের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে তখন তার আচরণ non-neutral morph-এর মতো। বিশেষত '-রা' বিভক্তি সর্বনামের বহুল পরিবর্তন ঘটায়। '-রা' বিভক্তির মতো বাংলা ভাষায় মূলরূপের এতটা পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম non-neutral morph-এর সংখ্যা খুব কম।

‘-গুলি’, ‘-গুলো’ রূপকে এলোমর্ফ বলা যায় অর্থাৎ এদের অর্থ একই কিন্তু একটি বিশেষ মনোভাবে এর পরিবর্তন হয়। তাছাড়া ‘-গুলি’ ‘-গুলো’ morph মূল রূপের কোন পরিবর্তন ঘটায় না, তাই এটি neutral morphএর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

‘-দের’ বহুবচনাত্মক রূপটি একবচনের ‘-র’ বিভক্তিকে লুপ্ত করে যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বহুবচনের অর্থ প্রকাশের জন্য ‘-দের’ রূপটি মূলরূপের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। তাই এই বিভক্তিটিকেও non-neutral morph বলা যায়।

সাধুরীতির ক্ষেত্রে ‘-দিগ’ রূপটি ব্যবহার করা হয়। এটিও অন্য বহুবচনাত্মক রূপের মতো non-neutral morph বলা যায়।

সুতরাং এই আলোচনায় বোঝা যাচ্ছে বহুবচনাত্মক রূপের বেশীর ভাগই non-neutral morph। অর্থাৎ এই রূপগুলি মূলরূপের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। এই পরিবর্তন একান্তই শারীরবৃত্তীয় কারণে ঘটছে। জিহ্বার অবস্থান এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

৩.৮.৮০ <u>সিদ্ধান্ত</u> -

বাংলা বচন নির্ধারক বিভক্তিগুলির গতিপ্রকৃতি এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাভাষায় বচন দু’প্রকার একবচন ও বহুবচন।

- বাংলা বচনের প্রভাবে বাক্যে ক্রিয়ার গঠনের কোন পরিবর্তণ ঘটে না। সংস্কৃত উৎসজাত প্রতিবেশী ভাষাগুলিতে এই বৈশিষ্ট্যটি দেখা যায় না। তাই বলা যায় বাংলাভাষার এই বৈশিষ্ট্যটি অনার্য উৎস থেকে আনত। এমনকি অনার্য ভাষার মতোই সংখ্যাবাচক শব্দ বস্তুর পূর্বে বসালে বস্তুর একবচন রূপটির পরিবর্তন হয় না। বাংলা বচন পরিচায়ক বিভক্তি বা ব্যাকরণগত রূপগুলির উৎস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জন্মলগ্ন থেকেই সবগুলি ব্যবহৃত হতো না। ‘-রা’ ব্যাকরণগত রূপটির ব্যবহার প্রাচীন বাংলায় ছিল না। আবার বিভিন্ন উপভাষায় একই অর্থের ব্যাকরণগত রূপের বিভিন্ন ধ্বনিগত গঠন — গুলি, গুলা ইত্যাদি।
- বাংলা ভাষার বিরল বৈশিষ্ট্যের একটি বচনের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবার বোঝাতে বহুবচনের প্রয়োগ করা হয়। যেমন - ‘শুভদের বাড়ীটা কোথায় রে?

এক্ষেত্রে শুভদের অর্থাৎ একাধিক শুভ নয়, শুভদের পরিবারকে বোঝানো হয়েছে। এছাড়াও '-রা' '-গুলি' এই ব্যাকরণগত রূপগুলির অর্থ একই কিন্তু এদের ব্যবহার হয় বস্তু এবং মানসিক অবস্থার নিরিখে। মানবেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে '-রা' '-এরা' যোগ হয় না। যখন মানব অর্থ ব্যঞ্জিত হয় তখনই মানবতর প্রানীর সঙ্গে '-রা', '-এরা' প্রযুক্ত হয়। এক্ষেত্রে ইতর প্রাণীকে status বা মর্যাদা প্রদান করা হয়।

- বচন প্রকাশক রূপগুলি পরিবেশ অনুযায়ী কখনও Neutral Morph অর্থাৎ #boundary morph কখনও বা Non-neutral Morph প্রসঙ্গত উল্লেখ্য — '-রা' বিভক্তি বা ব্যাকরণগত রূপটির কথা। এটি সর্বনামের ক্ষেত্রে মূলরূপের গঠনের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায় (তুই > তোরা)। মূল রূপের এতটা পরিবর্তন কারী +Boundary Morph বাংলা ভাষায় বিরলতম।
- বহুবচনাত্মক রূপের ক্ষেত্রে #Boundary Morph -এর থেকেও +Boundary Morph -এর পরিমাণ অনেকবেশী। এক্ষেত্রে +Boundary Morph হওয়ার কারণ একান্তই শারীরবৃত্তিয়।

বচনের ভূমিকা পালনকারী ব্যাকরণগত রূপগুলিকে আমরা সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে বিভক্তি হিসেবে চিনি। বচন নির্ধারক ব্যাকরণগত রূপগুলি পরিবেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট আচরণ করে থাকে।

গ্রন্থসূচি

বাংলা

১. চক্রবর্তী, উদয়কুমার ; ২০০৪ ; 'বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন'; দেজ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩।

২. ভট্টাচার্য, পার্বতীচরণ ; ১৯৭৬ ; বাংলাভাষা ; জিজ্ঞাসা, ১এ কলেজ রো, কলকাতা - ৯।

৩. সেন, সুকুমার ; ২০১১ ; ভাষার ইতিবৃত্ত ; আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা - ০৯।

৪. শ' রামেশ্বর ; ১৯৯৬ / ১৪০৩ ; 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা' পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ০৯।

৫. লাহিড়ী, ড. প্রবোধচন্দ্র ও শাস্ত্রী, হৃষীকেশ ; ২০১৪ ; পাণিনীয়ম, A Higher Sanskrit Grammar Composition ; দি ঢাকা স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী, কলকাতা - ৭৩।

ইংরেজী

i) Chatterji, Suniti kumar ; 1978 ; The Origin and Developmnt of Bengali Languages ; Rupa & Co. Calcutta.

ii) Katamba, Francis and storham, John ; 2006 ; 'Morphology, Second Edition' ; Palgrave, U.K.

দ্বিতীয় ভাগ

নবম অধ্যায়

বাংলা পদ নির্মাণে ব্যাকরণগত রূপের সংবর্তন

৩.৯.১০

পদ

শব্দ বা word বাক্যে সরাসরি ব্যবহৃত হতে পারে না, তাকে পদে রূপান্তরিত হতে হয়। একটি ছকের সাহায্যে দেখালে বিষয়টি স্পষ্ট হবে -

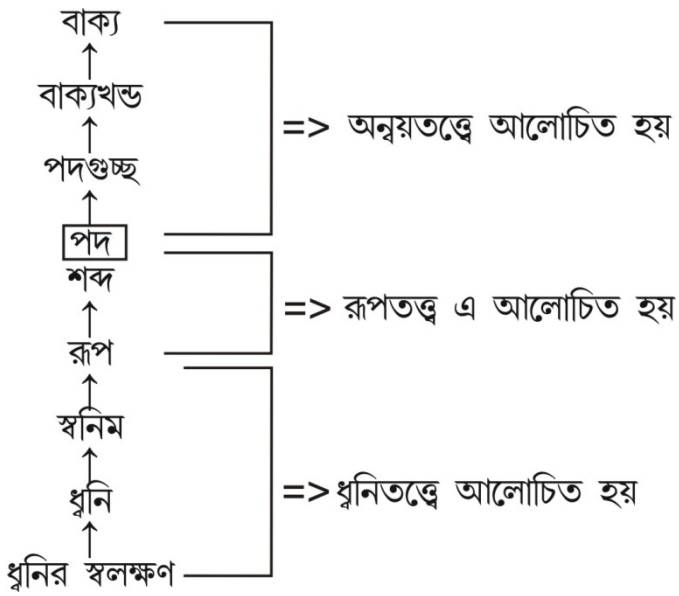

আপদ এমন একটি স্তরে অবস্থিত যেখানে রূপতত্ত্বের আলোচনা এবং আন্বয়তত্ত্বের আলোচনা কেন্দ্রীভূত হয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় হল সেই রূপগুলি যেগুলি ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে। ব্যাকরণগত রূপ ছাড়া পদ গঠিত হওয়া সম্ভব নয়, কারণ ব্যাকরণগত রূপই শব্দকে পদ রূপান্তরিত করে।

পদকে বিভিন্ন ভাষার বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়েছে। গ্রীক ও রোমান ব্যাকরণের অনুসরণে মধ্যযুগে যে পদবিভাগ করা হয়েছে, - Noun, Pronoun, Adjective, Verb, Adverb, Preposition, Interjection প্রভৃতি। আবার পার্সী ব্যাকরণে পদতিভাগ তিনপ্রকার। পাণিনি পদবিভাগ করেছেন তিনটি ভাগে - (১) সুবন্ত - বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্বনাম। এবং (২) তিঙন্তগুলি ছিল ক্রিয়া এবং (৩) নিপাত - অর্থাৎ বাদবাকি উপাদান, বিশেষত অব্যয়।

আমরা পদবিভাগ কিভাবে করা উচিৎ সে নিয়ে আলোচনা করব না। বরং মোটামুটিভাবে বলতে পারি পদের চারটি প্রকার স্পষ্ট রূপে লক্ষ করা যায়।

(১) বিশেষ্য - সর্বনাম (বিশেষ্য এবং সর্বনামকে একই স্তরে আলোচনা করা হয়েছে কারণ ব্যাকরণগত দিক থেকে এদের ভূমিকা একই।)
(২) বিশেষণ
(৩) অব্যয়
(৪) ক্রিয়া

৩.৯.২০.১০

সহজভাবে বললে কোন কিছুর নামকে বিশেষ্য বলে। সংস্কৃত বৈয়াকরনিকরা শব্দকে দু'প্রকার বলেছেন - সিদ্ধ ও সাধিত। সিদ্ধ শব্দ বিশ্লিষ্ট করা যায় না অর্থাৎ একটি রূপ দ্বারা গঠিত, সাধিত শব্দগুলি বিশ্লিষ্ট হতে পারে। উদাহরণ - মা, বাপ, ভাই, বোন, কাঁচ, ইট, পাথর - এগুলি সিদ্ধ শব্দ ও বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় - এগুলি সাধিত। বাংলাভাষায় সিদ্ধ শব্দগুলির মধ্যে বেশীরভাগই বিশেষ্য হয়।

বিশেষ্যের গঠন বচন ভেদে নির্দিষ্ট হয়। বাংলাভাষায় বচন দু'প্রকার একবচন ও বহুবচন। একবচন প্রকাশক কোন ব্যাকরণগতরূপ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। তবে বহুবচনের জন্য নির্দিষ্ট কিছু ব্যাকরণগত রূপ আছে। যেমন - 'রা', '-গুলি' ইত্যাদি কিন্তু এদের প্রভাবে বিশেষণ বা ক্রিয়ার বচনের পরিবর্তন ঘটেনা। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এবিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

বিশেষ্যপদের বিভাজনের ক্ষেত্রে যদি মাপক সজীবতা হয়। তবে বিশেষ্য দু'প্রকার

(ক) জীব
(খ) অ-জীব (তাজমহল মনুমেন্ট ইত্যাদি)

বিশেষ্য পদের বিভাজনের ক্ষেত্রে (পশু, গাছ ইত্যাদি) যদি মাপক প্রাণীবাচক হয় তবে বিশেষ্য দু'প্রকার -

(ক) প্রাণীবাচক / animate বিশেষ্য => যেমন - রাম, শ্যাম
(খ) অপ্রাণীবাচক (বা-প্রাণীবাচক) / inanimate বিশেষ্য => যেমন - গাছ ইত্যাদি।

বিশেষ্যের বিভাজনের পরিমাপক যখন পরিসংখ্যান পদ্ধতি হয় তখন বিশেষ্য দু'প্রকার

(ক) সংখ্যাবাচক => (উদা - ব্যাট, বল, ইত্যাদি)
(খ) পরিমানবাচক => (উদা - জল, বলি ইত্যাদি)

মূর্ত (Concrete) এবং অমূর্ত (Abstract) এর ধারণা অনুযায়ী বিশেষ্যের দুই ভাগ

(ক) মূর্ত => (উদা - বাড়ী, মানুষ ইত্যাদি)
(খ) বিমূর্ত => (উদা - স্বপ্ন, দর্শন ইত্যাদি)

আবার প্রাণীবাচক বিশেষ্যেরও দুভাগে দেখা যায় -

(ক) মানববাচক (+ Human)
(খ) অ-মানববাচক (- Human)

প্রাণীবাচক বিশেষ্য আবার লিঙ্গ অনুযায়ী দু'প্রকার হয় -

(ক) পুংবাচক (Masculine)
(খ) স্ত্রীবাচক (Feminine)

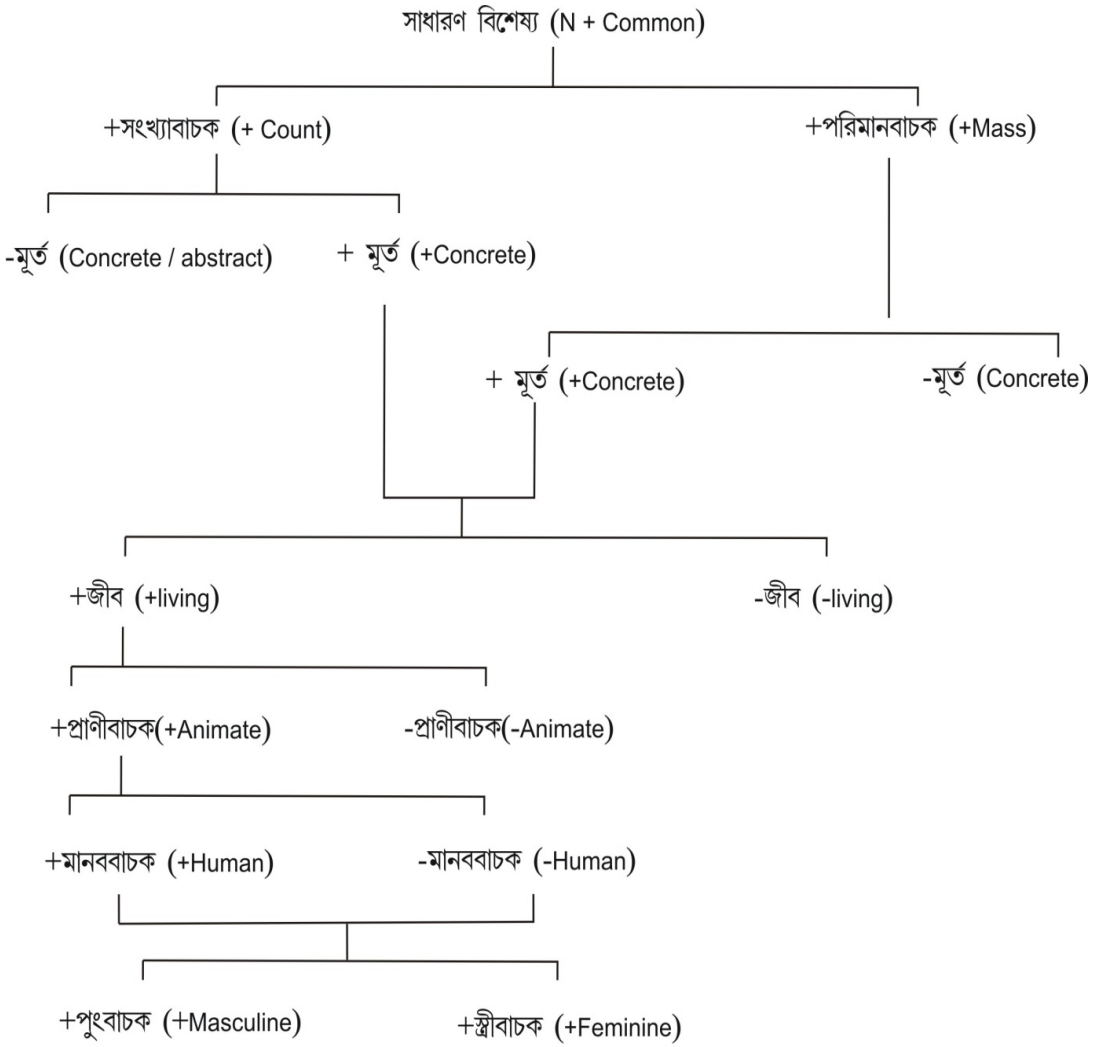

[চক্রবর্তী; ২০০৪; পৃঃ - ৭৪]

বাক্যে বিশেষ্য পদের অবস্থান আমরা PSR/Phrase Structure Rule দ্বারা একটু দেখে নেব। বাক্য - রাম ভাত খায়।

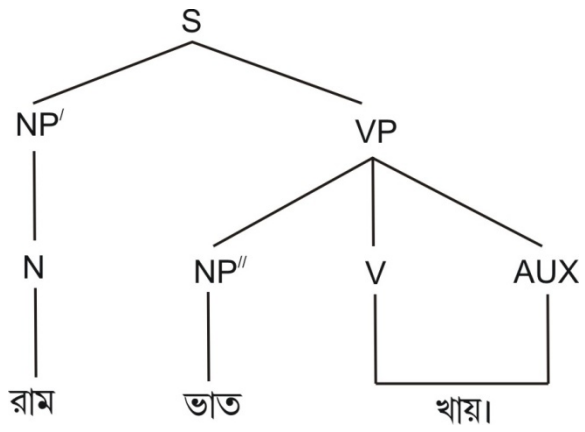

বাক্যে ‘রাম’ ও ‘ভাত’ - এগুলির সঙ্গে শূন্য বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। ‘রাম’-এর সঙ্গে শূন্যবিভক্তি যুক্ত হয়ে কর্তৃকারকের গুরুত্ব প্রদান করেছে, আর ‘ভাত’ এর সঙ্গে শূন্য বিভক্তি কর্মকারকের গুরুত্ব প্রদান করেছে।

● অনেক সময় আশ্রয়মূলক বাক্যের ক্ষেত্রে কিছু কিছু পদগুচ্ছকে বা কখনও বাক্যকে বিশেষ্যীভবণ (Nominalization) করা হয়।

বিশেষ্যীভবনের কারণে নানারকম সংবর্তন ঘটে।

‘‘The evidence for this is the process called nominalization which transforms whole sentences into noun phrases" [Jacobs & Rosenbaum; 1968; 53]

বাক্যের বিশেষ্যীভবন ঘটলে সেটি পদগুচ্ছে রূপান্তিত হয়। বিশেষ্যীভূত বাক্যটি অন্যকোন বাক্যে বিগর্ভিত বাক্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বাক্য ঃ- সে ফুলটি তৈরী করেছে।

অধোগঠন

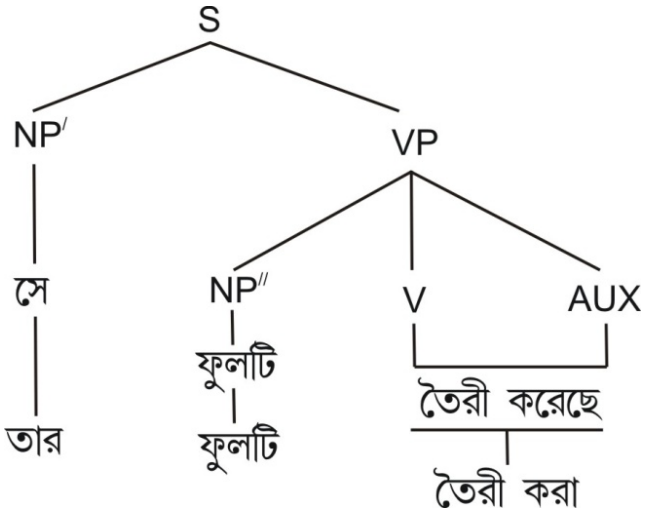

সংবর্তন - বিশেষ্যীভবন বিপর্যাস

অধিগঠন - তার তৈরী করা ফুলটি

● **বাক্য -** সুবীর তার তৈরী করা ফুলটি সেদিন দিয়েছিল।

অধোগঠন -

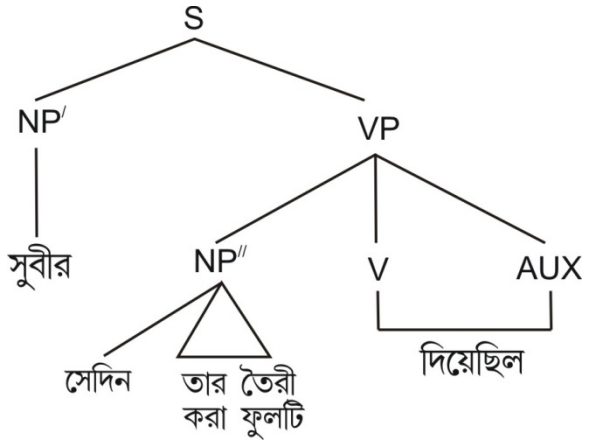

সংবর্তন - বিগর্ভন, বিপর্যাস

অধিগঠন - সুবীর তার তৈরী করা ফুলটি সেদিন দিয়েছিল।

এই বাক্যটির মধ্যে বিগর্ভিত বাক্যটি বিশেষ্যের মতো ব্যবহৃত করেছে। এক্ষেত্রে বিগর্ভিত বাক্যটির বাচ্য পরিবর্তন করার জন্য ক্রিয়াটিকে ক্রিয়াবিশেষ্যে (যাওয়া, পাওয়ানো) পরিণত হয়।

Binding Theory মাধ্যমে বাক্যের উপাদানগুলি পরস্পর সংযুক্ত থাকে। এটি Government and Binding Theory র অন্তর্ভুক্ত। Binding Theory র মাধ্যমে বিশেষ্যকে বিশ্লেষণ করা হয় তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় -

(a) Anphors বা অ্যানাফর। যেমন - আত্মবাচক শব্দ

(b) Pronominals বা আমি, তুমি, সে ইত্যাদি

(c) Referntial Expression - নাম।

'Binding throry is concerned with relations of anaphors, pronuon names and variables to possible antecedent' [Chomsky; 1981; P -6] সম্বন্ধবাচক উপাদানগুলিকে আমরা এই তত্ত্বে বিচার করবো। অনাফোরাও সম্বন্ধযুক্ত বিষয়কে যুক্ত করে। উদাহরণ -

সবাই এক অপরকে সাহায্য করছে।

বিশেষ্যগুচ্ছের সবাই কর্তা এবং 'একে-অপরকে' ক্রিয়াগুচ্ছের - অন্তর্গত। কিন্তু এক্ষেত্রে অপরকে কর্ম হলেও এর মধ্যেও বাক্যের 'কর্তা' ব্যক্তিটিও অন্তর্ভূক্ত। তাই এদের মধ্যে সম্পর্ককে অ্যানাফোরা বলা হয়।

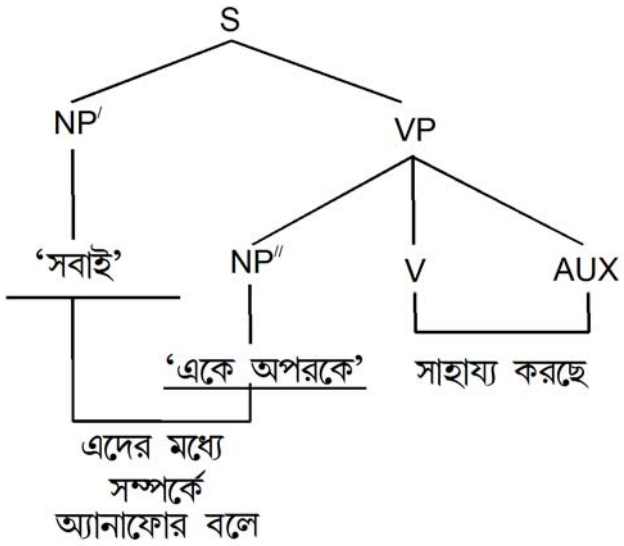

আবার অনেক সময় স্বাধীন সর্বনামের প্রয়োগের জন্য কর্তার সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণের সমস্যা দেখা যায়। একে Pronominal বলা হয়। যেমন -

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার কবিতা পড়তেন।

এখানে 'তার' সর্বনামটি তার নিজের কবিতা অথবা অপরের কবিতা উভয় হতে পারে।

● R-expression - একই শব্দকোষগত উপাদান যদি ভিন্ন ব্যক্তিকে বা বস্তুকে বোঝায় তাহলে তাদের সম্পর্ককে R-expression বলা হয়। যেমন - আমাদের সচীন সচীনের ক্রিকেট খেলা দেখতে ভালো বাসে।

'সচীন' নামের দুই ব্যক্তিকে বলা হয়েছে, কিন্তু একই শব্দকোষগত উপাদান দ্বারা, তাই এদের সম্বন্ধ হল R-expression ।

বিশেষ্যপদের আলোচনায় আমরা দেখলাম বস্তুর নামবাচক এই ব্যাকরণগত উপাদানটি শব্দভান্ডারের বিশেষ অংশকে প্রকাশ করে। বাক্যে বিশেষ্যপদ কখনও অবস্থানগত ভাবে বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকে আবার কখনও নির্দিষ্ট বিভক্তি সহযোগে আবদ্ধ থাকে। আবার শুধু অবস্থান কিংবা বিভক্তি নয় নির্দিষ্ট অর্থের স্তরে ও বিশেষ্যকে বিভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়।

৩.৯.২০.২

বাক্যে ভাষার যে উপাদান বিশেষ্যের পরিবর্তে বসে তাকে সর্বনাম বলে। সুতরাং এটি স্পষ্ট ব্যাকরণগত ভূমিকার দিক থেকে সর্বনাম এবং বিশেষ্য একই ভূমিকা পালন করে। তাই পদের শ্রেণিবিভাগের ক্ষেত্রে সর্বনামকে বিশেষ্যের অংশ বলাই সমীচীন।

বাংলা ভাষার সর্বনাম পদ নিয়ে আলোচনার পূর্বে কি কি সর্বনাম রয়েছে সেটি দেখেনি আমরা-

	প্রকার		পুং/স্ত্রী একবচন / বহুবচন		ক্লীবলঙ্গ একবচন / বহুবচন
উত্তমপুরুষ	সাধারণ	→ (১)	আমি - আমরা মোরা	_____	X
মধ্যমপুরুষ	সাধারণ	→ (২)	তুমি - তোমরা	_____	X
	তুচ্ছার্থে	→ (৩)	তুই - তোরা	_____	X
	সম্মানার্থে	→ (৪)	আপনি - আপনারা	_____	X
প্রথমপুরুষ	সম্মানর্থে	→	আপনি - আপনারা	_____	X
	সাধারণ	→ (৫)	তিনি / সে - তারা	_____	এটা / ওটা / সেটা - এগুলো/ওগুলো/সেগুলো

পুরুষ অনুযায়ী সর্বনামকে দেখা হলে আমরা পাঁচটি ধরণ পাচ্ছি, কারণ মধ্যমপুরুষ এবং প্রথমপুরুষের সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয় একই সর্বনাম (আপনি - আপনারা) তাই একে একটাই ধরণের মধ্যে ফেলব।

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে উত্তম পুরুষ ও মধ্যমপুরুষের সর্বনামটি 'মো' এবং 'আমা' রূপ থেকে এসেছে। ''There are the oblique forms মো < mo > and আমা < ámá > to which the inflections and post-positions (accusative - dative << ē >>, << -rē >>, << kē >>, genitive << -ra >>, locative << -tē >>, instrumental << dwárá, diyá >> etc) are added to form the various cases [Chatterji ; 1978; P - 811]

ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী ব্যক্তিবাচক সর্বানামের পুরুষবাচক বিশেষ্য নামকরণ করেছেন কারণ - সর্বনামের ভূমিকা বা কাজ সম্পর্ণরূপে বিশেষ্যের মতো। সুকুমার সেন ঐতিহাসীক দৃষ্টিতে সর্বনামকে দুভাগে ভাগ করেছেন, পুরুষবাচক (Personal) ও নির্দেশক (Demonstrative)। সাধারণত বললে পুরুষবাচক এ রয়েছে উত্তমপুরুষ ও মধ্যমপুরুষ, আর নির্দেশকে রয়েছে প্রথমপুরুষ, বাংলাভাষার সর্বনামে লিঙ্গভেদ নেই। বচন নিয়ে আলোচনা বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

পুরুষবাচক বিশেষ্য বা সর্বনামের গঠন নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। গঠন জানতে হলে এর মূল রূপ বা Root খুঁজতে হয়ে। ঐতিহাসিক দিক থেকে উত্তমপুরুষের ক্ষেত্রে দুটো মূলরূপ পাচ্ছি - মো, আমা

আদি	একবচন	বহুবচন	সম্বন্ধপদ একবচন	বহুবচন
মো (Mo)	মুই	মোরা	মোর	মোদের
আমা (Ama)	আমি	আমরা	আমার	আমাদের

''মো'' রূপটি পরিবর্তিত হয়ে ''মুই'' হয়েছে। অর্থাৎ /O/ স্বরধ্বনির বদলে /ui/ যৌগিক স্বর হয়েছে।

'মোরা', 'মোর', 'মোদের' - সর্বনামের ক্ষেত্রে '-র', '-দের' বিভক্তিগুলি ব্যাকরণগত রূপ। এগুলির প্রভাবে নতুন অর্থের শব্দ তৈরী হয়নি। শুধুমাত্র ব্যাকরণগত অর্থের পরিবর্তন হয়েছে তাই এগুলি stratum-3 তে অবস্থিত, কারণ এই বিভক্তিগুলির # boundary বা এগুলি nutral morph কিন্তু 'আমরা'-এর ক্ষেত্রে মূল রূপের আকার পরিবর্তন ঘটেছে। তাই এক্ষেত্রে 'রা' রূপটি non-neutral অর্থাৎ + boundary morph তাই এই সর্বনামটি Stratum-1 এ অবস্থিত।

বাংলার উত্তমপুরুষের সর্বনামের মূলরূপ কি? এবং তার উৎপত্তি অথবা বিবর্তন কিরূপ? সেটি নিয়ে নানান মতবিরোধ আছে। যেমন -

সংস্কৃত ময়া > প্রামত্র > অপ. নই > প্রা. বা. ম. মই > আ. বা. মুই [সং * অস্মাম্ (সম্বন্ধ) > প্রা অমহং (কর্ম, সম্বন্ধ) > প্রা - বা অম্হ > ম বা আহ্মা, আহ্ম (প্রাতিপাদিকা) > আ. বা. আমা (তির্যককারক, কাব্যভাষায়), আমা, আম্ - (প্রাতিপাদিক)।

প্রা. প্রাকৃত
অ. প. - অপভ্রংশ
প্রা. বা. - প্রাচীন বাংলা
আ. বা. - আধুনিক বাংলা

● মধ্যমপুরুষের ক্ষেত্রে প্রাচীন বাংলায় - ''tu'' রূপটি মধ্য ও নব্য বাংলায় অবলুপ্ত হয়ে যায়, বরং ''মুই''-এর প্রভাবে ''তুই'' -এর আবির্ভাব হয়।

'তো'-এর সঙ্গে Post position যুক্ত হয়ে 'তোরা' তৈরী হয়েছে। প্রাচীনবাংলায় ''তোহরে'' সর্বনাম পাওয়া যায়, তবে মধ্যবাংলায় ''ব্রজবুলী'' ভাষার রচিত সাহিত্য ছাড়া অন্য কোথাও এর প্রয়োগ দেখা যায় না। এসময় মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থ প্রকারে ব্যবহৃত হত এরূপ কিছু কিছু উদাহরণ - তুঁই, তোয়, তোত্র, তোঁত্র, তোত্রঁ, তোঞ, তোঁঞ, তোঞেঁ, তুঞি, তূঞি, তুই।

''আমি''-র মতোই 'তুমি' মধ্যবাংলার প্রথমদিকে তুম্হি, তোম্হে রূপে পাওয়া যায়। আবার এইসময় আসামে মধ্যমপুরুষের 'তুমি' সর্বনাম পাওয়া যাচ্ছে। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এর base মনে করছেন ''তোমা''।

		কর্তৃবাচ্য		ভাববাচ্য	
	base	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
(১)	tu / to তু / তো	তুই	তোরা	তোর	তোদের
(২)	toma তোমা	তুমি	তোমরা	তোমার	তোমাদের
(৩)	apan আপন	আপনি	আপনারা	আপনার	আপনাদের

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ‘তুমি’-র অর্থ আগে ছিল বহুবচনাত্মক। আধুনিক বাংলায় তা হয়েছে একবচনাত্মক।

/to/ => /tui/

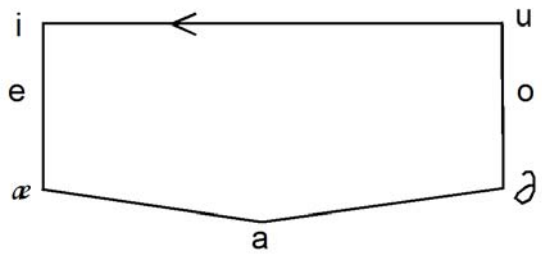

আবার /to/ কে যদি base ধরা হয় বা আরো স্পষ্ট রূপে /to/ যদি আদি রূপ হয় তাহলে বর্তমানে /tui/ হয়েছে। এই Syllable - এ /ui/ অংশটি হল দ্বিস্বর অর্থাৎ diphthong /i/ এবং /u/ ধ্বনিটি উচ্চ ধ্বনি। কিন্তু মুখবিবরের পশ্চাৎ ভাগে উচ্চারিত u ধ্বনিটি ওষ্ঠ কুঞ্চিতভাবে পূর্ণরূপ উচ্চারিত হতে গিয়ে /i/ ধ্বনিটি সম্পূর্ণ উচ্চারিত হতে পারে না। তাই তৈরী হয় যৌগিক স্বর।

তোরা, তোর, তোদের তোমার, তোমাদের এগুলিতে যুক্ত ‘‘-রা, -র, -দের -> রূপগুলি # boundary morph অর্থাৎ neutral marph ফলে এগুলি অবস্থান করছে Stratum-3 তে কারণ এইরূপগুলি কোন অর্থের পরিবর্তন ঘটায় না, শুধুমাত্র ব্যাকরণগত অর্থের পরিবর্তন ঘটে।

আবার ‘‘তোমরা’’-র ক্ষেত্রে ‘‘-রা’’ ব্যাকরণগত রূপটি ‘তোমা’ রূপের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। তাই ‘‘তোমরা’’ সর্বনামে ‘-রা’ রূপটি +boundary অর্থাৎ non-neutral morph এটি stratum-1 এ অবস্থিত।

‘আপন’ base টির আগমন সংস্কৃত থেকে। প্রাচীন বাংলা ভাষায় আপা, আপানা, আপনে প্রভৃতির প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। মধ্যবাংলার আপনে, আপনাক, আপনা, আপন, আপন, আপনার, আপনা প্রভৃতির ব্যবহার পাওয়া যায়। আধুনিক বাংলায় আপনি, আপুনি, আপন, আপনার, আপনা প্রভৃতির ব্যবহৃত হয়। ‘আপন’, ‘base’-

এর সঙ্গে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই + boundary morph যুক্ত হয়। শুধুমাত্র শূন্য রূপ বা Zero Morph যখন যুক্ত হয় তখন এটির গঠনের পরিবর্তন হয় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য Zero Morph সর্বদাই # boundary morph, কারণ Zero Morph এর কোন ধ্বনিগত আকার নেই। তাই মূলরূপের গঠনের পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। আপনারা, আপনাদের প্রভৃতি বহুবচনের ক্ষেত্রে -রা এবং -দের রূপটি যেহেতু + boundary morph -তাই এটি Stratum-1 এ অবস্থিত।

এবার আসা যাক Third Person বা প্রথম পুরুষের ব্যবহৃত সর্বনামের আলোচনায়।

	কর্তৃবাচ্য		ভাববাচ্য	
	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
Third Person প্রথমপুরুষ	সে, তিনি	তারা	তার	তাদের
		সব, সকল		সবার, সকলের

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় Third Person এর base হিসেবে ta (তা), Sa (সা), Sah পাওয়া যায়। মাগধী প্রাকৃতে গিয়ে 'সা' base টি ''সে'' তে পরিণত হয়।

সর্বনামের বিস্তারিত আলোচনায় এটি স্পষ্ট যে সর্বনাম বিশেষ্যেরই অংশ। সর্বনামের পুরুষ অনুযায়ী গঠনের পরিবর্তন বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই +Boundary Morph দ্বারা ঘটে থাকে। উৎসগত দিক থেকেও সর্বনাম বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

৩.৯.৩০.

বিশেষণের দ্বারা বিশেষ্য বিশেষিত হয়। আদিভারতীয় আর্যভাষায় বিশেষণকে বিশেষ্যের থেকে পৃথক করে দেখা হত না। বাংলা ভাষায় লিঙ্গ অনুযায়ী বিশেষণের গঠনের পরিবর্তন খুব কম ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কাল, বচনের প্রভাব বিশেষণে একেবারেই লক্ষ করা যায় না।

প্রাচীনভারতীয় এবং মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় বিশেষণে বিশ্যের মতোই লিঙ্গ বচন বিভক্তি যুক্ত হতো -

বিশেষ্যস্য হি যল্লিঙ্গৎ বিভক্তিবচনে চ বে।
তানি সর্বানি যোজ্যানি বিশেষণপদেষব্পি।।

[লাহিড়ী ও শাস্ত্রী ঃ ২০১৪; পৃঃ - ৪৭৭]

অপভ্রংশে বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষণেরও কারক বিভক্তির বিলুপ্তির ঘটতে থাকে। বাংলায় এই অবলুপ্তির ঐতিহ্য বহন করছে। আধুনিক বাংলায় বহুক্ষেত্রে বিশেষণে স্ত্রীপ্রত্যয়ের ও প্রয়োগ করা হয় না। যেমন - (১) সুন্দর ছেলে ও সুন্দর মেয়ে ('সুন্দরী' সর্বক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না)

বাক্যে বিশেষণ সাধারণত বিশেষ্যের পূর্বে বসে যেমন - 'গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ (→ বিশেষণ) সমীর জীবন জুড়ালে তুমি''

এই বাক্যে সমীর এই বিশেষ্য পদটির গুণ বোঝাতে 'স্নিগ্ধ' বিশেষণ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

বিশেষণের তিনটি প্রকার পাওয়া যায়। বিশেষণ যাকে বিশেষিত করছে অর্থাৎ বিশেষণের ভূমিকা অনুসারে এই শ্রেণি বিভাগ করা হয়।

(১) বিশেষ্যের বিশেষণ → বিশেষ্যের পরিচয়কে বিশেষিত করলে। কৃপণ লোক
(২) বিশেষণের বিশেষণ → বিশেষণকে বিশেষিত করলে খুব - গরম দুধ খাচ্ছে।
(৩) ক্রিয়া বিশেষণ → ক্রিয়াকে বিশেষিত করলে - ধীরে চল

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বিশেষ্যের বিশেষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল পূরণবাচক বিশেষণ এটি বিশেষ্যের কোন সংখ্যার ক্রম নির্দেশ করে যেমন ষষ্ঠ শ্রেণী। এটি একটি নির্দিষ্ট ক্রমের অবস্থানকে বোঝায় বলে এটি সর্বদা একবচন হয়।

বিশেষণের ক্ষেত্রে যখন 'Comparison of Adjective' তুলনামূলক কিছু প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় তখন '-তর', '-তম' প্রত্যয়গুলি ব্যবহার করা হয়। '-তর' দুইয়ের মধ্যে তুলনা হলে এবং '-তম' দুইয়ের বেশী তুলনাযোগ্য হলে ব্যবহৃত হয়। যেমন - বৃহত্তর, মহত্তম। এছাড়াও [-ঈয়স্] ও [-ইষ্ট] প্রত্যয়গুলিও ব্যবহৃত হতো। উদা - প্রেয়সী, কনিষ্ঠ। তবে এই প্রত্যয়গুলি তুলনামূলক অর্থ ছাড়াও ব্যবহৃত হয়। যেমন - ঘোরতর যুদ্ধ। আবার এই প্রত্যয়গুলি ছাড়াও তুলনামূলক অর্থের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন - রামের চেয়ে শ্যাম বড়।

গঠনগত দিক থেকে আবার বিশেষণকে তিনভাগে ব্যবহার করা হয়।

১) একপদী বিশেষণ = ভালো মেয়ে।
২) যৌগিক বিশেষণ = খুব ভালো মেয়ে।
৩) বাক্যময় বিশেষন = সব পেয়েছির দেশ

যৌগিক বিশেষণ থাকলে তাকে আমরা X-bar Theory দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারি। কোন বাক্যে একাধিক বিশেষণ থাকলে এভাবে দেখানো হয়।

বাক্য → খুব কালো মোটা বেঁটে সুন্দর ছেলেটিকে আমি খুঁজছি।

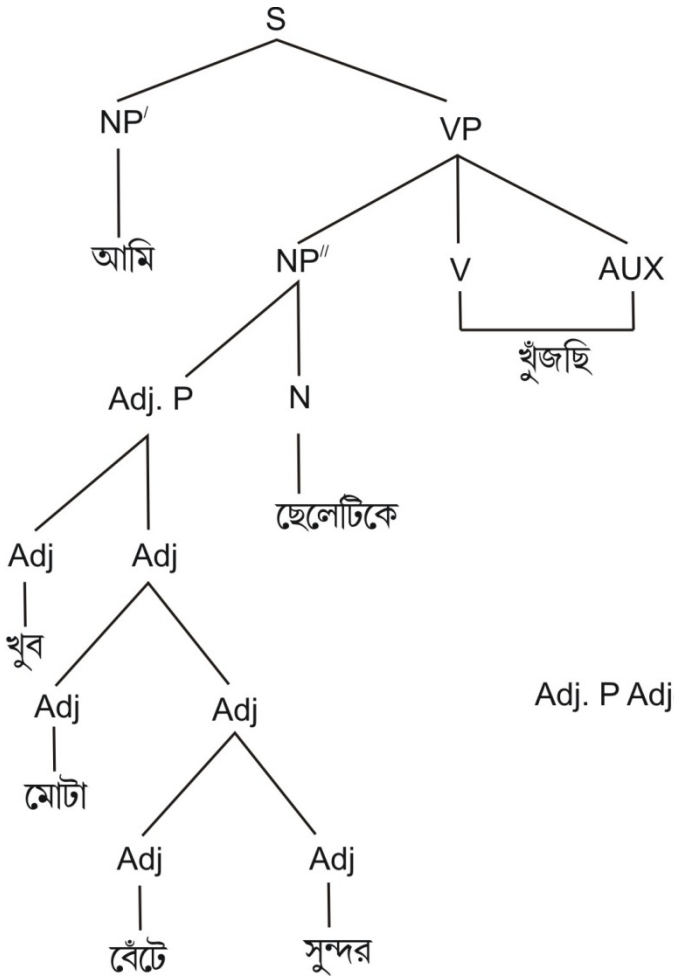

Adj. P Adjective Phrase

X-bar তত্ত্ব X-এর দ্বারা যেকোন প্রধান উপাদানের শ্রেণিকে ধরা হয়ে থাকে। Bloomfield প্রথম এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। তারপর Lyons এই তত্ত্বকে একটি সমকেন্দ্রস্থিত গঠন প্রদানের চেষ্টা শুরু করেন। Jackendoff এই তত্ত্বের একটি endocentric গঠন দেন -

xn - xn-1.....

এখানে x উপাদান বৈচিত্র। x^n বলতে x^0, x', x'' গঠনগুলি। বিন্দু চিহ্ন অন্য উদাহরণকে বোঝায়। (Jackendoff : 1977 : P - 34)

● আধুনিক বাংলায় বিশেষণের ব্যাকরণের প্রোয়গের কোন ভেদ দেখা যায় না বলে এটির বৈশিষ্ট্য অনেকটা অব্যয়ের মতো হয়ে গেছে। যেমন -

(ক) অক্ষম বলে বৃদ্ধাকে কেউ গৃহে রাখলো না।

আবার, অনেক ক্ষেত্রে বিশেষণ বিশেষ্যের মতো ব্যবহৃত হয়। এমনকি বিশেষ্যের মতো কারক বিভক্তিও যুক্ত হয়।

(ক) গরীবের কথাতো কেউ ভাবে না।

● ক্রিয়াপদও বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(ক) থেমে থেমে কথা বললে হবে না। প্রাচীন বাংলা ও মধব্যবাংলায় এরূপ ব্যবহার দেখা যায়।

প্রাচীনযুগের বাংলা - 'দির করি অ মাহাসুহ পরিমাণ।' মধ্য যুগের বাংলা -চৈতন্যচরিত শুন শ্রদ্ধাভক্তি করি' (-ভট্টাচার্য ঃ ১৯৭৬ ঃ পৃঃ ১৮৭)

● সর্বনামও বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ

(ক) এ লোক তার উপকার করেছে।

আবার কখনও বিশেষ্যপদ বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ - এটা একটি টিনের তলোয়ার।

দোষ, গুণ, ধর্ম, অবস্থা, পরিমাণ, সংখ্যা প্রভৃতি যে পদ প্রকাশ করে তাকে বিশেষণ বলা হয়। বিশেষণের আলোচনায় আমরা দেখলাম বিশেষণের ব্যাকরণগত রূপ যুক্ত অবস্থায় কিংবা ব্যাকরণগত রূপের প্রয়োগ ছাড়াও বিশেষণ পদ থাকতে পারে। মূলতঃ অর্থের নিরিখে পদের এই বিভাজন করা হয়ে থাকে। ফলে বিশেষণের কোন নির্দিষ্ট গঠনকে চিহ্নিত করা প্রায় অসম্ভব।

৩.৯.৪০

অব্যয় বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি সেই পদকে যেটি কোন অবস্থাতেই কোন পরিবর্তন হয় না। বিভক্তি, লিঙ্গ, বচন পুরুষে একই রূপ থাকে। সেই সমস্ত পদকে। অর্থাৎ নামের যথার্থ অর্থ করলে দাঁড়াবে ব্যয় বা রূপান্তর নেই তাই অব্যয়।

kiparsk-র তত্ত্ব অনুসারে এদের অবস্থান কখনই কোন Stratum-3 তে হতে পারে না। বাক্যে অব্যায়ের ভূমিকা হিসেবে বলা যায় পদের সঙ্গে পদের সম্পর্ক স্থাপন। আবার অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ মনোভাব প্রকাশের জন্য অব্যয় ব্যবহৃত হয়। তাই অব্যয়কে দু'ভাগে ভাগ করা হয় - যখন সংযোগ স্থাপনের ভূমিকা পালন করে তখন তাকে সম্বন্ধসূচক / সংযোগবাচক অব্যয় বলা হচ্ছে। আর যখন মনোভাব ব্যক্ত করা হয় তখন তাকে মনোভাববাচক অব্যয় বলা হয়।

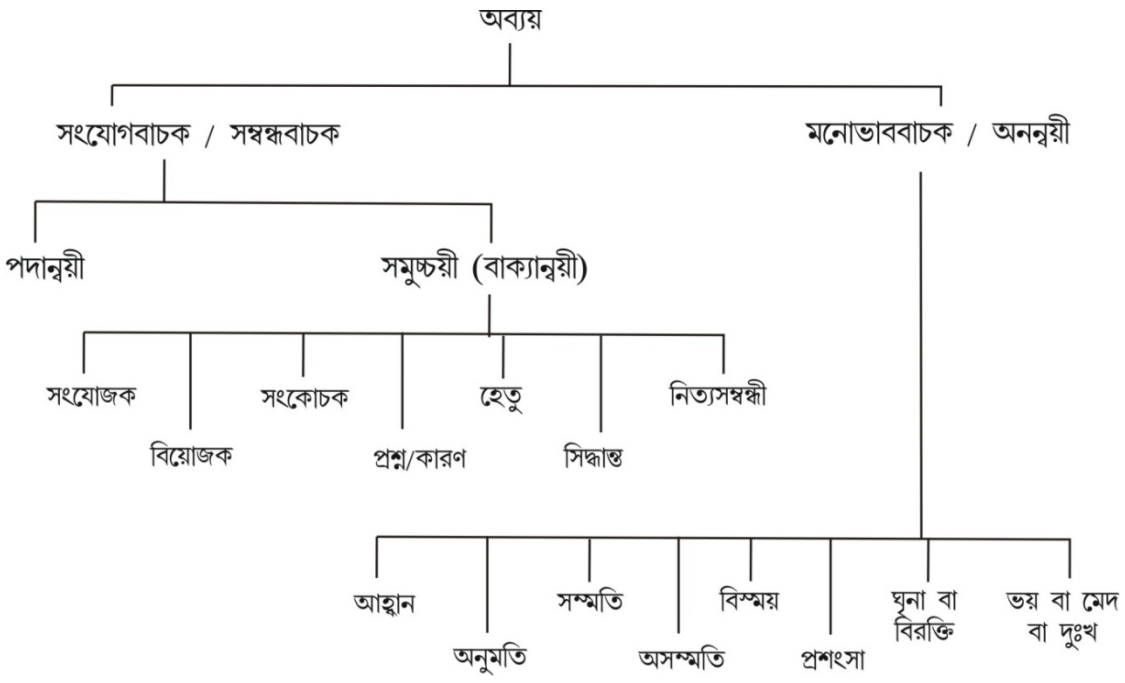

● **পদান্বয়ী অব্যয় ঃ-** বাক্যের মধ্যে যে সকল অব্যয় পদ দুটো পদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে পদান্বয়ী অব্যয় বলে। যেমন - ছাড়া, মতন, পিছনে ইত্যাদি।

রাম ছাড়া শ্যাম অক্ষম।

● **সমুচ্চয়ী / বাক্যন্বয়ী অব্যয় ঃ-** যে সকল অব্যয় একাধিক পদ, বাক্য অথবা বাক্যখন্ড সংযুক্ত বা বিযুক্ত করে তাকে সমুচ্চয়ী / বাক্যান্বয়ী অব্যয় বলে, যেমন - কিন্তু, এবং ও তবু ইত্যাদি।

(১) সংযোজক - সিমি এবং রিঙ্কু বেড়াতে যাবে।

(২) বিয়োজক - রাম স্কুলে গেছে কিন্তু শ্যাম যাবে না।

(৩) সংকোচক - মরব তবু লড়ব না।

(৪) প্রশ্নবাচক - কি করছো?

(৫) কারণাত্মক - তোমার ভুলের জন্য আমার এই অবস্থা।

(৬) সিদ্ধান্তবাচক - তুমি এলে তাই আমিও চলে এলাম।

(৭) সংশয়সূচক - এ কাজ করলে যদি তিনি রেগে যান।

(৮) নিত্যসম্বন্ধীয় বা সাপেক্ষ - ''যত মত তত পথ।''

● বাক্যান্বয়ী অব্যয়ের কাজই হল দুটি বা ততোধিক বাক্যখন্ডের সংযোগ স্থাপন।

[১]

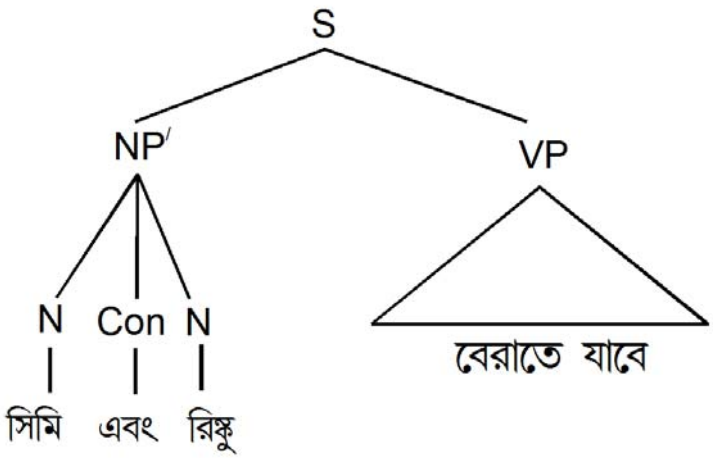

এক্ষেত্রে দুটি বাক্যখন্ডকে (সিমি বেড়াতে যাবে, রিঙ্কু বেড়াতে যাবে) এবং সংযোজক অব্যয় যুক্ত করেছে।

[২]

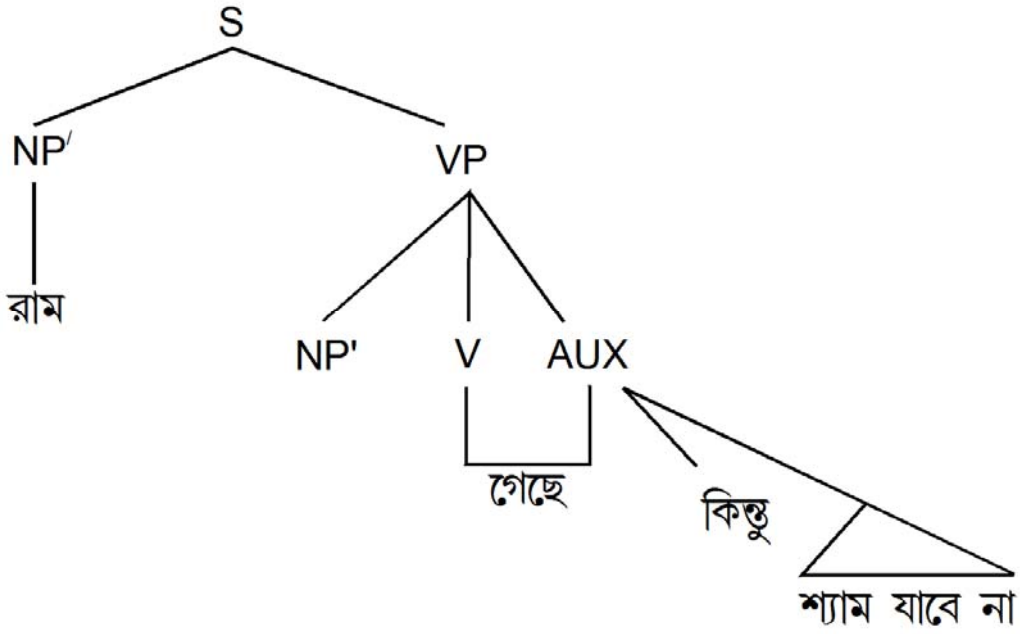

এক্ষেত্রে দুটি বাক্যের অর্থগত দূরত্ব তৈরী করছে ‘কিন্তু’ অব্যয়টি। তাই বিয়োজক অব্যয়।

[৩]

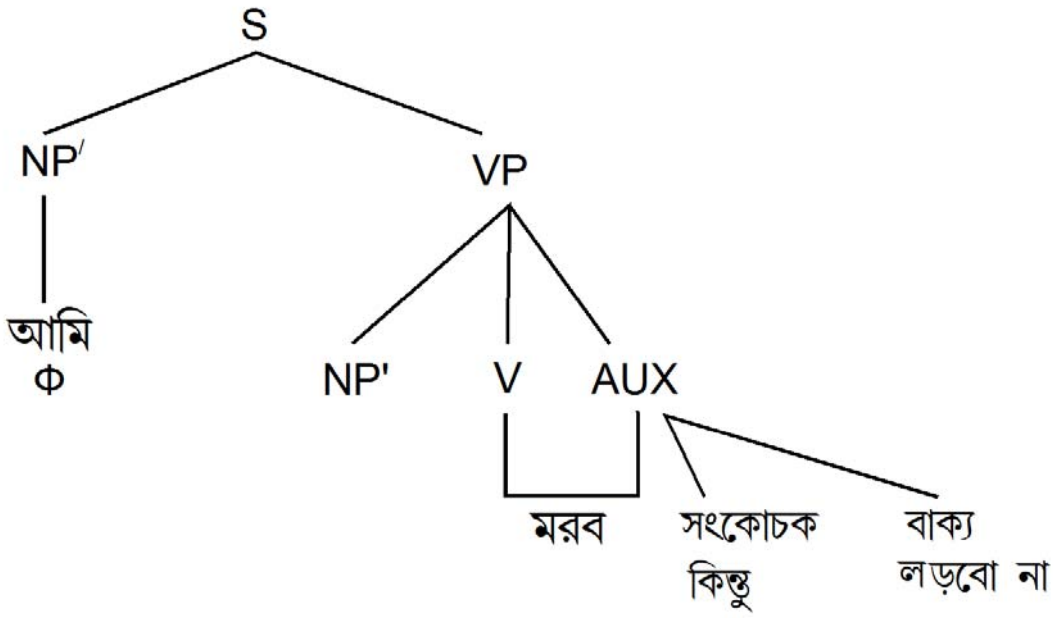

এক্ষেত্রে ‘কিন্তু’ অব্যয়টি প্রয়োগের কারণে ‘আমি’ না ব্যবহার করলেও অর্থের পরিবর্তন হচ্ছে না।

[৪]

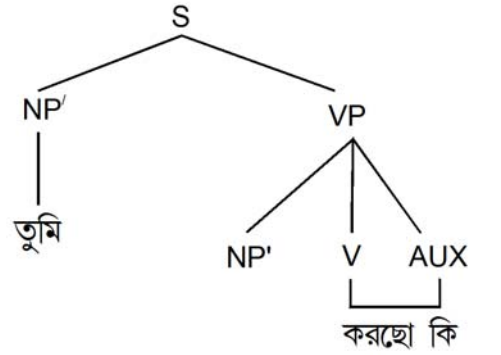

এক্ষেত্রে প্রশ্নবোধক হিসেবে কি অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে

[৫]

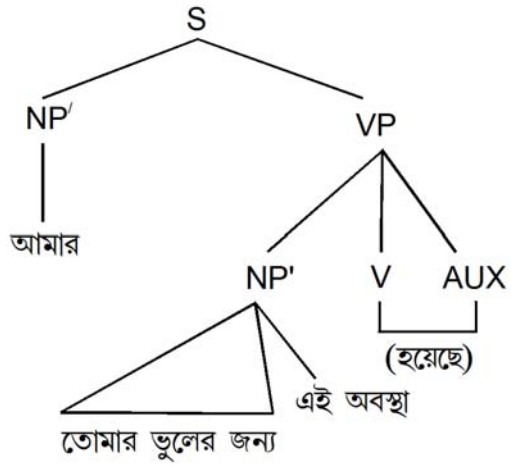

দুটি বাক্যের মধ্যে কারণ হিসেবে বাক্যন্বয়ী অব্যয়টিকে ব্যবহার করা হয়েছে।

[৬]

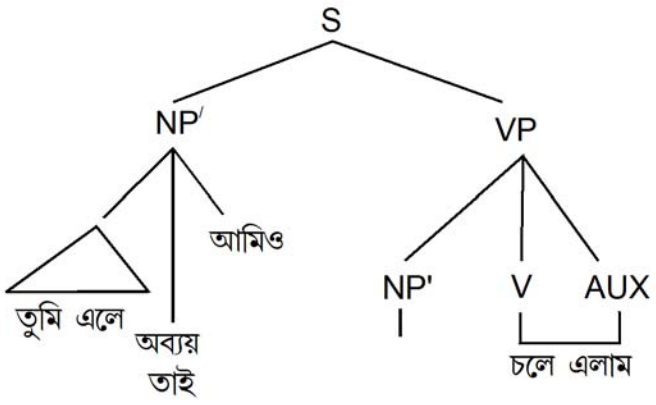

'তাই' অব্যয়টি NP-এ অবস্থান করে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছে

[৭]

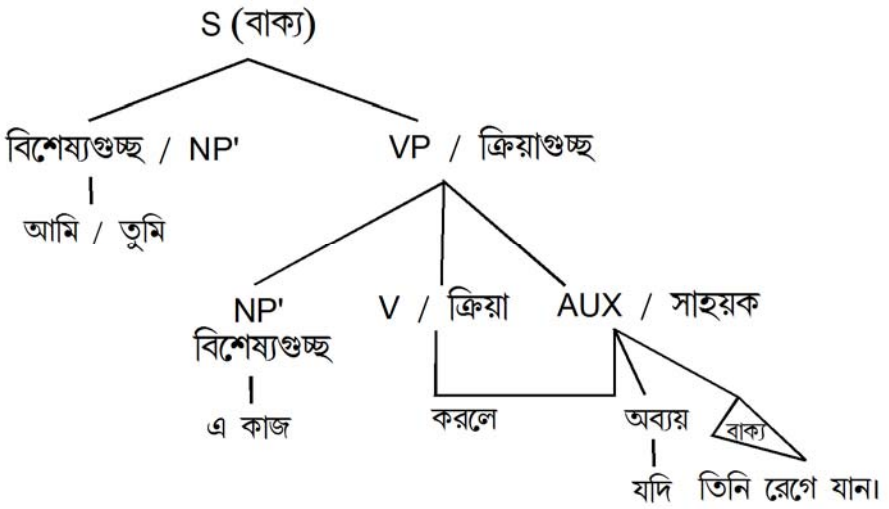

এক্ষেত্রে 'যদি' অব্যয়টি সংশয় অর্থে ব্যবহৃত

[৮]

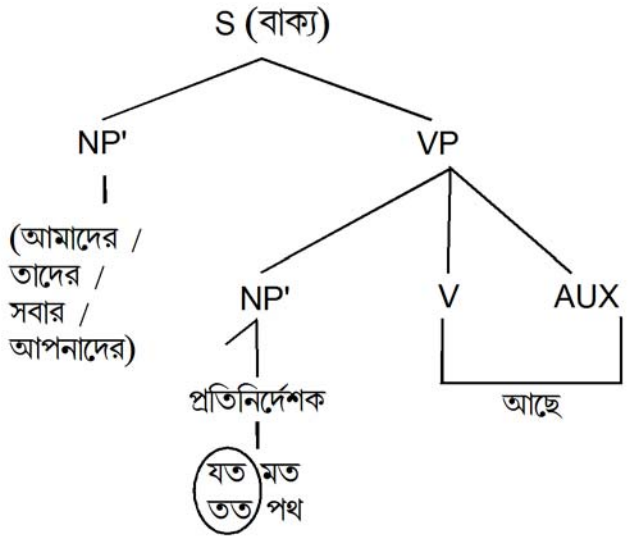

'যত', 'তত'-এই দুটি নিত্যসম্বন্ধীয় অব্যয় ব্যবহার করে সাপেক্ষ অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে।

বাক্যগুলির গঠন PSR তত্ত্ব অনুসারে বিশ্লেষণ করে দেখতে পারলাম যে অব্যয় দুটি বাক্যের সংযোগের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

তাই বাক্যন্বয়ী অব্যয়ের শব্দভান্ডারে যে রূপ গঠন বাক্যেও সেই রূপ গঠন। এদের প্রত্যেকেই আসলে ব্যাকরণগত রূপ। দুটি বা ততোধিক বাক্য খন্ড যুক্ত অথবা বিযুক্ত করা এদের প্রধান কাজ।

● **মনোভাববাচক / অনন্বয়ী অব্যয় ঃ-** যে সকল অব্যয়পদ পদ, পদগুচ্ছ অথবা বাক্যখন্ডের সংযোগ সাধনের জন্য নয়, শুধুমাত্র নির্দিষ্ট মনোভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাকে মনোভাববাচক / অনন্বয়ী অব্যয়।

যেমন - হায়, হায় আমার একি হল

উঃ কি ঠান্ডা।

(১) আহ্বানসূচক / সম্বোধনাত্মক = ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।

(২) অনুমতিসূচক = আচ্ছা ! এবার আমি আসলাম।

(৩) সম্মতিসূচক = আজ্ঞে, আপনি আমায় ডেকেছেন কি?

(৪) অসম্মতিসূচক = কই না তো।

(৫) বিস্ময়সূচক = ও মা! তুমি কখন এলে।

(৬) প্রশংসাসূচক = সাবাস বাঙালী জাতি।

(৭) ঘৃণা ও বিরক্তিসূচক = ধিক্ তোমার বংশের।

(৮) ভয় বা দুঃখসূচক = বাপরে মেরে ফেললো।

(৯) খেদ সূচক = আহা হা এতো একেবারে ছোট।

উদাহরণ থেকে স্পষ্ট যে বাক্যে ব্যবহৃত অব্যয়গুলি একটি নির্দিষ্ট মনোভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এই অব্যয়গুলি একান্তই অর্থের দিক থেকেই ভূমিকা পালন করছে। তাই একে ব্যাকরনগত রূপ কোনভাবেই বলা যায় না।

● অব্যয় অর্থাৎ এমন একটি রূপ বা একাধিক সংযুক্ত রূপ যেটির গঠন শব্দভান্ডার এবং বাক্যেও একই রকম থাকে।

শব্দের বা ধাতুর আগে যে neutral morph / # boundary morph বসে তাকেও অব্যয় বলা হয়। এই prepositional morph - গুলিকে ব্যাকরণে অব্যয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এর আরেক নাম উপসর্গ কিছু কিছু বৈয়াকরণিক একে ''অব্যয় উপসর্গ'' বলে।

উদাহরন - আ + √হৃ + মঞ্ = আহার
হা + ঘরে = হাঘরে

সুতরাং, এই আলোচনার এটি স্পষ্ট যে অব্যয় এমন একটি # boundary morph বা neutral morph / যেটি বদ্ধরূপ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। যখন শব্দের / ধাতুর আদিতে বদ্ধরূপ হিসেবে neutral morph ব্যবহৃত হয় তখন তাকে উপসর্গ -অব্যয়। যে উপসর্গ -অব্যয়গুলি ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে তাকে ব্যাকরণগত রূপ বলা হয়।

ব্যাকরণগত ভূমিকা পালনকারী যে বদ্ধরূপ কখনও বা মুক্ত রূপ ধাতু বা শব্দের পরে বসছে এবং যেটি # boundary Morph তাকেও আমরা অব্যয়ের শ্রেণীযুক্ত করে থাকি। বিভক্তি ও অনুসর্গ এই দুটিকেই ইংরেজী ব্যাকরণ অনুসারে post positional morph বলতে পারি।

● যখন কোন বিভক্তি # boundary morph বা neutral morph হয় তখন তাকে বিভক্তি সূচক অব্যয় বলা হয়।

উদাহরণ - ছেলেরা ফুটবল খেলছে।

''-রা'' - বিভক্তিটি বহুবচন এবং কর্তৃকারকের পরিচয়ক। যেহেতু এটি এই শব্দটিতে boundary Morph এর মতো আচরণ করছে তাই ''-রা'' বিভক্তিটিকে এক্ষেত্রে অব্যয় বলা যায়।

আবার Post Positional Morph এর মধ্যে সেগুলি মুক্তরূপ তাকে অনুসর্গ বলা হয়। এই অনুসর্গগুলিরও শব্দভান্ডারে যে গঠন, বাক্যেও সেইরূপ গঠন তাই এটি অব্যয়। অনুসর্গ যেহেতু নির্দিষ্ট ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে তাই এটি ব্যাকরণগত রূপ।

উদাহরণ - সে কুঠার দিয়ে মেরেছে। (করণকারক পরিচায়ক অনুসর্গ)
[বিঃ দ্রঃ - অনুসর্গ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।]

● বাংলাভাষার শব্দভান্ডারে বহু সংখ্যক ধ্বন্যাত্মক শব্দ রয়েছে। কোন না কোন ধ্বনি অনুকরণে ধ্বন্যাত্মক শব্দের সৃষ্টি হয়। আর যেহেতু ধ্বনি থেকে উৎপন্ন শব্দগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কোন পরিবর্তন ছাড়াই শব্দভান্ডার এবং বাক্যে অবস্থান করে তাই এটি অব্যয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬৫১ টি ধ্বন্যাত্মক শব্দের কথা বলেছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে এর মধ্যে ১২৫টি ক্রিয়াকে বিশেষিত করে অর্থাৎ বাক্যে ক্রিয়াগুচ্ছের অন্তর্গত। এছাড়াও ধন্যাত্মক শব্দের নিজস্ব ধ্বনি ঝঙ্কার রয়েছে। যা বাক্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে বিশেষ উপযোগী ধ্বন্যাত্মক শব্দের উৎপত্তির ক্ষেত্রে বাস্তব ভিত্তি রয়েছে। কোন না কোন ধ্বনির অনুকরনে ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির সৃষ্টি। কিন্তু সেটি সর্বদা কোন ধ্বনিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয় না। বিভিন্ন ভাষাতেই ধ্বন্যাত্মক শব্দ বর্তমান। বাংলা ভাষায় যেহেতু বহুভাষার মিশ্রণ ঘটেছে সেহেতু এই ভাষার বহুভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। তাই ধ্বন্যাত্মক শব্দের মধ্যেও বহুভাষার পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। বাক্যে বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দের অবস্থানও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কারণ অবস্থান অনুযায়ী এদের ভিন্ন অর্থ হয়।

[১]

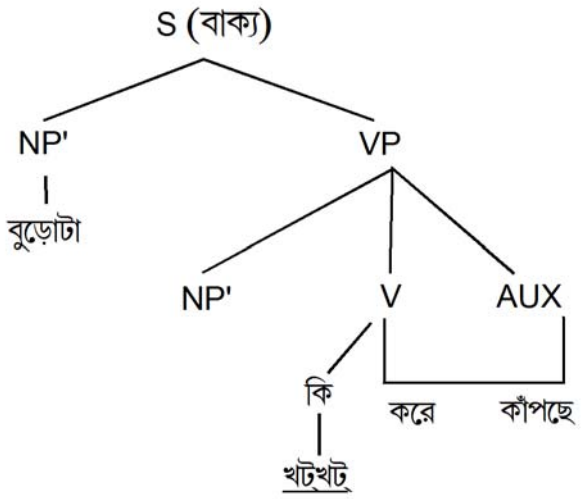

[২]

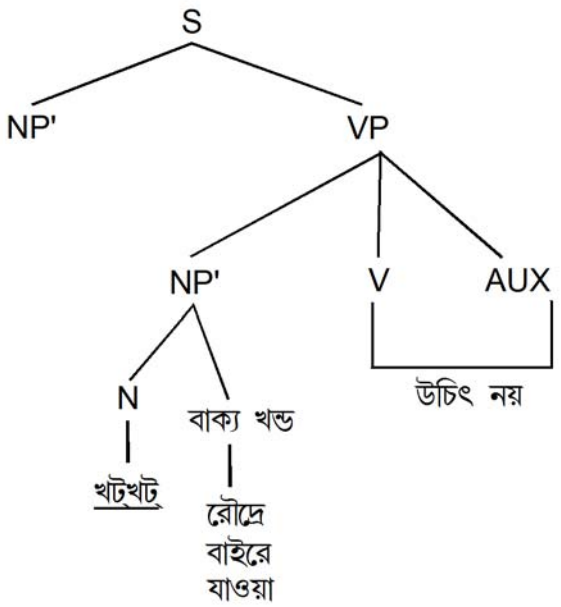

ধ্বন্যাত্মক শব্দ বা অব্যয় নির্দিষ্ট অবস্থানে নির্দিষ্ট অর্থবহন করে।

এখন আমরা আলোচনা করবো অব্যয়ের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি। শব্দভান্ডারে অব্যয় হিসেবে চিহ্নিত রূপগুলি বিশেষ বিশেষ বাক্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

Kiparsky - র কোন stratum -এ এই রূপগুলি অবস্থিত নয়, বরঞ্চ শব্দকোষ / ভান্ডার থেকে এরা সরাসরি কোন পরিবর্তন ছাড়াই বাক্যে উপস্থিত। আর সবচেয়ে

আশ্চর্যের বিষয় হল এই রূপগুলি সাধারণত অব্যয় হিসেবে পরিচিত। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে অন্যপদের মতো ব্যবহৃত হয়েছে।

যেমন -

(১) আমি তোমাকে 'না' বলতে পারবো না।

↓

এই অব্যয়টি বিশেষ্য রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে

(২) তিনি লাল বিষয়ে কথা বলেন।

↓

এই অব্যয়টি বিশেষণরূপ ব্যবহৃত হচ্ছে।

(৩) তোমার মতো আমি আর একটিও দেখিনি।

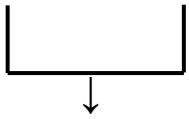

এই অব্যয় দুটি সর্বনাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

(৪) তার মন ভালো নেই ।

↓

এই অব্যয়টি ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে

(৫) সে এবার অবশ্যই যায়।

↓

এই অব্যয়টি ক্রিয়া বিশেষণ রূপ ব্যবহৃত

(৬) এই বালিশটা তুলতুলে নরম।

↓

এই অব্যয়টি বিশেষণের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত।

অব্যয় হল বাংলা শব্দভান্ডারের এমন একটি উপাদান যেটির গঠন কখনও পরিবর্তন হয় না।

● অব্যয় নিয়ে আলোচনায় এটি স্পষ্ট শব্দভান্ডারে এমন একটি উপাদান যার পরিবর্তন হয় না। এই কারণে পণিনি তার অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে অব্যয়ের যে সংজ্ঞাটি দিয়েছেন তা প্রকৃত অর্থেই যথার্থ।

সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু সর্বাসু চ বিভক্তিষু।
বচনেষু চ সর্বেষু যন্ন ব্যেতিতদব্যয়ম্।। [লাহিড়ী; ২০১৪; P-47]

অর্থাৎ লিঙ্গ, বিভক্তি, বচন এর কোন প্রভাব অব্যয়ে থাকে না।

৩.৯.৫০ ক্রিয়াপদ ঃ-

ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়ে যে পদ গঠিত হয়। তাকে ক্রিয়াপদ বলা হয়। যে কোন ক্রিয়াপদেকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি অংশ পাওয়া যায়। ধাতু যা ক্রিয়ার অর্থ বহন করে। মাঝে থাকে প্রত্যয় এবং শেষে থাকে বিভক্তি (ধাতু + প্রত্যয় + বিভক্তি = ক্রিয়াপদ)।

যেমন -

ধাতু	প্রত্যয়	বিভক্তি	
√কর্ +	-তে - +	-এন	= করতেন
√ চল্ +	- অ - +	- ছি	= চলছি

● **গঠন অনুযায়ী ক্রিয়ার দু'প্রকার পাওয়া যায়।**

ক্রিয়া
- ক্রিয়ারূপ = সরল ক্রিয়া (Simple Verb) (উদাঃ - সে ভাত খায়)
- ক্রিয়ার সমাহার
  - যৌগিক ক্রিয়া (Compound Verb) (উদাঃ সে দৌড়ে এল)
  - সংযোগমূলক ক্রিয়া (Conjunct Verb) (উদাঃ তিনি খেতে যাবেন)

(চক্রবর্তী, ২০০৪, পৃ - ১২৮)

● অর্থ অনুযায়ী ক্রিয়ার দু'প্রকার রূপ পাওয়া যায় - সমাপিকা ও অসমাপিকা

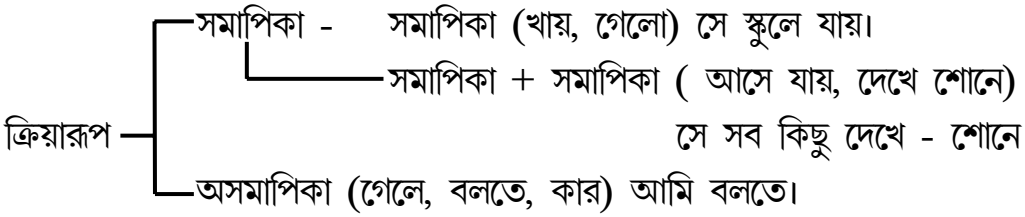

(চক্রবর্তী, ২০০৪, পৃ - ১২৯)

অসমাপিকা ক্রিয়ার গঠনের ক্ষেত্রে 'এ' ও '-তে' ব্যাকরণগত রূপগুলি যুক্ত হয়। ক্রিয়াপদের গঠন বিশ্লেষণে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। ক্রিয়াপদের গঠনের বিশ্লেষণ করে আমরা দুটি রূপ পেয়েছি। (১) মৌলিক ক্রিয়া - (২) ক্রিয়ার সমাহার

(১) মৌলিক ক্রিয়া - যে সকল ধাতু স্বয়ং সিদ্ধ, যাদের বিশ্লেষণ করা যায় না অর্থাৎ মৌলিক সেই সকল ধাতুকে সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু বলে। মৌলিক ধাতু নিষ্পন্ন ক্রিয়া রূপকে মৌলিক ক্রিয়া বলা হয়।

যেমন - আমি জানলাম।

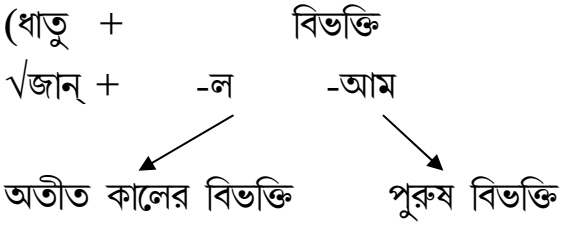

(২) ক্রিয়ার সমাহার ঃ-

ক্রিয়ার সমাহারের দুটি প্রকার পাওয়া যায়। যৌগিক ক্রিয়া এবং সংযোগমূলক ক্রিয়া

(A) যৌগিক ক্রিয়া - সাধিত ধাতু (ধাতু বা নামশব্দ সঙ্গে 'আ' বা 'ওরা' বিস্তার বিভক্তি / প্রত্যয় যোগে গঠিত ধাতু) এবং যৌগিক ধাতু (দুটি দ্বারা একটি action । কাজকে বোঝানো। এক্ষেত্রে '-তে' / '-এ' বিভক্তি দ্বারা অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপান্তরিত করতে হবে। নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদকে যৌগিক ক্রিয়া বলা হয়। যেমন -

(ক) ধাতু + প্রত্যয় বিস্তার বিভক্তি = সাধিত ধাতু
√নাচ্ + -আ = নাচা (নাচানো অর্থে)

মা ছেলেটিকে নাচাচ্ছে।
ধাতু ব্যাকরণগত রূপ

নাচাচ্ছে = √নাচা + √আছ(যৌগিক কালের প্রকার প্রকাশক সহায়ক ধাতু) + এ (বর্তমানকাল বিভক্তি প্রথম পুরুষ - বিভক্তি)।

প্রসঙ্গ উল্লেখ্য √আছ ধাতু দ্বারা গঠিত '-ছ-' এবং '-এছ' বিভক্তিকে Hook এবং পবিত্র সরকার বাংলার কালের প্রকার বিভক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ''চ্ছ'' হল '-ছ'-এর allomorph.

(Hook : 1974 : |5|-|54)

(সরকার ঃ ১৯৮৩ ঃ ১৫৭)

আমরা একে √আছ বা - ছ - এবং - ইআছ - বা '-এছ-' যে রূপটি গ্রহণ করি না কেন উভয় রূপকেই ব্যাকরণগত রূপ বলতে পারি।

(খ) নামধাতু নিষ্পন্ন যৌগিক ক্রিয়া উদাঃ

নামপদ		বিভক্তির		সাধিত - ধাতু
শব্দ	+	বিস্তার / প্রত্যয়		
ঘুম	+	আ	=	ঘুমা -

● খোকা ঘুমালো।

সাধিত		বিভক্তি				যৌগিক ক্রিয়া
ধাতু	+					
ঘুমা	+	-ল	+	ও	=	ঘুমালো
	-	অতীতকাল		↓		
	-	সাধারণ				
		প্রকার		প্রথমপুরুষ		

(গ) যৌগিক ধাতু দ্বারা নির্মিত ক্রিয়ার অন্ত্যের ক্রিয়ার মূলধাতু সাধারণত √পড়, √দ, √থাক, √সফল, √উঠ, √বাক্স, √লাগ, √দে, √যা, √আস, √চল ইত্যাদি হয়ে থাকে। আদির ক্রিয়াটি অসমাপিকা হয়।

বাক্য - তুই তাড়াতাড়ি উঠে পড়্।

ধাতু	+	বিভক্তি		যৌগিক ক্রিয়া
√উঠ্	+	-এ	=	উঠে
√পড়্	+	শূন্যবিভক্তি	=	পড়্

আধোগঠন -

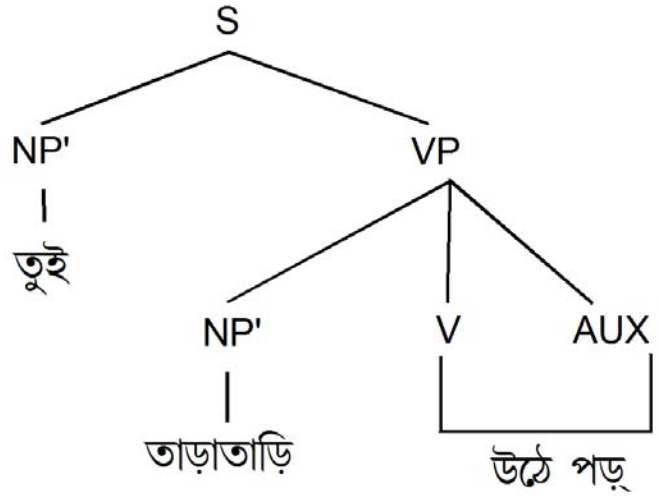

আধোগঠন -তুই তাড়তাড়ি উঠে পড়

(B) সংযোগমূলক ক্রিয়া ঃ-

যখন ক্রিয়ার সমাহারে দুটি ধাতুর দ্বারা দুটি action / কাজকে বোঝানো হয় তাকে সংযোগমূলক ক্রিয়া বলে।

যেমন - তিনি ওখানে গিয়ে খাবেন।

আধোগঠন -

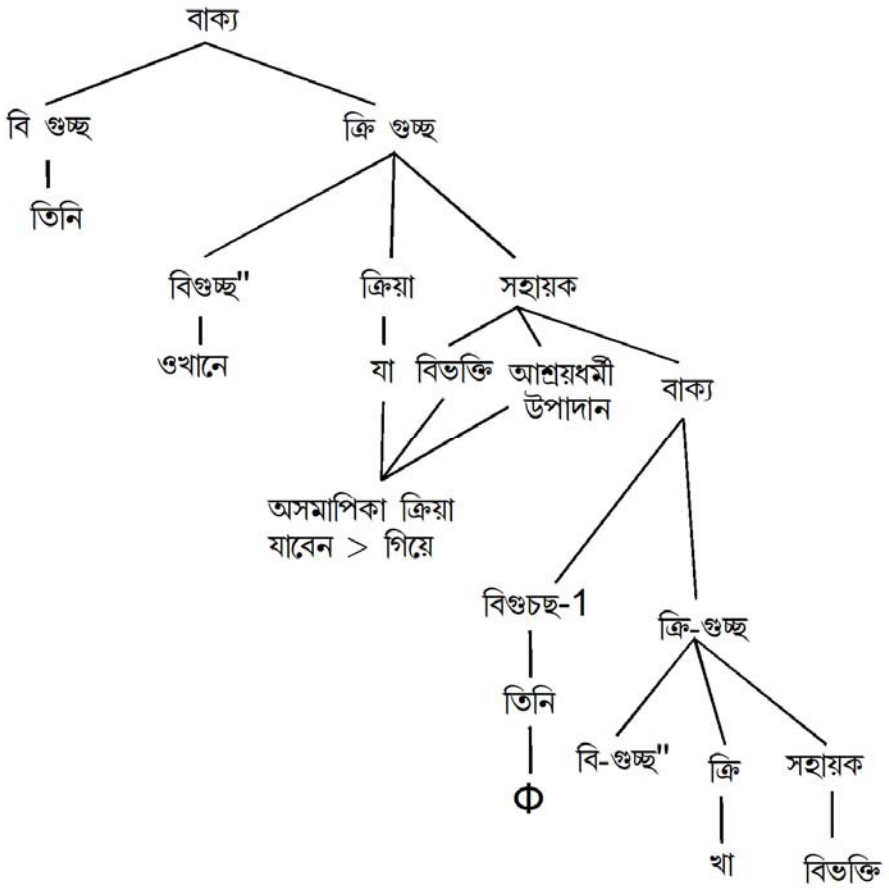

অধিগঠন তিনি ওখানে গিয়ে খাবনে।

● সুতরাং ক্রিয়া সমাহারে আমরা যে সূত্রটি পেলাম -

ক্রিয়া সমাহার = প্রাক্ ক্রিয়া + ক্রিয়ারূপ

Phrasal Verb = Pre Verb + Verb Form

[চক্রবর্তী ২০০৪ পৃ - ১৩৫]

Simple Verb = - Pre Verb + Verb form

সরলক্রিয়া = - প্রাক্ক্রিয়া + ক্রিয়ারূপ

● প্রসঙ্গত ক্রিয়ারূপের আলোচনায় অর্থের দিক থেকে ব্যবহৃত দুটি বিষয়কে আমরা বিশ্লেষণ করে নেব। বিষয় দুটি হল

(ক) নিজন্ত ক্রিয়া বা আত্মবাচক বাক্য

(খ) নাস্ত্যর্থক ক্রিয়া

(ক) সাধারণত ধাতু মূলের সঙ্গে প্রত্যয় যোগে নিজন্ত ক্রিয়া হয়। এইরূপ ক্রিয়া আত্মবাচক বাক্যের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। আত্মবাচক সর্বনাম দ্বারা এইরূপ বাক্য গঠিত হয়। যেমন - নিজে, নিজেরা, আপনি, স্বয়ং, খোদ, আপসে, আত্মবাচক সর্বনাম প্রয়োগ সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

''বাক্যের কোনও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিশেষ জোর দিয়া বলিবার জন্য অথবা 'কাহারও সহায়তায় নহে বুঝাইবার জন্য, বিশেষ্যের অথবা সর্বনামের সহিত নিজ, আপনি, স্বয়ং(স্বয়ম্) - প্রভৃতি কতগুলি আত্মবাচক সর্বনাম প্রযুক্ত হয়। (চট্টোপাধ্যায় ঃ ১৯৪২ ঃ পৃ - ৩৩১)

উদাহরণ -

(১) তিনি নিজেই গেলেন।

(খ) নাস্ত্যর্থক ক্রিয়া (Negative Verb)

নিষেধ যার অর্থ সেই ক্রিয়াকে নাস্ত্যর্থক বা নঞর্থক ক্রিয়া বলা হয়।

প্রাচীনভারতীয় ভারতীয় আর্যভাষায় 'ন' নিষেধ অর্থে ব্যবহৃত হতো। প্রত্নভারতীয় এবং মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় 'ন' ক্রিয়ার পূর্বে ব্যবহৃত হয়, ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় থাকতো না; -

ন গচ্ছতি, ন জানাতি।

প্রাচীন বাংলাতেও 'ন' নিপাত রূপটি ক্রিয়ার পূর্বে ব্যবহৃত হত = জোইনি তিই বিনু খানহিঁ ন জীবমি কিন্তু আধুনিক বাংলায় ক্রিয়ার পরবর্তী অবস্থান লাভ করেছে। যেমন = আমি খাবো না।

বাংলায় ‘ন’ এবং ক্রিয়ারূপ একাঙ্গীভূত হয়ে গেছে। ন + √ভূ > ন + ভভ > নহো - নহ বর্তমান - নহে, নহ, নহি -

অনুজ্ঞা - না থো

অতীত - নহিল, নহিলে, নহিলাম

ভবিষ্যত - নাহিবে, নহিবে, নহিব

নিত্যবৃত্ত - নহিত, নহিতে, নহিতাম।

- ‘নাই’ বাংলায় অব্যয় রূপেও ব্যবহৃত হয়।
- রাঢ়ী উপভাষায় ‘√নার’ ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়। - নারে, নারিবে, নারিল, নারি, নারিনু প্রভৃতি।

নঞর্থক এই রূপটি কখনও মুক্তরূপ হিসেবে কখনও বহুরূপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি ব্যাকরণগত রূপ না হলেও অর্থগত দিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ক্রিয়া রূপের বিশ্লেষণে আমরা দেখলাম বাংলা ক্রিয়ারূপের মূল শুধুমাত্র ধাতু নয়, কখনও শব্দও ক্রিয়ার মূল রূপ হচ্ছে। এছাড়াও বাংলা ক্রিয়ার মূল রূপের সঙ্গে একাধিক ব্যাকরণগত রূপ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়। ফলে এই ব্যাকরণগত রূপগুলি প্রায় সকলেই Non-neutral Morph অর্থাৎ + boundary Morph.

৩.৯.৬০

ব্যাকরণগত রূপের সংবর্তন প্রসঙ্গে আমরা বাংলা পদের বিশ্লেষণ করেছি। এই আলোচনায় যে দিক গুলি উঠে এসেছে -

- বিশেষ্য পদ কোন কিছুর নামকে বলা হয়। বস্তুর সজীবতা, পরিমাপন পদ্ধতি এবং মূর্ততা অনুযায়ী তাকে বিভাজিত করা হয়।

- আশ্রয়মূলক বাক্য গঠনের জন্য বিগর্ভিত বাক্যকে বিশেষ্যীভূত করা হয়। এক্ষেত্রে ব্যাকরণগত রূপগুলি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

- গঠনগত দিক থেকে এক বা আলাদা উপাদানগুলি বাক্যে Government and Binding Therory দ্বারা সংযুক্ত থাকে।

- সর্বনাম বিশেষ্যের পরিবর্তে বসে তাই সর্বনাম বিশেষ্যের অংশ। বাংলা সর্বনামগুলি গঠনগত দিক থেকে ব্যাকরণগত রূপের প্রভাবে সর্বাধিক প্রভাবিত হয়েছে।

- বিশেষ্য, ক্রিয়াও বহু ক্ষেত্রে বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলে শব্দভান্ডারে বিশেষণ হিসেবে নির্দিষ্ট শব্দ বাক্যে ব্যাকরণগত অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে।

- ব্যাকরণগত ভূমিকা পালনকারী অব্যয়গুলি কখনও মুক্তরূপ কখনও বদ্ধরূপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলে Prefix (উপসর্গ), Suffix (প্রত্যয়), Post Positional Morph (অনুসর্গ) - এর মধ্যে যারা # Boundary Morph তাদেরকে আমরা ব্যাকরণগত ভূমিকা পালনকারী অব্যয় হিসেবে গ্রহণ করেছি।

- ধ্বন্যাত্মক শব্দকেও আমরা ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করতে দেখি। তবে বাক্যের গঠন অনুযায়ী এরা অবস্থানে নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে।

- ক্রিয়াপদের আলোচনায় আমরা দু'প্রকার ক্রিয়ার গঠন পেয়েছি। প্রথমটি হল মূল ক্রিয়ার রূপ (Pre Verb থাকে না) এবং দ্বিতীয়টি হল ক্রিয়ার সমাহার (Pre Verb থাকে)

- ক্রিয়া বিভক্তিগুলি কখনও এক সঙ্গে একাধিক ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে। ফলে এক্ষেত্রে একাধিক Morpheme কে একটি Morph দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

- ক্রিয়ারূপে বিশ্লেষিত ব্যাকরণগত রূপগুলি বেশীরভাগই boundary morph অর্থাৎ Non-neutral morph । তাই Kiparsky বর্ণিত ছকের Stratum-1 এ এর অবস্থান।

সবশেষে বলা যায় বাংলা ভাষার ব্যাকরণগত রূপগুলি বিচিত্র পথে সংবর্তিত হয়। এই সংবর্তনের ক্ষেত্রে কখনও বাংলা বাক্যের গঠন এবং কখনও বা বাক্যের অর্থ প্রধান ভূমিকা পালন করে।

গ্রন্থসূচি ঃ-

বাংলা -

১) চক্রবর্তী, ড. উদয়কুমার; ১৯৯৮; 'বাংলা সংবর্তনি ব্যাকরণ; অরবিন্দ পাবলিকেশন।

২) চক্রবর্তী, ড. উদয়কুমার; ২০০৪; বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন দেজ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩

৩) ভট্টাচার্য, পার্বতী চরণ; ১৯৭৬; 'বাংলাভাষা'; জিজ্ঞাসা, ১এ কলেজ রো, কলকাতা - ০৯

৪) সেন, সুকুমার; ২০১১; ভাষার ইতিবৃত্ত; আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা - ০৯

৫) লাহিড়ী, ড. প্রবোধচন্দ্র ও শাস্ত্রী, হৃষীকেষ; ২০১৪ ও পাণিনীয়ম A Higher Sanskrit Grammar and Composition; দি ঢাকা স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী, কলকাতা - ৭৩

ইংরেজী -

1. Chatterjee, Sumiti Kumar; 1978, "The Origin and Development of Bengal Languages; Rupa & Co. Calcutta.

2. Chmsky, N, 1965 : Aspacts of the theory of Syntax (Cambridge, M.A. : MIT Press.

3. Chomsky, N; 1981; Lectures on Government and Binding; Foris; Dordrecht

4. Jacobs, Roderick A, & Rosenbaum, Peter S 1968; English Transformational Grammar, blaisdell Pub. Co Printed in U.S.A.

দশম অধ্যায়

বাংলা বাক্যের ক্রিয়াগুচ্ছের ক্রিয়া ও সহায়ক অংশের ব্যাকরণগত রূপের সংবর্তন

৩.১০.১০

বাংলা ব্যাকরণগত রূপের আলোচনায় Post Lexical স্তরের আলোচনা অত্যাবশকীয়। এক্ষেত্রে দেখবো ব্যাকরণগত রূপগুলি Lexical স্তরেই যুক্ত হচ্ছে কিন্তু তাদের যুক্ত হওয়ার কারণ বাক্যে বা অন্বয়ে নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন। অর্থাৎ Syntax বা অন্বয়ের কারণেই নির্দিষ্ট ব্যাকরণগত রূপ যুক্ত হয়।

ক্রিয়াপদ সম্পর্কে আমরা পূর্বের অধ্যায়ে জেনেছি। এই অধ্যায়ে দেখবো বাক্যে ক্রিয়াপদে কি কি ব্যাকরণগতরূপ যুক্ত হয়। কাল ও পুরুষ বিভক্তি ক্রিয়াপদের অত্যাবশকীয় উপাদান। বাক্যের সম্পাদক অর্থাৎ উদ্দেশ্য অংশের কর্তার পুরুষ অনুসারে ক্রিয়ায় পুরুষ বিভক্তি যুক্ত হয়। কাল বিভক্তি আবার ক্রিয়ার নির্দিষ্ট কাল পরিচায়ক, পুরুষ বিভক্তি যুক্ত হয় ক্রিয়ার অন্তে।

৩.১০.২০

ক্রিয়া পদের সঙ্গে যুক্ত বিভক্তিগুলি আধুনিক বাংলায় হঠাৎ করে ব্যবহৃত হয়নি। এগুলির ব্যবহার বাংলা ভাষায় প্রাচীন এবং মধ্যযুগেও পাওয়া যায়। যেমন - কাল বিভক্তি - এ, ইল, - ইবে, - ইত।

- মধ্য বাংলায় এঁ, এহেঁ বিভক্তির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। ‘এহেঁ’-এর বিভক্তিটিরই আরেকটি ক্ষুদ্রতম আকার যুক্ত রূপ হিসেবে - এঁ ব্যবহৃত হত। যেমন - আনিলেঁ, আনিলেহেঁ, করায়িলেঁ, সাধিলেহেঁ। আধুনিক বাংলায় ‘এ’ বিভক্তির ব্যবহার হতে থাকে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে এহেঁ > -এঁ > - এ এরূপ বিবর্তনের মাধ্যমে। আধুনিক বাংলায় প্রবেশ করেছে। আসামি ও ওড়িয়াতে এই রূপটি পাওয়া যায়নি তবে মৈথিলি এবং মাগধী ভাষায় এবং ভাবে একই বিভক্তির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। যেমন - দেখালেঁ দেখালেই, দেখালাহি।’’ [Chatterjee; 1978; P-981]

- প্রাচীন বাংলায় ‘ইল’ বিভক্তিটির তিনটি রূপ পাওয়া যেত - ila (<-illa), -ilawa, ilaa (<-illa-a, i.e. - illa + - ka)। আধুনিক বাংলায় তিনটি রূপ পাওয়া যায় - ইল্, -ইল (-ইলো), ইলা। আধুনিক বাংলার কামরূপী, বরেন্দ্রী, এবং বঙ্গালী উপভাষার ‘-ইলা’ বিভক্তি কখনও ইল্ [চলিল, গেল] আবার কখনও ‘ইলে’ বিভক্তি ব্যবহৃত হয় [সে দিলে, খাইলে] ইত্যাদি। আসামীতেও এই বিভক্তি দেখতে পাওয়া যায়। বাংলার মান্য উপভাষায় - ইল (il) > লোও (Lo) ব্যবহৃত হয় [সে চলল্, সে গেল]।

- প্রাচীন বাংলাভাষার নিদর্শন ‘চর্যাপদ’-এর মধ্যেও ভবিষ্যৎ কালের - iba, -ibe [..... তুমহে হইবা’, ‘করিবা’, ‘..... তোত্র শ্যামা করিবে’।] - এই রূপটি দেখা যায়। সুনীতি কুমার চ্যাটার্জীর মতে ‘-ইব’ (-ib-) বিভক্তিটি এসেছে সংস্কৃত ‘তথ্য’ থেকে [-(i) tavya > - iabb > - ib -] ভবিষ্যৎকালের বিভক্তিটি মধ্য ও আধুনিক বাংলায় ‘ইব’ বিভক্তিটির বিভিন্ন রূপ পাওয়া যায় = -m - [-ma, -mu], -bá, -bó, -bu, -bo, -bõhõ.

- নিত্যবৃত্ত কালের ক্ষেত্রে আমরা - ইত বিভক্তি ব্যবহার হতে দেখি, প্রাচীন বাংলায় এই বিভক্তির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় না। তবে আদি মধ্যবাংলায় এর ব্যবহার প্রচলিত হতে শুরু করেছিল।

‘‘ডুবি আঁ মারিতো যবে না থাকিত কাহ্নে’’ কিংবা - ‘জীয়ন্ত থাকিত যবে নন্দের নন্দন’। আদি ও ওড়িয়া এবং বিহারীর এই রূপগুলির ব্যবহার অপভ্রংশ মাগধীতেও বিশেষভাবে লক্ষ্মণীয়।,

কাল প্রকাশক বিভক্তগুলির প্রয়োগ প্রাচীন ও মধ্য বাংলা থেকেই পাওয়া যায়। এই বিভক্তিগুলির ব্যাকরণগত ভূমিকা আমাদের আলোচ্য বিষয়।

৩.১০.৩০

সঞ্জননী ব্যাকরণ অনুসারে বাংলা বাক্যের গঠন PSR বা phrase structure Rule-দ্বারা বিশ্লেষণ করা হলে সেটি নিম্নরূপ হয় -

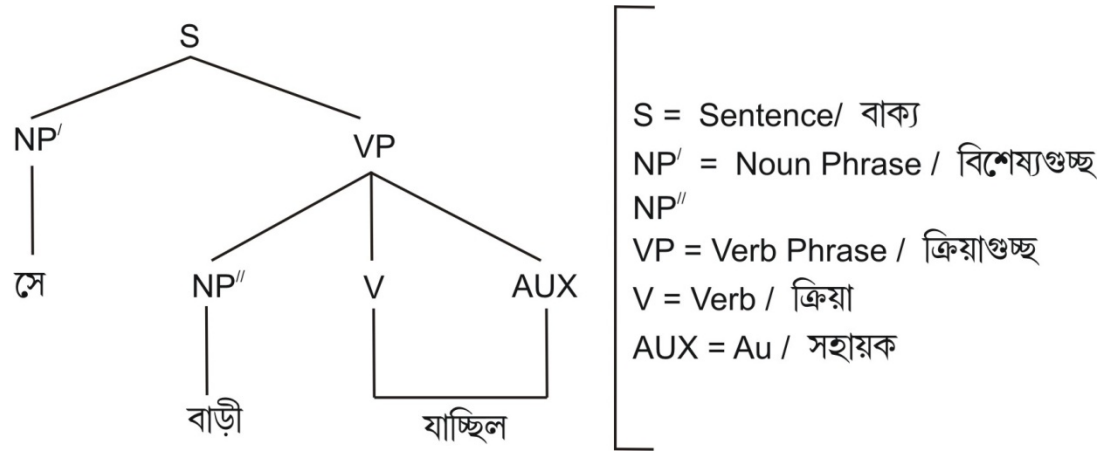

বিশেষ্যগুচ্ছ (NP) ও ক্রিয়াগুচ্ছের (VP) যোগসূত্রে বাক্য গঠিত হয়। ভাষা ব্যবহারের সময় মস্তিষ্কের বাক্যের ব্যাকরণসিদ্ধ গঠিত হয়। ভাষা ব্যবহারের সময় মস্তিষ্কে বাক্যের ব্যাকরণসিদ্ধ সম্পূর্ণ গঠন Deep Strusture হিসেবে থাকে, কিন্তু আমরা যে বাক্য প্রকাশ করি তাতে সংবর্তন ঘটে যায়। এই সংবর্তিত বাক্যকে Surface structure বলা যায়।

বাংলা বাক্যের গঠনকে চমস্কি প্রবর্তিত তত্ত্ব অনুসারে ডঃ উদয়কুমার চক্রবর্তী পূর্বোক্ত ছকটি নির্মান করেছেন। বাংলা বাক্যে ক্রিয়াগুচ্ছের অন্তর্গত বিশেষ্যগুচ্ছ'' ($NP^{//}$), ক্রিয়া এবং সহায়ক। বাংলা ক্রিয়াপদের গঠন নিয়ে আমরা পূর্বোক্ত অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। বাংলা বাক্যে ক্রিয়ার সঙ্গে সহায়ক অংশ অবিচ্ছেদ্য রূপ যুক্ত থাকে। আমরা ক্রিয়া ও সহায়কের এই অবিচ্ছেদ্য রূপটি নিয়ে আলোচনা করবো। সহায়ক অংশগুলি একেকটি এককে প্রকার ব্যকরণগত রূপ। তাই বাক্যের এই

গুরুত্বপূর্ণ অংশটি বিশ্লেষণ না করলে ব্যাকরণগত রূপের আলোচনাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

নির্দিষ্ট Action বোঝাতে বাক্যে ক্রিয়ার অংশটি বিশ্লেষণ করলে তাতে ধাতু, কালও কালের প্রকার পুরুষ ও পুরুষের প্রকার। বাচ্য অংশ পাওয়া যায়। আমরা এই অংশগুলিই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

৩.১০.৪০

পৃথিবীর Inflecting language গুলির ব্যাকরণগত রূপ নিয়ে আলোচনা করা হলে দেখা যায় সর্বক্ষেত্রেই ক্রিয়ার কাল গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাভাষার মধ্যে Inflecting Language এবং Agglutinating Language উভয়েরই বৈশিষ্ট্য আছে। আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করবো ব্যাকরণগত রূপগুলি কালের প্রভাবে কিরূপ আকার ধারণ করে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তার ODBL গ্রন্থে দেখিয়েছেন বাংলাভাষার ক্রিয়ার কাল দু'প্রকার।

(a) Simple Tenses => (1) Present (2) Past (30 Conditional or Habitual Past / নিত্যবৃত্ত অতীত, (4) Future / ভবিষ্যৎ

(b) Compound Tenses -

  (i) Progressive => (5) Present Progressive, (6) Past Progressive

  (ii) Perfect => (7) Present Parfect, (8) Past Parfect [Chaterjee; 1978; P-930]

- মৌলিককাল (Simple Tenses)-এ মূল ক্রিয়ারই রূপান্তর ঘটে। এক্ষেত্রে অন্যকোন সহায়ক ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না।

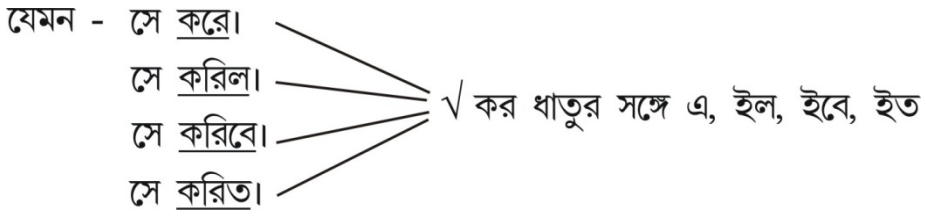

মূলক্রিয়ার 'ইতে' অথবা 'ইয়া' অন্তরূপের সঙ্গের সহকারীরূপে √ আছ্ ধাতু বা √ থাক্ ধাতুর রূপ যুক্ত হলে, তাকে যৌগিক কাল (Compound Tense) বলে।

যৌগিক কাল কে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ঘটমান কাল	ঘটমান বর্তমান - করিতেছে => করিতে + আছে > করছে ঘটমান অতীত - করিতেছিল => করিতে + আছিল > করছিল ঘটমান ভবিষ্যৎ - করিতে থাকিবে / করতে থাকবে ঘটমান নিত্যবৃত্ত - করিতে থাকিত / করতে থাকত (Progressive Habitual)
পুরাঘটিত কাল	পুরাঘটিত বর্তমান - করিয়াছে / করেছে পুরাঘটিত অতীত - করিয়াছিল / করেছিল পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ - করিয়া থাকিবে / করে থাকবে পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত - করিয়া থাকিত / করে থাকতো

আমরা 'ক্রিয়াপদ' অংশে যৌগিক ক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেছি। যখন দুটি আলাদা ধাতু নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ একই কর্তার action / কাজকে প্রকাশ করবে।

যেমন => (1) আমি ভাত খেতে থাকবো। [খেতে থাকবো → একই action কাজ]

(2) সে গান গেয়ে আসবে। [গেয়ে আসবে। আলাদা action]

যৌগিক কালের ক্ষেত্রে প্রথম উদাহরণটি প্রযোজ্য। অর্থাৎ দুটি আলাদা ধাতু নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ বাক্যের কর্তার একটাই action কে প্রকাশ করে। বাংলাভাষায় যৌগিক কালের গঠন দু'ধরণের

মূল ক্রিয়ার অন্তে 'ইতে' + সহকারী √আছ্ / √থাক্ ধাতু নিষ্পন্নপদ = ঘটমান কাল

মূল ক্রিয়ার অন্তে 'ইয়া' + সহকারী √আছ / √থাক ধাতু নিষ্পন্ন পদ=পুরাঘটিত কাল

- সুতরাং আমরা বলতে পারি সব যৌগিক কাল গঠনে যৌগিক ক্রিয়াপদ, কিন্তু সব যৌগিক ক্রিয়াপদ যৌগিক কাল নয়।

আমাদের আলোচনাকে সরলীকরণ করলে এরূপ দাঁড়াবে =>

যখন বাক্যের কর্তার একই সময়ে একই action / কাজ / ক্রিয়া করছে তখন মূলতঃ চারটি কাল পাচ্ছি। ক্রিয়ার গঠন অনুযায়ী এই চারটি কাল বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত।

বর্তমান কাল
- মৌলিক ক্রিয়া - সাধারণ - করে → (1)
- যৌগিক ক্রিয়া
  - ঘটমান - করছে → (2)
  - পুরাঘটিত - করেছে → (3)

অতীত কাল
- মৌলিক ক্রিয়া - সাধারণ - করল → (4)
- যৌগিক ক্রিয়া
  - ঘটমান - করছিল → (5)
  - পুরাঘটিত - করেছিল → (6)

ভবিষ্যৎ কাল
- মৌলিক ক্রিয়া - সাধারণ - করবে → (7)
- যৌগিক ক্রিয়া
  - ঘটমান - করতে থাকবে → (8)
  - পুরাঘটিত - করে থাকবে → (9)

নিত্যবৃত্ত
- মৌলিক ক্রিয়া - সাধারণ - করতো → (10)
- যৌগিক ক্রিয়া
  - ঘটমান - করতে থাকতো → (11)
  - পুরাঘটিত - করে থাকতো → (12)

তাহলে কাল অনুযায়ী ক্রিয়ার ১২টি অবস্থা পাওয়া গেল।

৩.১০.৫০

- ব্যাকরণগত রূপগুলির সংবর্তন বুঝতে হলে আমাদের Syntax / অন্বয়ের গঠনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ পুরুষ সম্পর্কে জানতে হবে। বাক্যে পুরুষ অনুযায়ী ক্রিয়ার গঠনের পরিবর্তন হয়। আমরা জানি, যেকোন ভাষায় পুরুষ তিনটি -

		প্রকার			
[ক]	বক্তাপুরুষ / উত্তম পুরুষ	- সাধারণ	-	আমি করি।	[১]
[খ]	শ্রোতাপুরুষ / মধ্যমপুরুষ	- সাধারণ	-	তুমি করো।	[২]
		- তুচ্ছার্থে	-	তুই কর।	[৩]
		- সম্মানার্থে	-	তিনি / আপনি করেন।	[৪]
[গ]	অন্যান্য / প্রথমপুরুষ	- সম্মানার্থে	-	আপনি / তিনি করেন।	
		সাধারণ	-	সে করে।	[৫]

আমরা সর্বনাম অংশে (২.৯.২০.২০) জানতে পেরেছি পুরুষ অনুযায়ী সর্বনামের রূপ পাঁচ প্রকার। পুরুষের এই পাঁচটি ধরণ অনুযায়ী ক্রিয়ার রূপ পাঁচপ্রকার।

৩.১০.৬০

বাচ্য হল শব্দের অর্থ বক্তব্য বা অভিধেয় বিষয়। সংস্কৃত বাচ্য প্রধানত চার প্রকার - কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য, কর্মকর্তৃবাচ্য ও ভাববাচ্য।

- **কর্তৃবাচ্য -** যে বাচ্যে কর্তাই ক্রিয়ার কাজ সরাসরি সম্পন্ন করে অর্থাৎ ক্রিয়ার কর্তার অনুগামী হয়। সেই বাচ্যকে কর্তৃবাচ্য বা Active Voice বলে।
  যেমন - আমি এই কাজ করি।

- **কর্মবাচ্য -** যে বাচ্যে কর্ম ক্রিয়ার কাজ করে বলে প্রতীয়মান হয়, অর্থাৎ ক্রিয়া কর্মের অনুগামী হয়, সেই বাচ্যকে কর্মবাচ্য বলে।
  যেমন - এই কাজ আমার দ্বারা করা হবে।

- **ভাববাচ্য -** যে বাচ্যে কর্তার প্রাধান্য থাকে না এবং ক্রিয়ার অর্থই প্রধান হয়, সেই বাচ্যকে ভাববাচ্য বলে।

  যেমন - এই কাজ আমার দ্বারা করা হবে।

- **কর্মকর্তৃবাচ্য -** যে বাচ্যে ক্রিয়ার কর্তা কে তা নির্ণয় করা যায় না, অথচ মনে হয় কর্ম দ্বারা কাজ নিষ্পন্ন হচ্ছে সেই বাচ্যকে কর্মকর্তৃবাচ্য বলে। এর গঠন বাংলাভাষার কর্তৃবাচ্যের মতো হয়, শুধু অর্থগত দিক দিয়ে পার্থক্যটি দেখতে হয়।

  যেমন - কাজ করে।

আলোচনায় চার প্রকার বাচ্যের গঠনগুলি যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে বাংলা ভাষায় আমরা দু'প্রকার গঠন পাচ্ছি।

[১] আমি কাজ করি। => Active Voice

[২] আমরা দ্বারা কাজ করা হবে => Passive voice

অর্থাৎ কর্তৃবাচ্য ও কর্মকর্তৃবাচ্য -এ বাক্যের গঠন একই করম। এবং কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্য-এ বাক্যের গঠন একই রকম। তাই বলা যায় আলাদা করে কর্মকর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যের অস্তিত্ব বাংলা ভাষায় নেই। অনেকটা ইংরেজী ব্যাকরণের মতো Active Voice এবং Passive Voice এর বিভাজন অনুসারে বিশ্লেষণ করবো।

৩.১০.৭০

বাংলা ভাষায় বাক্যে ক্রিয়া অংশের গঠন কাল, পুরুষ ও বাক্যের উপর নির্ভর করে। আমরা 'কর' ধাতুর বিভিন্ন বিভক্তিযুক্ত রূপগুলি নিয়ে বিশ্লেষণ করবো।

কর ধাতুর কাল, পুরুষ বিভক্তির যোগে কর্তৃবাচ্যে (Active Voice) যে পরিবর্তনগুলি ঘটে তা নিম্নে দেখানো হল ঃ-

	প্রকার		উত্তমপুরুষ সাধারণ	মধ্যমপুরুষ সাধারণ	মধ্যমপুরুষ তুচ্ছার্থ	মধ্যম/প্রথম সম্মানার্থ	প্রথমপুরুষ সাধারণ
বর্তমান কাল	মৌলিক ক্রিয়া	সাধারণ →	আমি করি। [√কর্-ই]	তুমি করো [√কর্-ও]	তুই কোরিস। [√কর্-ইস]	আপনি/তিনি করেন। [√কর্-এন]	সে করে। [√কর্-এ]
	যৌগিক ক্রিয়া	ঘটমান →	আমি কোরছি। [√কর্ - √ আছ্-ই]	তুমি কোরছো। [√কর্ -√আছ -ও]	তুই কোরছিস্। [√কর্ - √আছ্-ইস্]	আপনি/তিনি কোরছেন [√কর্-আছ্-এন]	সে কোরছে। [√কর্-√আছ্-এ]
		পুরাঘটিত →	আমি করেছি। [√কর্-এ-√আছ্-ই]	তুমি করেছো। [√কর্-এ-√আছ-ও]	তুই কোরেছিস্। [√কর্-এ-√আছ্-ইস্]	আপনি/তিনি কোরেছেন। [√কর্-এ-√আছ্-এন]	সে কোরেছে। [√কর্-এ-√আছ্-এ]

	প্রকার		উত্তমপুরুষ সাধারণ	মধ্যমপুরুষ সাধারণ	মধ্যমপুরুষ তুচ্ছার্থ	মধ্যম/প্রথম সম্মানার্থ	প্রথমপুরুষ সাধারণ
অতীত কাল	মৌলিক ক্রিয়া	সাধারণ →	আমি কোরলাম। [√কর্-ইল-আম]	তুমি কোরলে। [√কর্-ইল-এ]	তুই কোরলি। [√কর্-ইল-ই]	আপনি/তিনি কোরলেন। [√কর্-ইল-এন]	সে কোরলো। [√কর্-ইল-ও]
	যৌগিক ক্রিয়া	ঘটমান →	আমি করছিলাম। [√কর-√আছ-ইল-আম]	তুমি করছিলে। [√কর-√আছ-ইল-এ]	তুই করছিলিস্। [√কর-√আছ-ইল-ইস্]	আপনি/তিনি কোরছিলেন। [√কর-√আছ-ইল-এন]	সে করছিলো। [√কর-√আছ-ইল-ও]
		পুরাঘটিত →	আমি করেছিলাম। [√কর্-এ-√আছ্-ইল-আম]	তুমি করেছিলে। [√কর-এ-√আছ-ইল-এ]	তুই করেছিলিস। [√কর-এ-√আছ-ইল-ইস]	আপনি/তিনি কোরেছিলেন। [√কর্-এ-√আছ্-ইল-এন]	সে করেছিলো। [√কর্-এ-√আছ্-ইল-ও]

ভবিষ্যৎ কাল

প্রকার		উত্তমপুরুষ সাধারণ	মধ্যমপুরুষ সাধারণ	মধ্যমপুরুষ তুচ্ছার্থ	মধ্যম/প্রথম সম্মানার্থ	প্রথমপুরুষ সাধারণ
মৌলিক ক্রিয়া	সাধারণ →	আমি করবো। [√কর-ইব-ও]	তুমি কোরবে। [√কর-ইব-এ]	তুই করবি। [√কর-ইব-ই]	আপনি/তিনি কোরবেন। [√কর-ইব-এন]	সে কোরবে। [√কর-ইব-এ]
যৌগিক ক্রিয়া	ঘটমান →	আমি করতে থাকবো। [√কর-ইত-এ, √থাক-ইব-ও]	তুমি করতে থাকবে। [√কর্-ইত-এ, √থাক্-ইব-এ]	তুই করতে থাকবি। [√কর্-ইত-এ, √থাক্-ইব-ই]	আপনি/তিনি করতে থাকবেন। [√কর্-ইত-এ, √থাক-ইব-এন]	সে করতে থাকবে। [√কর্-ইত-এ, √থাক্-ইব-এ]
	পুরাঘটিত →	আমি করে থাকবো। [√কর্-এ, √থাক-ইব-ও]	তুমি করে থাকবে। [√কর্-এ, √থাক্-ইব-এ]	তুই করে থাকবি। [√কর্-এ, √থাক্-ইব-ই]	আপনি/তিনি করে থাকবেন। [√কর্-এ, √থাক-ইব-এন]	সে করে থাকবে। [√কর্-এ, √থাক্-ইব-এ]

নিত্যবৃত্ত কাল

প্রকার		উত্তমপুরুষ সাধারণ	মধ্যমপুরুষ সাধারণ	মধ্যমপুরুষ তুচ্ছার্থ	মধ্যম/প্রথম সম্মানার্থ	প্রথমপুরুষ সাধারণ
মৌলিক ক্রিয়া	সাধারণ →	আমি কোরতাম। [√কর-ইত-আম]	তুমি কোরতে। [√কর-ইত-এ]	তুই কোরতিস্। [√কর-ইত-ইস্]	আপনি/তিনি কোরতেন। [√কর-ইত-এন]	সে কোরতো। [√কর-ইত-ও]
যৌগিক ক্রিয়া	ঘটমান →	আমি কোরতে থাকতাম। [√কর-ইত-এ, √থাক্-ইত-আম]	তুমি কোরতে থাকতে। [√কর-ইত-এ, √থাক্-ইত-এ]	তুই কোরতে থাকতিস্। [√কর-ইত-এ, √থাক্-ইত-ইস্]	আপনি/তিনি কোরতে থাকতেন। [√কর-ইত-এ, √থাক্-ইত-এন]	সে কোরতে থাকতো। [√কর-ইত-এ, √থাক্-ইত-ও]
	পুরাঘটিত →	আমি কোরে থাকতাম। [√কর-এ, √থাক্-ইত-আম]	তুমি কোরে থাকতে। [√কর-এ, √থাক্-ইত-এ]	তুই কোরে থাকতিস্। [√কর-এ, √থাক্-ইত-ইস্]	আপনি/তিনি কোরে থাকতেন। [√কর-এ, √থাক্-ইত-এন]	সে কোরে থাকতো। [√কর-এ, √থাক্-ইত-ও]

৩.১০.৭০.১০ ছক অনুযায়ী প্রাপ্ত (Active Voice)

		উত্তম পুরুষ	মধ্যম সাধারণ	মধ্যমতুচ্ছ	মধ্যম/প্রথম সম্মানিত	প্রথম সাধারণ
বর্তমান কাল	→	-ই	-ও	-ইস্	-এন	-এ
অতীত কাল	→	-আম	-এ	-ই	-এন	-ও
ভবিষ্যৎ কাল	→	-ও	-এ	-ই	-এন	-এ
নিত্যবৃত্ত কাল	→	-আম	-এ	-ইস্	-এন	-ও

Active Voice / কর্তৃবাচ্য ও কর্মকতৃবাচ্যের ক্রিয়ার গঠন বিশ্লেষণ করে বলা যায় পুরুষবিভক্তিগুলি ক্রিয়ার শেষে যুক্ত হয়। কাল অনুসারে এই বিভক্তির গঠন বিভিন্ন। বর্তমানকালের ক্ষেত্রে কাল ও পুরুষ বিভক্তি অভিন্ন অর্থ্যাৎ [-ই, -ও, -ইস, -এন, -এ] এই বিভক্তিগুলি একই সঙ্গে একাধিক ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে। তাই এগুলি অবশ্যই ব্যাকরণগত রূপ। আর যেহেতু মূলধাতুর গঠনের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাই ব্যাকরণগত রূপগুলি Non-neutral এবং "Strutum-1"-এ অবস্থিত। অতীতকাল, ভবিষ্যৎকাল ও নিত্যবৃত্ত কালের এই তিনটি কালের জন্য পুরুষের পাঁচ প্রকারের ১৫ রকম ব্যকরণগত রূপ পাওয়া গেল। কালের প্রভাবে পুরুষের মোট যে ২০ রকম ব্যাকরণগত রূপ পাওয়া গেল তাদের গঠনেও পুনরাবৃত্তি রয়েছে অর্থাৎ -

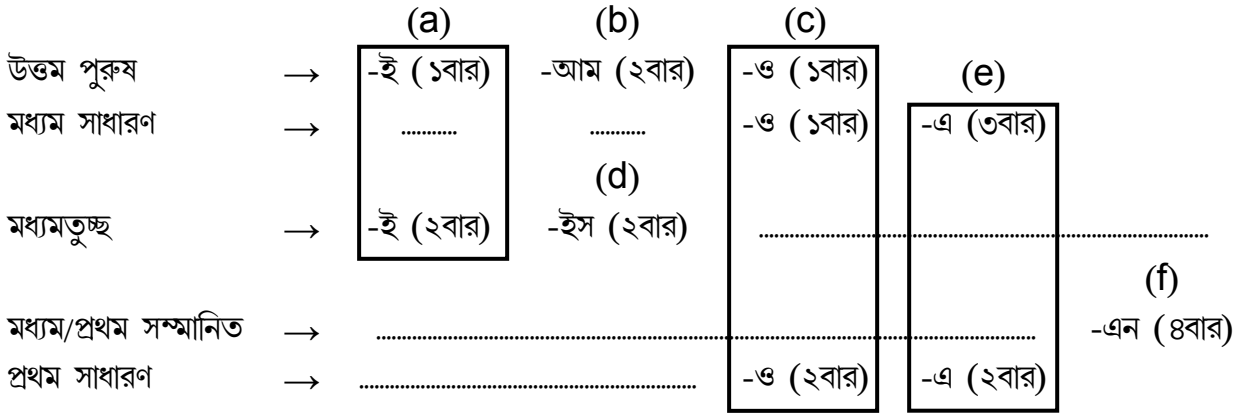

পুরুষ ও বাচ্য পরিচায়ক [বর্তমান কালের ক্ষেত্রে কাল পরিচায়ক] ব্যাকরণগত রূপগুলির ছয় প্রকার ধ্বনিতাত্ত্বিক গঠন পাওয়া গেল => -ই, -আম, -ও, -এ, -ইস্, -এন

৩.১০.৭০.২০ কর্তৃবাচ্য কাল বিভক্তিগুলি

বর্তমান কাল	=>	[-ই, -ও, -ইস্, -এন, -এ] অর্থাৎ পুরুষের মতোই একই বিভক্তি
অতীত কাল	=>	-ইল > -ল ['-ইল' ঘটমান ও পুরাঘটিত ক্ষেত্রে]
ভবিষ্যৎ কাল	=>	-ইব > -ব
নিত্যবৃত্ত কাল	=>	-ইত > -ত

ক্রিয়াপদের পুরুষ বিভক্তির ঠিক পূর্বে কাল বিভক্তি যুক্ত হয়, বর্তমান কালের ক্ষেত্রে পুরুষ। কাল ও বাচ্য একই রূপ পাওয়া যায়। এগুলি পুরুষ অনুযায়ী পাঁচ প্রকার। কিন্তু অতীত, ভবিষ্যৎ ও নিত্যবৃত্ত কালের ক্ষেত্রে কাল অনুযায়ী তিন প্রকার ধ্বনিগত গঠনযুক্ত ব্যাকরণগত রূপ পাওয়া গেছে -ইল, -ল, -ইব > ব, -ইত >fx। এই ধ্বনিগত পরিবর্তনের কারণ সাধুরীতি থেকে চলিত রীতির বিবর্তন। সাধুরীতিতে -ইল, -ইব, -ইত এখনও বর্তমান। তবে অতীতকালের ঘটমান ও পুরাঘটিত ক্ষেত্রে -ইল ব্যাকরণগত রূপের ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটে না। বাকি দুই কালের বিভক্তির আলাদা ধ্বনিগত গঠন দেখা যায়। কিন্তু ভবিষ্যৎ এবং নিত্যবৃত্ত কালের সহায়ক ক্রিয়ার ধাতুর সঙ্গে কাল ও পুরুষ বিভক্তি যুক্ত হয়।

৩.১০.৭০.৩০ যৌগিক ক্রিয়ার গঠন ঃ-

বর্তমান ও অতীতকালের

Active Voice- এ যৌগিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে মূল ধাতু ছাড়া যে সহায়ক ধাতু (√আছে) এবং তার বিভক্তি একই সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় থাকে

বর্তমান কাল ও অতীত কাল
- ঘটমান ⟶ -√আছ্ - পুরুষ বিভক্তি
- পুরাঘটিত ⟶ -এ -√আছ্ - পুরুষ বিভক্তি

Active Voice- এ **ভবিষ্যৎ ও নিত্যবৃত্তের পুরাঘটিত** ও ঘটমান প্রকারের ক্ষেত্রে মূলধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়ে অসমাপিকা ক্রিয়া নির্মাণ করা হয় এবং সহায়ক (√থাক্) ধাতুর সঙ্গে কাল বিভক্তিগুলি যুক্ত হয়।

বর্তমানকাল ও অতীতকালের ক্ষেত্রে মূলধাতুর সঙ্গে সহায়ক ধাতু যুক্ত অবস্থায় থাকে। আবার পুরাঘটিত প্রকারে মূল ধাতুর সঙ্গে 'এ' যুক্ত হওয়ার পর √আছ্ ধাতুর সঙ্গে পুরুষ বিভক্তি যুক্ত হয়। যৌগিক কালের ক্ষেত্রে বিশেষত বর্তমান ও অতীতকালের ক্ষেত্রে √আছ্ ধাতুটি যেন ব্যাকরণগত রূপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কোন ধাতুর এরূপ ব্যাকরণগত রূপ হিসেবে ব্যবহার যেকোন ভাষার বিরল বৈশিষ্ট্য। বিশেষত ইংলিশ ভাষার ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যটি অনুপস্থিত বলা যায়। তাই এটিকে Kiparasky-র ছকে প্রকাশ করা অসম্ভব।

		মূল ক্রিয়া	**সহায়ক**
ঘটমান প্রকার	ভবিষ্যৎ	√কর - ইত -এ [ইত > ত]	√থাক - ইব - পুরুষবিভক্তি (কাল বিভক্তি)
	নিত্যবৃত্ত	√কর - ইত - এ [ইত > ত]	√থাক - ইত - পুরুষবিভক্তি [কাল বিভক্তি]
পুরাঘটিত প্রকার	ভবিষ্যৎ	√কর - এ [ইয়া > এ]	√থাক - ইব - পুরুষবিভক্তি [কাল বিভক্তি]
	নিত্যবৃত্ত	√কর - এ [ইয়া > এ]	√থাক - ইত - পুরুষবিভক্তি [কাল বিভক্তি]

ভবিষ্যৎকাল ও নিত্যবৃত্তকালের পুরাঘটিত ও ঘটমান প্রকারের ক্ষেত্রে আবার অন্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এক্ষেত্রে পুরুষ, কাল বাচ্য বিভক্তিগুলি সহায়ক ধাতু √থাক্ এর সঙ্গে যুক্ত হয়। মূলক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ার পরিণত করা হয়। ঘটমান প্রকারের ক্ষেত্রে 'ইতে > তে' এবং পুরাঘটিত প্রকারের ক্ষেত্রে 'ইয়া > এ' বিভক্তি যুক্ত হয়। Kisparsky মত অনুসারে শব্দকোষগত স্তরে এর ধ্বনিগত বিবর্তন দেখতে গেলে একটি অনন্য তথ্য পাওয়া যায়। অর্থের দিক থেকে একটি Action কে বোঝাতে মূল ধাতুর

সঙ্গে আরেকটি সহায়ক ধাতুর আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। আর stratum-1 স্তরে, বাচ্য, কাল, পুরুষ প্রকাশক Non-neutral Morph গুলি যুক্ত হয়েছে সহায়ক ধাতুর সঙ্গে, এই সহায়ক ক্রিয়ার পূর্বে বসেছে মূল ক্রিয়ার অসমাপিকা রূপ (ঘটমান প্রকার - করিতে > করতে, পুরাঘটিত - করিয়া > করে)।

কাল প্রকাশক যৌগিক ক্রিয়ার গঠনের ক্ষেত্রে দুটি ধাতু পাচ্ছি √আছে্, √থাক্। এরা নিজেদের অর্থ আলাদা ভাবে ব্যক্ত করে না মূলক্রিয়ার অর্থকে গুরুত্ব প্রদান করে।

৩.১০.৮০

ইংরাজিতে যাকে passive voice বলা হয় তাকেই বাংলাতে ভাববাচ্য বলা হয়।
বাংলায় ভাববাচ্য এবং কর্মবাচ্যে বাক্যের একই গঠন পাওয়া যায়।

Passive Voice / ভাববাচ্য

(ক) বর্তমানকাল	(১) সাধারণ ⟶ আমার / তোমার / তোর / আপনার / তার দ্বারা করা হয়। (২) ঘটমান ⟶আমার / তোমার / তোর / আপনার / তার দ্বারা করা হচ্ছে। (৩) পুরাঘটিত ⟶ আমার / তোমার / তোর / আপনার / তার দ্বারা করা হয়েছে।
(খ) অতীতকাল	(১) সাধারণ ⟶আমার / তোমার / তোর / আপনার / তার দ্বারা করা হল। (২) ঘটমান ⟶আমার / তোমার / তোর / আপনার / তার দ্বারা করা হচ্ছিল। (৩) পুরাঘটিত ⟶ আমার / তোমার / তোর / আপনার / তার দ্বারা করা হয়েছিল।
(গ) ভবিষ্যৎকাল	(১) সাধারণ ⟶আমার / তোমার / তোর / আপনার / তার দ্বারা করা হবে। (২) ঘটমান ⟶আমার / তোমার / তোর / আপনার / তার দ্বারা করা হতে থাকবে। (৩) পুরাঘটিত ⟶ আমার / তোমার / তোর / আপনার / তার দ্বারা করা হয়ে থাকবে।
(ঘ) নিত্যবৃত্তকাল	(১) সাধারণ ⟶আমার / তোমার / তোর / আপনার / তার দ্বারা করা থাকতো। (২) ঘটমান ⟶আমার / তোমার / তোর / আপনার / তার দ্বারা করা হতে থাকতো। (৩) পুরাঘটিত ⟶ আমার / তোমার / তোর / আপনার / তার দ্বারা করা হয়ে থাকতো।

বাচ্য সংবর্তনের ক্ষেত্রে Passive Voice এ কর্তাকে সম্পূর্ণপদে রূপান্তরিত করা হয় এবং দ্বারা (/ দিয়ে) অনুসর্গের আগমন ঘটানো হয়। মূল ধাতুকে ক্রিয়া বিশেষ্যে রূপান্তরিত করা হয়। সহায়ক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে √হ ধাতু নিষ্পন্ন স্থিতিক্রিয়ার রূপান্তরিত করা হয়। √হ ধাতু নিষ্পন্ন ক্রিয়ার রূপের সঙ্গে কাল এবং কালের প্রকার বিভক্ত যুক্ত হয়। এক্ষেত্রে পুরুষ বিভক্তি যুক্ত হয় না। Passive Voice বা কর্মবাচ্য বা ভাববাচ্যের ক্ষেত্রে পুরুষবিভক্তির যুক্ত হয় না বলে একে স্থিতিক্রিয়া বলা হয়।

বর্তমান কাল ও অতীতকালের ঘটমান ও পুরাঘটিত প্রকারের ক্ষেত্রে আমরা জানি √আছ্ ধাতুর সহায়ক হিসেবে কাজ করে। Passive Voice - এর জন্য আবার (√হ ধাতু) সহায়ক ধাতুর প্রয়োজন হয়। এই √হ সহায়ক ধাতুর সঙ্গে প্রকার বিভক্তি এবং √আছ্ ধাতুর সঙ্গে কাল বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়ার রূপ ক্রিয়ার রূপ গঠন করে। ভবিষ্যৎকাল ও নিত্যবৃত্তকালের ঘটমান ও পুরাঘটিত প্রকারের ক্ষেত্রে প্রকারবিভক্তি ধাতুর সঙ্গে এবং থাক্ ধাতুর সঙ্গে কাল বিভক্তি যুক্ত হয়।

৩.১০.৯০

এই অধ্যায়ে আমরা যে ব্যাকরণগত রূপ নিয়ে আলোচনা করলাম সেগুলি একাধিক ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে। এমনকি কয়েকটি ধাতু [√আছ্, √থাক্] নির্দিষ্ট ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে। কোন ধাতুর ব্যাকরণগত রূপ হিসেবে ব্যবহার পৃথিবীর যেকোন ভাষার ক্ষেত্রেই বিরল। তবে আমরা একে ব্যাকরণগত রূপ হিসেবেই গ্রহণ করবো।

● আমরা এই অধ্যায়ে যে সমস্ত রূপ / Morph নিয়ে আলোচনা করেছি তারা Non-neutral Morph, কারন এরা মূলরূপের উপর প্রভাব বিস্তার করে। অর্থাৎ এরা Stratum-1 এ অবস্থিত। আর এই স্তরে একাধিক ব্যাকরণগত রূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন সে বলেছিল।

√বদ্	এ	√আছ	ইল	ও
↓	↓	↓	↓	↓
মূলধাতু	পুরাঘটিত প্রকার বিভক্তি	সহায়ক ধাতু এবং ক্রিয়ার কালের প্রকার প্রকাশক	অতীত কাল বিভক্তি	প্রথমপুরুষ বিভক্তি

↓

Active Voice / কর্তৃবাচ্য / কর্মকর্তৃবাচ্যে ক্রিয়ার রূপ

- বাংলা বাক্যে ক্রিয়ার গঠনের দিকটি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা বাক্যের পদগুচ্ছের সংগঠন সূত্র অনুসারে ক্রিয়াগুচ্ছের গঠনের বর্তমান ও অতীতকাল ক্রিয়া ও সহায়ক অংশ অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত থাকে। ক্রিয়ার পরিবর্তীতে বসে সহায়ক অংশ। ভবিষ্যৎকাল এবং নিত্যবৃত্তকালে ক্রিয়া এবং সহায়ক অংশটি আলাদা বসে।
- ক্রিয়ার সর্বশেষ অংশে পুরুষ বিভক্তি যুক্ত হয়। কর্তৃবাচ্যে চারপ্রকার কালে যে পুরুষবিভক্তিগুলি পাওয়া গেছে তার ধ্বনিগত গঠন হল- ই, -আম, -ও, -এ, -ইস্, -এন। অর্থাৎ বাংলাভাষায় পুরুষ ভূমিকা পালনকারী মোট ছয়-প্রকার ব্যাকরণগত রূপ পেলাম।
- বর্তমানকালের সাধারণ প্রকারে কাল ও পুরুষ - বিভক্তির গঠন একই অর্থাৎ [-ই, -ও, -ইস্, -এন, -এ]। পবিত্র সরকারের মতে বর্তমান কালের সাধারণ প্রকার কালবিভক্তি নেই। কিন্তু আমরা দেখেছি বাংলায় একই রূপ একাধিক ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে। তাই আমরা বর্তমান কালের সাধারণ প্রকারে পুরুষ বিভক্তি হিসেবে গণ্য করেছি।
- বাংলা ভাববাচ্যের ক্ষেত্রে মূল ধাতুকে স্থিতিক্রিয়ায় রূপান্তরিত করা হয়। √হ ধাতু নিষ্পন্ন সহায়ক ক্রিয়ার সঙ্গে কাল বিভক্তি যুক্ত হয়। বর্তমান ও অতীতকালের ঘটমান ও পুরাঘটিত প্রকারে √হ ধাতুর সঙ্গেই √আছ্ ধাতু যুক্ত হয়। অপরদিকে ভবিষ্যৎকাল ও নিত্যবৃত্ত কালের ক্ষেত্রে ঘটমান ও পুরাঘটিত প্রকার যুক্ত হয় √হ ধাতুর সঙ্গে এবং কাল বিভক্তি যুক্ত হয় √থাক্ ধাতুর সঙ্গে।

ব্যাকরনগত রূপ আলোচনায় এই সর্বশেষ অধ্যায়ে আমরা কাল ও পুরুষের বাচ্য অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ নিয়ে বিশ্লেষণ করলাম্ Inflectional Language এর মতো এর আচরণ কিন্তু Inflectional Language এর মতো বিভিন্ন ব্যাকরণগত ভূমিকার জন্য আলাদা আলাদা ধ্বনিগত গঠনযুক্ত রূপের ব্যবহার করা হয় না। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে √আছ্, √থাক্, √হ ধাতুকে ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করতে হয়। সম্পূর্ণ রূপে Inflection Language ও বাংলা ভাষাকে বলা যায় না।

গ্রন্থসূচি ঃ-

বাংলা

[১] চক্রবর্তী, ড. উদয়কুমার, ২০০৪; 'বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা -৭৩।

[২] দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন, ২০১১,ম 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা -০৯।

[৩ সরকার, ডঃ পবিত্র, ১৯৯৮, 'বাংলা রূপতত্ত্বের ভূমিকা', 'বহুবচন, ভাষাবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ২১ কেন্দুয়া সেন রোড, কলকাতা - ৮৪।

[৪] লাহিড়ী, ডঃ প্রবোধচন্দ্র ও শাস্ত্রী, হৃষীকেশ, ২০১৪, 'পাণিনীয়গ, A Higher Sanskrit Grammar and Composition, দি ঢাকা স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী।

ইংরেজী

1. Bazell, C.E., 1966, ON the Problem of the Morphene, See Hamp. et. al. 1966.
2. Chatterji, Sunitikumar, 1978, The Origin and Developmente of Bengali Languages, Rupa & Co. Calcutta.
3. Sarkar, Pabitra, 1975, Aspects of the Compound Verb in Bengali, M.A Disseration Paper, University of Chicago.

উপসংহার

আমাদের আলোচনাকে দুটি অংশে ভাগ করে নিয়েছি। প্রথমভাগের অধ্যায় গুলিতে আমরা ব্যাকরণগত রূপগুলির প্রবণতা বিশ্লেষণ করেছি এবং দ্বিতীয়ভাগের অধ্যায়গুলিতে ব্যাকরণগত রূপগুলির সংবর্তন বিশ্লেষণ করেছি। মোট দশটি অধ্যায়ে বাংলা ব্যাকরণগত রূপের বিচিত্র গতিপ্রকৃতি আমাদের সম্মুখে উন্মোচিত হয়েছে।

রূপতত্ত্বের ভিত্তিতে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাকে বিশ্লেষণ করা হলে মোট পাঁচটি প্রকার পাওয়া গেছে।

(১) Analytic (এর আরেক নাম Isolating) Languages ঃ-

এই ভাষার উদাহরণ হল চাইনিজ ভাষা। প্রত্যেকটি রূপ পৃথকভাবে অর্থ বহন করে। বাংলা এবং ইংরাজি ভাষায় যেমন - বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত রূপের পৃথক অবস্থা এবং অর্থ থাকে না (যেমন - গরুগুলি, '-গুলি'-র আক্ষরিক পৃথক অর্থ নেই, বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হলে বহুবচনের অর্থ বহন করে)। কিন্তু চাইনিজ্ ভাষার শুধুমাত্র ব্যাকরণগত অর্থ বহনকারী ব্যাকরণগত রূপ নেই। এই ভাষায় মুক্তভাবে অর্থ বহনকারী রূপ গুলিই একই সঙ্গে নিজস্ব অর্থের সঙ্গেই Inflectional গুরুত্ব বহন করে। প্রত্যেকটি রূপ এরূপে অর্থ বিশ্লেষণ করে বলে এই ভাষাকে Analytic Language বলে।

(২) Agglutinating Languages - এই রূপ ভাষার Morpheme / রূপিম প্রকাশক রূপের ধ্বনিগত গঠন নির্দিষ্ট থাকে না। অনেক সময় একই ধ্বনিগত গঠনযুক্ত রূপ একাধিক রূপিমকে প্রকাশ করছে আবার কখনও একটি রূপিমকে প্রকাশ করছে। ফলে রূপিমের নির্দিষ্ট ধ্বনিগতগঠন বা রূপ নির্দেশের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। টার্কিশ (Turkish) ভাষাকে এই ভাষার উদাহরণ বলা যেতে পারে।

(৩) Inflecting Languages ঃ- যে ভাষায় প্রত্যেকটি ব্যাকরণগত সম্পর্ক (Morpheme) পরিচায়ক নির্দিষ্ট রূপ বর্তমান থাকে তাকে Inflecting Language বলা হয়। যেমন 'সংস্কৃত' ভাষা প্রত্যেকটি ব্যাকরণগত সম্পর্কের জন্য নির্দিষ্ট রূপ রয়েছে।

(৪) Polysynthetic Languages ঃ- যে ভাষায় একটি শব্দের মধ্যেই কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া অবস্থান করে। যেমন - গ্রীণল্যান্ডের ভাষা (Greenlandic)।

(৫) Templatic Language ঃ- এরূপভাষা রূপতত্ত্বের প্রথাগত নির্দিষ্ট নিয়মকে মান্য করে না। এই ভাষায় নির্দিষ্ট ধ্বনিকে নির্দিষ্ট অর্থ বহনকারী বলা হয়। যেমন - আরবিক ভাষা। এই ভাষায় তিনটি ব্যঞ্জনধ্বনি Ktb এর অর্থ লেখা। এর সঙ্গে স্বরধ্বনি যোগ করে বিভিন্ন শব্দ তৈরি হচ্ছে। Kitab - বই

Katab - সে লিখেছিল।

Katib - লেখক

সুতরাং এখন প্রশ্ন হল রূপের ভিত্তিতে প্রাপ্ত পাঁচটি প্রকার ভাষার গঠনের মধ্যে আমরা বাংলাভাষাকে কোথায় রাখবো? আমরা বাংলাভাষার ব্যাকরণগত রূপের বিশ্লেষণে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি তা আমাদের এর উত্তর খুঁজতে সাহায্য করবে -

বিভক্তি ও অনুসর্গ বাংলাভাষার ব্যাকরণগত রূপের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু উপসর্গ এবং প্রত্যয় সর্বক্ষেত্রে ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে না। যেসব নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এরা ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে সেইসব নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এদের ব্যাকরণগত রূপ বলা হবে।

উপসর্গ মূল রূপ Root (Stem বা কোন কোনও ক্ষেত্রে Base) এর অর্থের থেকে পৃথক অর্থের শব্দগঠন করে, আবার কখনও প্রায় একই অর্থের শব্দ এবং

কখনও সম্পূর্ণ বিপরীতার্থের শব্দ তৈরী করে। যে উপসর্গগুলি প্রায় একই অর্থের শব্দ সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে ব্যাকরণগত রূপের সংখ্যা কম। কিন্তু বিপরীত অর্থ সৃষ্টিকারী উপসর্গগুলির মধ্যে ব্যাকরণগত ভূমিকা পালনের প্রবণতা তুলনামূলকবেশি।

Kiparsky-র তত্ত্ব অনুসারে ব্যাখ্যা করা হলে দেখা যাচ্ছে মূলরূপের মূলরূপের উচ্চারণকে প্রভাবিতকারী ব্যাকরণগত রূপের (+boundary Morph) সংখ্যা উপসর্গে তুলনামূলক কম। বাংলাভাষায় অন্যান্য ব্যাকরণগত রূপের সঙ্গে তুলনা করা হলে দেখা গেছে মূলরূপের উচ্চারণকে প্রভাবিতকারী (Boundary Morph) ব্যাকরণগত রূপের সংখ্যা উপসর্গেই তুলনামূলক বেশি।

অনুসর্গ বাংলা বাক্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাংল বাক্যে এরা কারক চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাই এরা ব্যাকরণগত রূপ। অনুসর্গ বাংলাভাষার একমাত্র মুক্তরূপ যা ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে।

অনুসর্গগুলির কখনও শব্দ কখনও ধাতু থেকে সৃষ্টি হয়। এদের অভিধানিক স্তরে গঠনের নানারূপ পরিবর্তন হলেও, যখন ব্যাকরনগত ভূমিকা পালন করে তখন এগুলি অপরিবর্তনীয় অনেকটা অব্যয়ের মতো। এই কারণে বাক্য স্তরেই আমরা অনুসর্গগুলিকে ব্যাকরণগত রূপ বলব।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পাণিনির ‘অষ্টাধ্যায়ী’ থেকেই বিভক্তি ব্যাকরণগত ভূমিকা পালনকারী হিসেবে চিহ্নিত। তবে বাংলা বিভক্তিগুলির কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বর্তমান। একই বিভক্তি একাধিক কারক চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই বৈশিষ্ট্যটি অনার্যভাষার। বাংলাভাষার অনার্য উৎসই বিভক্তিগুলির এই বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী।

বাংলাবাক্যের ক্রিয়াপদ অংশে একাধিক ব্যাকরণগত রূপ যুক্ত হয়। চার প্রকার মৌলিক কালের সঙ্গে তিনটি পুরুষের পাঁচরকমের ধরণের বিভক্তি যুক্ত হয়ে বাক্যের সাধারণ ও অনুজ্ঞা প্রকারে সর্বোচ্চ ২৮ রকমের গঠন হতে পারে।

কতকগুলি প্রত্যয় আছে সেগুলি শুধুমাত্র বিশেষ্যপদ নির্মাণে সাহায্য করে। আবার কতগুলি প্রত্যয় যারা শুধুমাত্র বিশেষণ পদ গঠন করে। এই সকল প্রত্যয়কে আমরা অবশ্যই ব্যাকরণগত রূপ বলব। আবার এমনও কতগুলি প্রত্যয় আছে, যারা নির্দিষ্ট পরিবেশে কখনও বিশেষ্য অথবা কখনও বিশেষণ হয়। এদেরকে আমরা সেই নির্দিষ্ট পরিবেশে ব্যাকরণগত রূপ বলব।

সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত প্রত্যয়গুলির বেশীর ভাগই + Boundary Morph তবে খাঁটি বাংলা ও বিদেশী ব্যাকরণগত ভূমিকা পালনকারী প্রত্যয়গুলির মধ্যে উভয় প্রবণতায় লক্ষ করা যায়।

প্রত্যয়ের মধ্যে যেগুলি ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে তাদেরই আমরা ব্যাকরণগত রূপ হিসেবে চিহ্নিত করেছি। এই ব্যাকরণগত রূপগুলি বেশীরভাগই মূলরূপকে প্রভাবিত করেছে। তাই ব্যাকরণগত ভূমিকা পালনকারী রূপগুলির বেশীরভাগই + Boundary Morph বা Non neutral Morph অর্থাৎ Kiparsky-র বর্ণিত ছক অনুযায়ী Lexical স্তরে এরা বেশীরভাগই Stratum-1 এ অবস্থিত।

চমস্কির দ্বিবিভাজিত তত্ত্ব আসলে মানুষের ভাষাগত জ্ঞানকে অনুপুঙ্খ রূপে ব্যাখ্যা করে। ব্যাকরণগত রূপের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও এই তত্ত্বটি ভিত্তি স্বরূপ। ব্যাকরণ রূপগুলি বাক্যের গঠন অনুযায়ী নিজেদের পরিবর্তন করে নেয়।

T. Rules অর্থাৎ Transformation Rules এ বাক্যের আধোগঠন থেকে অধিগঠনে সংবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয়। ব্যাকরণগতরূপ অর্থাৎ বিভক্তি, অনুসর্গ

এবং প্রত্যয় ও উপসর্গের কিছু অংশ Post Lexical স্তরে এসেও সংবর্তিত হয়। এই সংবর্তনের ক্ষেত্রে বাংলা বাক্যের গঠন বিশেষভাবে ভূমিকাগ্রহণ করে।

বাংলা লিঙ্গবাচক ব্যাকরণগত রূপগুলি অর্থ নির্ভর। সংস্কৃতের মতো ব্যাকরণগত অর্থের পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ নির্ভর করে না। যেমন - সূর্য সংস্কৃতে পুংবাচক শব্দ, কিন্তু বাংলায় ক্লীববাচক শব্দ। আবার, বাংলাভাষার লিঙ্গবাচক ব্যাকরণগত রূপগুলির প্রতি বর্গ এককে প্রবাহিত শক্তি বা Intensity-র বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। বেশীরভার পুংবাচক শব্দগুলির Intensity, স্ত্রীবাচক শব্দগুলির Intensity-র থেকে বেশী।

বাংলা লিঙ্গগত ভূমিকা পালনকারী প্রত্যয় বা ব্যাকরণগত রূপগুলি কৃৎ ও তদ্ধিত উভয় প্রত্যয়েই বর্তমান। একই প্রকার ব্যাকরণগত রূপ পুংবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দে বিভিন্ন ধ্বনিগত গঠন লাভ করে। [প্রত্যয় বতুপ - রূপবান, রূপবতী) আবার কোনো ক্ষেত্রে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে গঠিত শব্দের পরিবর্তন হয় পুংবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দের ক্ষেত্রে অর্থাৎ এই পরিবর্তনটি হয় শব্দ গঠনের পর। (মান + ইন্ = মানিন্ > মানী (পুং) ও মানিনী (স্ত্রী) এছাড়াও কোনো কোন ক্ষেত্রে একই প্রত্যয় বা ব্যাকরণগত রূপ গঠিত শব্দ পুংবাচক শব্দ ও স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করে। এক্ষেত্রে মূলরূপ ভিন্ন হয়। [পা + তৃচ্(তৃ) = পিতা (পুং) ও মা + তৃচ (তৃ) মাতা (স্ত্রী)]। কতগুলি ব্যাকরণগত রূপ শুধুমাত্র স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ গঠন করে। [যেমন - রাঁধুনী]

বাংলাভাষায় দু'প্রকার বচন লক্ষ্য করা যায়। বচনের প্রভাবে বাক্যে ক্রিয়া রূপের পরিবর্তন ঘটে না। এমনকি, সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্বে বসলেও বহুবচন রূপটির কোন পরিবর্তন ঘটে না। সংস্কৃত উৎসজাত প্রতিবেশী ভাষাগুলিতে এই বৈশিষ্ট্যটি দেখা যায় না। এটি আসলে অনার্য উৎস থেকে আগত।

বাংলাভাষার জন্ম লগ্ন থেকেই বহুবচনাত্মক সমস্ত রূপ ব্যবহৃত হতো না। - রা বিভক্তি প্রাচীন যুগে ছিল না। আবার বিভিন্ন উপভাষায় বিভিন্ন রকম বহুবচনাত্মক ব্যাকরণগত রূপ পাওয়া যায়।

বাংলা ভাষার বচনের ভূমিকা পালনকারী ব্যাকরণগত রূপগুলি অর্থ অনুযায়ী যুক্ত হয়। মানব বাচক বচন নির্ধারক ব্যাকরণগত রূপগুলি মানবেতর প্রাণির সঙ্গে যুক্ত হয় না। আবার পরিবেশ অনুযায়ী ব্যাকরণগত রূপ কখনও # Boundary Morph [ছেলে-ছেলেরা] কিংবা কখনও + Boundary Morph (তুই - তোরা)।

নামজাতীয় শব্দ বোঝাতে কিছু ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রত্যয় দ্বারাই বিশেষ্য পদ পরিণত নির্মিত হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমগ্র ব্যাকরণগত রূপের সাহায্যে বিশেষ্যীভূত করা হয়। বাংলা সর্বনামগুলি গঠনগত দিক থেকে ব্যাকরণগত রূপের প্রভাবে সর্বাধিক প্রভাবিত হয়েছে।

শব্দভান্ডারের বিশেষ্য এবং ক্রিয়া হিসেবে উপাদান কোনও কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাক্যে বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে ব্যাকরণগত রূপগুলি বাক্যের গঠন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পদান্তর ঘটাতে সাহায্য করে।

ব্যাকরণগত ভূমিকা পালনকারী অব্যয়গুলি মুক্ত ও বদ্ধ দু'প্রকারই পাওয়া যায়। উপসর্গ, প্রত্যয়, বিশেষত অনুসর্গগুলির অর্থ মধ্যে যে ব্যাকরণগত রূপগুলি কোন পরিবর্তন ছাড়াই বাক্যে ব্যবহৃত হচ্ছে তাকেও বৈয়াকরণিকরা অব্যয় বলেছেন অর্থাৎ মূলত # Boundary Morph কে ভারতীয় ভাবাবিজ্ঞনিরা অব্যয় হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে একই ধ্বনিসমষ্টি একাধিক ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে অর্থাৎ একাধিক ব্যাকরণগত ভূমিকা ব্যাকরণগত রূপ দ্বারা সম্পাদিত হয়। ফলে বলা

যায় একাধিক Morpheme একটি মাত্র Grammatical Morph দ্বারা প্রকাশিত হয়। এই Grammatical Morph গুলি বেশীরভাগ থেকেই + Boundary Morph হয়।

বাংলা বাক্যের ক্রিয়াগুচ্ছ ক্রিয়া ও সহায়ক অংশ বহুক্ষেত্রে যুক্ত অবস্থায় থাকে। এই অংশের যে দিকটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল যৌগিককাল প্রকাশক অংশ। যৌগিক কালের প্রকারের ক্ষেত্রে [বর্তমান ও অতীতকালের ক্ষেত্রে √আছ্ ধাতু এবং ভবিষ্যৎ ও নিত্যবৃত্ত কালের ক্ষেত্রে √থাক্ ধাতু] ধাতু - ব্যাকরণগত রূপ হিসেবে গৃহিত হয়। পবিত্র সরকার অবশ্য একে ধাতু না বলে -'ছ'- এবং 'এছ' (এদের Allomorph 'চ্ছ') বিভক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

বাংলাভাষার কর্তৃবাচ্যের ক্ষেত্রে বর্তমান কালে বাক্যের সাধারণ প্রকারে কালবিভক্তি ও পুরুষবিভক্তি একই - (-'ই', -ও, -ইস, -এন, -এ') ধ্বনিগঠন দ্বারা চিহ্নিত হয়। যদিও পবিত্র সরকারের মতে বর্তমানকালে বিভক্তি চিহ্ন নেই মনে করেছেন। কিন্তু বাংলা ভাষার 'একই ধ্বনিচিহ্ন' দ্বারা একাধিক ব্যাকরণগত পরিচয় প্রকাশিত হতে আমরা বহুক্ষেত্রেই দেখেছি। এক্ষেত্রে বিষয়টিকে সেই ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এই সিদ্ধান্তগুলি থেকে বাংলাভাষাকে নিঃসন্দেহে কিছুটা Inflectional Language এর অংশ বলা যায়। কিন্তু বহুক্ষেত্রে একই ধ্বনিগত রূপগুলি একাধিক ব্যাকরণগত ভূমিকা পালন করে বলে আমাদের প্রতিটি Morphem এর জন্য আলাদা Morph নেই অনেকটা Agglutinating Language এর মতো। তাই বাংলা ভাষার রূপতাত্ত্বিক গঠনের সঙ্গে এইরূপ ভাষারও মিল পাওয়া যাচ্ছে।

বাংলা ব্যাকরণগত রূপের রূপতাত্ত্বিক গঠন সম্পর্ণ আর্যভাষার মতো নয়। মিশ্রজতি বাঙালীর ভাষায় হয়তো এরূপ বৈশিষ্ট্য খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রবেশ করেছে।

তবে ব্যাকরণগত রূপগুলির ব্যবহার শুধুই ঐতিহ্য লালিত বলা যায় না। এটি একান্তভাবেই আমাদের উচ্চারণগত প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। আর এই উচ্চারণ প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করেছে বাঙালীর মানসিক পরিমন্ডল। বাংলা ব্যাকরণগত রূপের গতি প্রকৃতি তাই আমাদের সম্মুখে এই সত্যকেই উজ্জ্বল রূপে তুলে ধরেছে।

গ্রন্থসূচি ঃ-

বাংলা বই

১। ঘোষ, বারিদবরণ (সংকলক ও সম্পাদক); ১৪১৫: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ নির্বাচিত রচনা সংকলণ; মিত্র ও ঘোষ, পাবলিশার্স প্রা. লি. ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০৭৩।

ইংরাজী বই

১। Katamba, Grancis and Stoham, John; 2006; "Morphology" (Second Edition) Palograve maomillan, UK.

গ্রন্থপঞ্জিকা

বাংলা ঃ-

১) গোস্বামি, কৃষ্ণপদ ; ১৯৭৩ ; বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস ; ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন

২) চক্রবর্তী, উদয়কুমার; ১৯৯৮; 'বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ'; অরবিন্দ পাবলিকেশন, কোল-৩১।

৩) চক্রবর্তী, ডঃ উদয় কুমার; ২০০৪; 'বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩

৪) চক্রবর্তী, জাহ্নবী কুমার; ১৯৪৮; ব্যবহারিক বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা; বুক কর্পোরেশন লিমিটেড ।

৫) চক্রবর্তী, চিন্তাহরণ; ১৯৬৭; ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি; ওরিয়ন্ট বুক কোম্পানী।

৬) চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার; ১৯৭৪; বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৭) চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার; ১৪১৫; 'নির্বাচিত রচনা সংকলন'; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কেলকাতা-৭৩ ।

৮) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; ১৪১০; 'রবীন্দ্র-রচনাবলী '(ষষ্ঠ খন্ড); বিশ্বভারতী, কোল-১৭।

৯) চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুনীতি কুমার; ১৯৭১; 'সরল ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'; কলকাতা - ১৯৪২; 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'

১০) চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ২০০৯; 'অগ্রন্থিত সুনীতিকুমার'; ঘোষ, বারিদবরণ (সম্পাঃ), দীপ প্রকাশন, কলকাতা - ৬.

১১) চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সুনীতিকুমার ও শ্রী প্রিয়রঞ্জন; ১৯৩১; 'পাদ্রি মানা এল্ - দা - আস্সুম্পা - সোম রচিত বাংলা ব্যাকরণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

১২) চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রনারায়ন; ১৯৮৩; ভাষাতত্ত্বর ইতিহাস ও আন্যান্য প্রবন্ধ; রত্নাবলী।

১৩) চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, পৌষ, ১৩৫১, 'ভারতের ভাষা ও সমস্যা,' (গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় জানুয়ারি ১৯৯২)। ১৫ বঙ্কিমচ্যাটার্জী স্ট্রীট, কল - ৭৩।

১৪) ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ, ১৯৭৯, উপসর্গের অর্থবিচার, জিজ্ঞাসা, ১৯৩৩, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা - ৯।

১৫) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; ১২৯৮; 'শব্দতত্ত্ব', রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী প্রকাশনা।

১৬) দাস, শ্রী করুণাসিন্ধু; ২০০২; 'প্রাচীন ভারতের আর্যদর্শন'

১৭) দাস, জ্ঞানেন্দ্রমাহন; ২০১১; 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'; সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯

১৮) নাথ, মৃণাল; 'বাংলাভাষায় বাংলাভাষার অভিধান একটি প্রস্তাব; ১৯৭২ সাল, 'ভাষা' পত্রিকা; ১৮৯৪ শকাব্দ

১৯) নাথ, মৃণাল, ১৯৯৯, ভাষা ও সমাজ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা - ০৬।

২০) বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার; ১৯৮১; 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তি'; মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটড, কলকাতা

২১) বসু, আনন্দমোহন; ১৯৭৬ ; বাংলা ভাষার ইতিহাস ; পারমিতা প্রকাশনি।

২২) বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ; ১৯৭৫; বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিহাস(প্রথমাংশ); পুথিপত্র।

২৩) বসু, মণীন্দ্রমাহন; ১৯৭৬; বাংলা সাহিত্য (প্রথম খন্ড); কমলা বুক ডিপো।

২৪) ভট্টাচার্য ,পার্বতী চরণ ; ১৯৭৬ ; বাংলা ভাষা ; জিজ্ঞাসা, ১এ কলেজ রো, কলকাতা - ৯।

২৫) ভট্টাচার্য, শ্যামাপ্রসাদ; ১৯৯৩; কবিতার ভাষা ও মধুসূদন; লিঙ্গুইস্টিক রিসার্চ - সেন্টার।

২৬) 'ভাষা' বাংলাভাষায় ভাষাবিজ্ঞান অনুশীলনী সমিতির ত্রৈমাসিক মুখপত্র', নাথ, মৃণাল (সম্পা), ১৮৯৪ শকাব্দ (প্রথম প্রকাশ)

২৭) মজুমদার, পরেশচন্দ্র; ১৩৮৩; 'বাংলাভাষা পরিক্রমা'; প্রথম খন্ড; সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা-৬ ।

২৮) মজুমদার, পরেশচন্দ্র ; ১৯৭১ ; সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ; সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা-৬ ।

২৯) মুহম্মদ, শহীদুল্লাহ, ১৩৩১; 'বাঙ্গালা বানান সমস্যা', প্রতিভা

৩০) মারশদ, আবুল কালাম মনজুরম ১৯৯৭; 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব'; 'নয়া উদ্যাগ (প্রকাশনা), কলি - ০৬।

৩১) মুসা, মনসুর। ১৯৮০; 'ভাষা পরিকল্পনা'; ভাষাবিজ্ঞান পত্রিকা।

৩২) শ' ডঃ রামশ্বর; ১৪০৩/১৯৯৬, 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা'; পুস্তক বিপনি; কলি -০৯

৩৩) সরকার, পবিত্র ; ১৯৯৮ ; বাংলা রূপতত্ত্বর ভূমিকা , বহুবচন ,ভাষাবিজ্ঞান গবেষনা কেন্দ, ২১ কেন্দুয়া মেন রোড, কলকাতা - ৮৪।

৩৪) সরকার, ডঃ পবিত্র; ১৯৮৪; 'বাংলা ক্রিয়াপদ; ধাতুশরীর; রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়।

৩৫) সরকার, পবিত্র ও বসু, গণেশ, ১৯৮৯, 'ভাষা জিজ্ঞাসা', কলকাতা, বিদ্যাসাগর পুস্তক মন্দির।

৩৬) সেন , মুরারী মোহন ; ১৯৭৭ ; ভাষার ইতিহাস , ১ম পর্ব ; এস ব্যানার্জী এন্ড কাং।

৩৭) সন , সুকুমার; ২০১১, 'ভাষার ইতিবৃত্ত'; আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা - ৯।

৩৮) লাহিড়ী, প্রবোধচন্দ্র ও শাস্ত্রী, হৃষিকেশ, ২০১৪, 'পাণিনীয়ম', A Higher Sanskrit Grammar and Composition, দি স্টুডেন্টস লাইব্রেরী, কলকাতা - ৭৩।

বাংলা পত্রিকা

১। নাথ, মৃণাল (সম্পাঃ), এপ্রিল ১৯৮২ (দ্বিতীয়বর্ষ প্রথম প্রকাশ), ভাষা' - সুনীতিকুমার স্মরণ সংখ্যা।
মে-অক্টোবর ১৯৮৩, 'বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা ও বাংলাভাষর চর্চা' - চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার।

ইংরাজি বই

1. Aarsleff , Hans. ; 1982 ; From Lock to Saussure ; Athlone
2. Anderson, S. R. (1981) "Why Phonology Isn't 'Natural`, LI, 12
3. Anderson, S.R. (1988); ‘Morphological Theory’; New year(ed), 1988.
4. Armstrong , L ,E and Word , I , C. ; 1926 ; Handbook of English Intonation , Leipzig and Berlin : B. G. Teubner
5. Aronoff , M ; 1976 ; Word Formation in Generative Grammar ; MIT Press Cambridge , Mass
6. Bauer, L; 1988; Introducing Linguistics morphology; Edinturgh University Press.
7. Bazell, C.E., 1966; ON the problem of the morpheme” See Hamp et al, 1966.
8. Bloomfield , L ; 1993 ; Language , Allen & Unwin. , London.
9. Boas, F. (1947), "Kwakiutl Grammor, with a Glossary of suffixes'; in Boas, H.Y. (ed) Transactions of the American Philophical Society, Vol. 37, Part 3(Philadeplia : American Philosophicxal Society)
10. Bodding, P.O.; 1922; 'Materials for A Santali Grammar'; Dumka, The mission of Northern Churches.
11. Bolinger , D ; 1972 (1975) ; Aspects of Language , Harcourt , Brace , Jovanovich
12. Bright , W.(Ed in Chief) ; 1992 ; International Encyclopedia of Linguistics , Oxfo) Chatterji, Suniti Kumar ; 1963 ; Language and Literature of Modern India , Prakash Bhavan. 15 , Bankim Chatterjee Street , Calcutta
13. Britton , James ; 1970(1973) ; Language and Learning , Penguin Books
14. Chatterji, Suniti Kumar; 1978; "The Origin and Development of Bengali Languages; Rupa & Co. Calcutta
15. Chomsky, N. and Hall, M. ; 1968 ; The Sound Pattern of English; Herper & Row, New York.
16. Chomsky, N; 1957; Syntactic Structure (The Hague: Mouton)
17. Chomsky, N; 1965; Aspects of the theory of Syntax (Cambridge, MA: MIT Press)

18. Chomsky, N; 1966; Topics in the Theory of Generative Grammar, Mouton, The Hague
19. Chomsky, N; 1980; ‘On Binding` , Linguistic Inquiry
20. Chomsky, N; 1981 ; Lectures on Government and Binding , Foris , Dordrecht
21. Crystal, David, 1980, Linguistics, ‘Policeam Books, Penguin Books Great Britain, 1982, Linguistic Controversies, Edwar Arnold.
22. Dimock, Edward C, Jr. Suhas Chatterjee, Sombed Bhattacharya, 1996, Introduction Bengali, Part –I, Honolulu, Easte Ware Centre Press.
23. I.J.S. Taraporewala ; 1978; 'Eliments of the science of language'; Calcutta University.rd University Press.
24. Katamba, Francis and Stonha, Joln, 2006, ‘Morphology Second Edition’, POalgrave Macmilla, U.K.
25. Kiparsky, P. ; 1982; Lexical Morphology and Phonology; in Yang, I.S. (Ed.); Linguistics in the Morning Calm (Seoul : Hanstion)
26. Lyons, John, 1968, Introduction to Theoritical Linguistics, Cambridge, Cambridge Unviersity Press.
27. Sarkar, Pabitra ; 1976 ; ‘The Bengali Verb ` ; International Jurnal of Dravdian Linguistics. Vol-V
28. Sarkar, Pabitra; 1975; Aspects of the compound verb in Bengali, M.A. Dissertation paper ,University of Chicago
29. Sarkar, Pabitra; 1980; ‘On Models in Recent Linguistic Theory` ; Jadavpur University.
30. Spencer, A ; 1991 ; Morphological Theory, Black well Oxford.